উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 16 October 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 146

হলে বাংলার জয়জয়কার, হার হিন্দির

▸▸ আটের পাতায়

ধর্ষণে নাম জড়াল এমবাপের

▸▸ বারোর পাতায়

বিদ্রোহের আঁচ

রানি রাসমণি রোডে দ্রোহ কার্নিভালে প্রতিবাদের ঝড়, রাজ্য সরকারকে তীব্র ব্যঙ্গ। মঙ্গলবার। ছবি : আবির চৌধুরী

ওষুধের দাম বাড়ছে

জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আটটি ওষুধের মূল্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। ওষুধগুলি হাঁপানি, যক্ষ্মা, থ্যালাসিমিয়া, মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

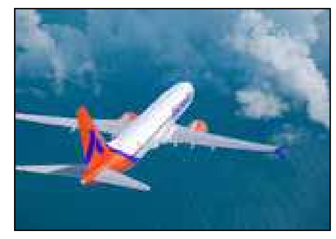

বিমানে বোমাতঙ্ক

এক-দুটি নয়, দেশে একসঙ্গে সাতটি বিমানে বোমাতঙ্ক। যে বিমানগুলিতে এদিন বোমাতঙ্ক দেখা দেয়, তার মধ্যে গুয়াহাটি-বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু রুটের একটি বিমানও রয়েছে।

▸▸ বিস্তারিত দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অনশন এবং দুর্ভোগ

জয়ন্তর সাক্ষাৎ নিয়ে লুকোচুরি

অসুস্থ আরও এক অনশনকারী

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : এবার গুরুতর অসুস্থ হলেন আরও এক অনশনকারী চিকিৎসক। সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই অনশনকারী গত ৭ অক্টোবর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অনশন করছিলেন। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঝুঁকি না নিয়ে মেডিকেল বোর্ড হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (এইচসিসিইউ)-এ ভর্তি করার পরামর্শ দেয়। তবে, ওই বিভাগে চিকিৎসাধীন আরেক অনশনকারী অলোক ভার্মার শারীরিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। বুধবার সকালে তাঁকে জেনারেল ওয়ার্ডে নেওয়া হতে পারে।

মঙ্গলবার মেডিকেলে ডাক্তারদের অনশন মঞ্চে আসেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তবে, সাংসদের অনশন মঞ্চ পরিদর্শনের ছবি, ভিডিও যাতে তুলতে না পারেন সাংবাদিকরা, সবরকমভাবে সেই চেষ্টা করা হয়। খোদ ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ডাঃ অরুণ গুপ্তা সংবাদমাধ্যমকে বাধা দেন। রীতিমতো তেড়ে এসে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিকে তাঁর সামনেই ছবি, ভিডিও ডিলিট করার জন্য চাপ দেন, যা দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ সেখানে উপস্থিত অন্য চিকিৎসকরা। তাঁদের বক্তব্য, 'এই অনশন মঞ্চ আইএমএ'র নয়। এটা জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মসূচি। সর্বসাধারণের জায়গায় সংবাদমাধ্যম কী করবে আর কী করবে না, সেটা আইএমএ'র সভাপতি ঠিক করে দিতে পারেন না।'

এদিন অনশনস্থলে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেন। কিন্তু জলপাইগুড়ির সাংসদ কেন নিজেকে আড়াল করলেন? কেন সংবাদমাধ্যমকে কাজে বাধা দেওয়া হল? অনশনে ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ উঠতে পারে ভেবে? সেই প্রশ্ন উঠছে। জয়ন্ত বলেছেন, 'এত কিছুর পরও রাজ্য সরকারের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত আন্দোলনকারীদের দাবিগুলি মেনে নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে পরিস্থিতি বিবেচনা করা। এই অনশনকারীদের কিছু একটা হয়ে গেলে তাঁর দায় কে নেবে?'

অন্যদিকে, মেডিকেলে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে শিলিগুড়ির হাসমি চকে এদিন সাতজন নাগরিক সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে বসেন। বৃহত্তর শিলিগুড়ি নাগরিক সমাজের তরফে আয়োজিত অনশন মঞ্চে দিনভর বক্তব্য রাখেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

এরপর দশের পাতায়

মেডিকেলে নিরাপত্তারক্ষীর কলার ধরে মারার চেষ্টা। মঙ্গলবার সকালে। -সংবাদচিত্র

নিরাপত্তারক্ষীকে মার, ভাঙচুর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : হাসপাতালে এসে চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে নিরাপত্তারক্ষীর ওপর চড়াও হলেন রোগী এবং পরিজনরা। চেয়ার, টেবিল উলটে দিয়ে ভাঙচুর করা হল হাসপাতাল সুপারের অফিস। মার খেলেন একজন নিরাপত্তারক্ষী। পরিস্থিতি সামাল দিতে দুই মহিলা সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতালে। চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে রোগী পরিষেবায় প্রভাব পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই যে ক্ষোভ বাড়ছে, এদিনের ঘটনা তারই প্রমাণ।

রোগীদের অভিযোগ, তাঁরা দিনের পর দিন প্রচুর টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে মেডিকেলে এসে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। বহির্বিভাগে টিকিট দেওয়ার পরও ডাক্তার দেখানো যাচ্ছে না। কেন চিকিৎসক নেই, কবে চিকিৎসককে দেখানো যাবে সেসব বিষয়ে কেউই কিছু বলছেন না। বাধ্য হয়ে তাঁরা মঙ্গলবার মেডিকেল সুপারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সুপার না থাকায় তাঁরা সেখানেই বিক্ষোভ দেখান। রামগঞ্জের বাসিন্দা অনিমা খাতুনের বক্তব্য, 'স্বামীর মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে। তাঁর চিকিৎসার জন্য সোমবার এসেছিলাম। বলেছিল, সেদিন ডাক্তার বসবে না, মঙ্গলবার আসুন। আবার এদিন অনেক টাকা খরচ করে চিকিৎসার জন্য এসেছি। কিন্তু এদিনও ডাক্তার বসেনি। আমরা গরিব মানুষ, প্রতিদিন কয়েকশো টাকা খরচ করে মেডিকেলে আসা সম্ভব? তাহলে তো বেসরকারি হাসপাতালেই চিকিৎসা করাতে পারতাম।'

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য বলছেন, 'ডাক্তারদের কর্মবিরতি চললেও এদিন বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসকরা রোগী দেখেছেন। অনেক চিকিৎসক বহির্বিভাগের বাইরে, অনেকে আবার জরুরি বিভাগে বসেও রোগী দেখেছেন। কিছু রোগী সেখানে না গিয়ে আমার অফিসে এসে হুজ্জতি করেছেন। নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করা হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।'

এরপর দশের পাতায়

যা ঘটল

- ডাক্তার দেখাতে এসে ঘুরে যেতে হচ্ছে অনেককেই
- মঙ্গলবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে রোগীদের একাংশের
- বহির্বিভাগে ডাক্তার না পেয়ে তাঁরা সুপারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান
- সেখানেই এক নিরাপত্তারক্ষীকে সপাটে চড়
- পুলিশ তিনজনকে আটক করলেও পরে ছেড়ে দিয়েছে

সুপ্রিম-প্রশ্নে সিভিকরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : সঞ্জয় রায়ের সৌজন্যে সন্দেহের চোখে এখন সিভিক ভলান্টিয়াররা। সুপ্রিম কোর্টও তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইল। আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলার ষষ্ঠ শুনানি ছিল মঙ্গলবার। ওই মামলায় নিম্ন আদালতে পেশ করা চার্জশিট শীর্ষ আদালতে পেশ করেছিল সিবিআই। যা পড়ে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেন, 'ঘৃণ্য অপরাধটি একজন সিভিক ভলান্টিয়ার দ্বারা সংগঠিত হয়েছে।'

এরপরেই বাংলায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে একের পর এক তথ্য জানতে চান তিনি। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করতে থাকেন, 'কীভাবে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়। কে নিয়োগ করে? এই নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা কী থাকে? তাঁরা যে সব তথ্য দেন, তা কীভাবে যাচাই করা হয়? কোন আইনে এই নিয়োগ হয়? কীভাবে তাঁদের বেতন দেওয়া হয় ও সেজন্য বাজেটে কত বরাদ্দ থাকে?'

সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য হলফনামায় পরের শুনানিতে পেশ করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, হাসপাতাল, স্কুলের মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের মোতায়েন না করার নির্দেশ। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ছাড়াও ওই শুনানির দায়িত্বে আছে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ।

হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তার তদারকিতে ইতিপূর্বে গড়ে দেওয়া ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের (এনটিএফ) কাজকর্ম নিয়েও মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চ অসন্তোষ প্রকাশ করে। বেঞ্চের প্রশ্নে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বয়ান শুনে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে স্পষ্ট, টাস্ক ফোর্সের কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। সলিসিটার জেনারেলের বয়ান অনুযায়ী, ২১ অগাস্ট গঠনের পর ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের ২৭ অগাস্ট প্রথম বৈঠক হয়।

৫ সেপ্টেম্বরের পর আর কোনও বৈঠক না হওয়ার কারণ জানতে চায় বেঞ্চ। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'প্রচুর পরামর্শ পেয়েছে টাস্ক ফোর্স। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৭,৬৮৮টি স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান, ৪,৯৯০টি রাজ্য সরকারের হাসপাতালের মতামত পাওয়া গিয়েছে। টাস্ক ফোর্স সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান চাইছে বলে সময় লাগছে।' প্রধান বিচারপতি অবশ্য পরের শুনানিতে টাস্ক ফোর্সের কাজের অগ্রগতি জানাতে বলেছেন।

এরপর দশের পাতায়

নিরাপত্তা নিয়ে কী বলল শীর্ষ আদালত। অনশন মঞ্চ থেকে তা শুনছেন এক আন্দোলনকারী। কলকাতায় মঙ্গলবার।

টক্কর দুই কার্নিভালে

রেড রোডে সরকারি কার্নিভালে তারকাদের সঙ্গে পা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : মাঝে দূরত্ব সামান্য। আদালতের নির্দেশে রানি রাসমণি রোড ও রেড রোডের সংযোগস্থলে লৌহপ্রাচীর। রেড রোডে পুজোর কার্নিভাল। সেখানে গানের-নাচের তালে পা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী। অদূরে রানি রাসমণি রোডে সিনিয়ার ডাক্তারদের আয়োজিত দ্রোহের কার্নিভালেও ঢাক বাজল। ব্যঙ্গাত্মক ও প্রতিবাদী ছড়ার সুরে-তালে সরকার বিরোধিতার ঝড় উঠল।

দু'পা এগোলে ডোরিনা ক্রসিংয়ে দুই কার্নিভাল চলাকালীন আন্দোলনকারীরা মানববন্ধন করলেন। কলেজ স্কোয়ার থেকে ছিল বিজেপির 'নাগরিক' মিছিল। মুড আলাদা, কিন্তু আনন্দ ও বিক্ষোভের মিশেলে কলকাতায় ছিল উত্তেজনা। ধর্মতলা যখন প্রতিবাদীদের স্লোগানে উত্তাল, তখন বিভিন্ন ক্লাবের ট্যাবলো এগিয়েছে রেড রোড ধরে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করেও পুলিশ দ্রোহ কার্নিভাল ঠেকাতে পারেনি। মঙ্গলবার দুপুরে ওই কর্মসূচির অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্ট। বাধ্য হয়ে রানি রাসমণি রোডের মুখে তৈরি ব্যারিকেড খুলে নিয়ে যাওয়া হয় রেড রোডের সংযোগস্থলে। ৭ ফুট উঁচু সেই ব্যারিকেডের একদিকে আন্দোলনকারীরা, অন্যদিকে পুলিশবাহিনী। ছিল ওয়াচটাওয়ারের নজরদারি।

তাতেও বিক্ষোভ এড়ানো গেল না। পুজো কার্নিভাল থেকে শ্রীভূমি পুজো কমিটির ট্যাবলো ফেরার সময় 'মানববন্ধন' থেকে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর গাড়িতে চড়-থাপ্পড় পড়ে। মন্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বোতল ছোড়া হয়। ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ চলে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার জারি করা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারির নির্দেশকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে চিকিৎসকদের সংগঠন।

হাইকোর্টে মামলাটি উঠলে বিচারপতি রবি কিষান কাপুর পুলিশের নির্দেশিকাকে 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেন। তিনি পুলিশের নির্দেশিকা খারিজ করে দ্রোহ কার্নিভালের অনুমতি দেন। মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ সাধারণ মানুষের দখলে চলে যায়। জাতীয় পতাকা ও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল অনেক। মহিষবাথান থেকে আনা হয়েছিল ২১ জন ঢাকিকে। ঢাকের তালে তালে স্লোগান ও শরীর দুলিয়ে নাচে দ্রোহ কার্নিভালও যেন উৎসবের চেহারা নেয়। ঢাকের তালে নাচতে নাচতে স্লোগান চলে 'তিলোত্তমার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই।'

অপর্ণা সেন, চৈতি ঘোষাল সহ টলিউডের কয়েকজন অভিনেতাকে দেখা যায় সেই কার্নিভালে। উলুধ্বনি ও শাঁখ বাজিয়ে প্রতিবাদ চলে। অন্যদিকে, রেড রোডে সরকারি পুজো কার্নিভালে ছিল চোখে পড়ার মতো দেশ-বিদেশের অতিথিদের সমাগম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটিকে পুজোর সেরা ঘোষণা করা হয়। ৮৯টি পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশ নিয়েছিল। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান দিয়ে কার্নিভালের সূচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে তারকাদের হাত ধরে মঞ্চে নাচতে দেখা যায়।

রান্নার গ্যাস নিয়ে হেঁশেলে হয়রানি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে হেঁশেলে টান। অগ্রিম বুকিং করেও মিলছে না রান্নার গ্যাস। সিলিন্ডার পেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে সাত থেকে দশদিন। তাও আবার অনেক জায়গায় লাইন দিতে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে গিয়ে। সেখান থেকেও প্রায়শই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সিলিন্ডার পেতে দেরি হবে। গ্রাহকদের অভিযোগ, উৎসবের মরশুমে কালোবাজারির জেরেই ভোগান্তি বেড়েছে সাধারণ জনতার।

সেই অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ নর্থবেঙ্গল ও সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক সরকার। তনি বলেন, 'পুজোর আগে ব্যাকলগ তৈরি হয়েছিল। পুজোয় অস্বাভাবিকভাবে বুকিং বেড়ে গিয়েছে। আশা করছি, চলতি মাসের শেষে সরবরাহ অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে যে ডিস্ট্রিবিউটারের গ্রাহক সংখ্যা বেশি সেখানে ডেলিভারিতে সময় লাগছে।'

পুজোর সময় হোটেল, রেস্তোরাঁ সহ রাস্তার পাশে থাকা ফাস্ট ফুডের দোকানে সিলিন্ডারের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেই কারণে ঘুরপথে লাভ তুলতে সেই সমস্ত জায়গায় বেশি টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগ তুলেছেন সাধারণ গ্রাহকরা। ডিস্ট্রিবিউটারদের পালটা দাবি, পুজোর মরশুমে সিলিন্ডারের চাহিদা ব্যাপক বেড়ে যাওয়ায় এবং চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার না পেয়ে লক্ষ্মীপুজোর আগে বিপাকে পড়েছেন বিদ্যাসাগরপল্লির বাসিন্দা রিনা ঘোষ। মঙ্গলবার এসএফ রোডে থাকা ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। রিনার কথায়, 'আগে এক, দু'দিনেই ডেলিভারি পেতাম। সেই হিসেব করে ৯ তারিখ গ্যাস বুক করেছি। কিন্তু এখনও সিলিন্ডার পাইনি। লক্ষ্মীপুজোয় ভোগ রান্না করব কীভাবে, বুঝতে পারছি না।'

একজনের নামে ইস্যু হওয়া রান্নার গ্যাস বাইরে বেশি দামে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। এই কালোবাজারি রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চালু করা হয়েছে ডেলিভারি অথেনটিকেশন কোড (ডিএসি)। অর্থাৎ গ্রাহক গ্যাস সিলিন্ডার বুক করলেই এসএমএসের মাধ্যমে তাঁর ফোনে একটি কোড যাবে।

এরপর দশের পাতায়

গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য লম্বা লাইন। শিলিগুড়িতে। -ফাইল চিত্র

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

৬ কেন্দ্রে ভোট ১৩ নভেম্বর

পশ্চিমবঙ্গের ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। কোচবিহারের সিতাই, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট, উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া ও নৈহাটি, পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার তালড্যাংরা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হবে ১৩ নভেম্বর। ফল ঘোষণা হবে দেশের অন্যান্য কেন্দ্রের উপনির্বাচন ও ঝাড়খণ্ড-মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে ২৩ নভেম্বর।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

উত্তরে রেলের রক্ষাকবচ

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৫ অক্টোবর : ঘনঘন রেল দুর্ঘটনায় অবশেষে টনক নড়ল ভারতীয় রেলের। গোটা দেশে একযোগে ১০ হাজার লোকো মোটিভ বা ট্রেনের ইঞ্জিনে কবচ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে মালদা টাউন থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ১ হাজার ৯৬৬ কিলোমিটার রেলপথ কবচ লাগানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। রেলের দাবি, অত্যাধুনিক এই পদ্ধতির ব্যবহারে অন্তত রোখা যাবে দুর্ঘটনা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা মঙ্গলবার জানিয়েছেন, যাবতীয় কাগজপত্রের কাজ শেষ হয়েছে। দ্রুত পরিকাঠামো তৈরির কাজ চালু করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'এর জন্য ১ হাজার ৭৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

চলতি বছরে দেশজুড়ে ধারাবাহিকভাবে রেল দুর্ঘটনা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলেও বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নানা দিক থেকে কবচ পদ্ধতি চালু করার দাবি জোরালো হয়ে উঠেছিল। রেলকর্তাদের দাবি, অনুমোদন হয়ে থাকলেও কাজ শুরু করা যাচ্ছিল না। অবশেষে এবার আশার আলো দেখা গিয়েছে। মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, দেশীয় স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা কবচ ৪.০ লাগানোর জন্য তারা কাজ শুরু করেছে।

কী রয়েছে কবচ ৪.০ প্রকল্পে? রেল জানাচ্ছে, একই রেল ট্র্যাকে সামনে থেকে দুটো ট্রেন চলে এলে যে দুর্ঘটনা ঘটে কিংবা পিছন থেকে একটি ট্রেনকে অন্য ট্রেন ধাক্কা মারার ঘটনা হলে তা রোখা সম্ভব হবে এর মাধ্যমে। ভারতীয় রেল নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই প্রকল্প ২০২২ সালে চালু করে। যাকে বলা হয় কবচ। এই সিস্টেমের মাধ্যমে দুটো ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ রোখা যাবে।

রেল সূত্রে খবর, প্রত্যেকটি স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজারের ঘরে, ট্রেনের ইঞ্জিন কিংবা লোকোতে এবং প্রত্যেক লেভেল ক্রসিং গেটে ছোট একটি যন্ত্র বা ডিভাইস থাকবে। সব সময় তারা নিজেদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করতে থাকবে। দুটো ট্রেন যদি একই লাইনে কাছাকাছি বা পিছন দিক থেকে চলে আসে তখন স্টেশন ম্যানেজারের রুমে থাকা ডিভাইস কিংবা লেভেল ক্রসিং গেটে থাকা ডিভাইস থেকে ইঞ্জিনে থাকা ডিভাইসে মেসেজ যাবে। তারপর দুটো ট্রেনই অটোমেটিক এয়ারব্রেক লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। এভাবেই আটকে যাবে দুটো ট্রেন এবং দুর্ঘটনা রুখবে। কোনও একটি স্টেশন যদি রেল ট্র্যাকে দুটো ট্রেন চলে আসার বিষয়টি কোনওভাবে 'মিস' করে তাহলেও কবচ সিস্টেম এমনভাবে তৈরি তা পুরো রেলের সংশ্লিষ্ট জোনে, কন্ট্রোল রুমে বিস্তারিত তথ্য পাঠাবে। সেখান থেকেও দুর্ঘটনা রোখা সম্ভব হবে।

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং কন্ট্রাক্ট (এমপিএস) ইউনিট

কাটিহার ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টল ক্যাটারিং (এমপিএস) -এর ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এমপিএস-কেআইআর। নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২২-১০-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘণ্টায়; **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন ঃ** ১৮২৬;

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	এমপিএস-কেআইআর-কেআইআর-এমপিএস-৯-২৪-১ (বহুমুখী স্টল)	টি স্টলের পাশে (পশ্চিম দিকে) কাটিহার/পুরোনো মডেল বিল্ডিং -এ
এএ/২	এমপিএস-কেআইআর-কেএনই-এমপিএস-১০-২৪-১ (বহুমুখী স্টল)	'এ' ক্যাটাগরির কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পিলার নং. ৮/৯ -এর মধ্যে পিএফ নং. ০২-এ
এএ/৩	এমপিএস-কেআইআর-কেআইআর-এমপিএস-৮-২৪-১ (বহুমুখী স্টল)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেড কলাম নং ৭ এবং ৮ -এর মধ্যে পিএফ নং. ৬/৭ -এ
এএ/৪	এমপিএস-কেআইআর-কেআইআর-এমপিএস-৭-২৪-১ (বহুমুখী স্টল)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে ওএইচই মাস্ট -কেবি/১০০৪ -এর কাছে পিএফ নং. ০২ -এ
এএ/৫	এমপিএস-কেআইআর-কেআইআর-এমপিএস-৫-২৪-২ (বহুমুখী স্টল)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটাগরি 'এ' -এর পিএফ নং. ৪/৫ -এ পিলার নং. ১০/১১ -এর মধ্যে
এএ/৬	এমপিএস-কেআইআর-কেআইআর-এমপিএস-৬-২৪-১ (বহুমুখী স্টল)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে এসকেলেটরের পাশে পিএফ নং. -০১ -এ

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ২২-১০-২০২৪ তারিখে ১২:২০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০১০/২৪-২৫ তারিখ: ০৯-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

টেন্ডার সংখ্যা. কেটি২৪৫৪৫৩

বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-১০-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অন্তিম সংশোধনী অথবা স্পেসিফিকেশন সহিত আরডিএসও ... (www.ireps.gov.in) ...

ডিওয়াই সিএমএম/ নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অনড় টি বোর্ড, বিক্ষোভের ডাক চা চাষিদের

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ চা বাগানে কাঁচা চা পাতা তোলার ক্ষেত্রে ৩০ নভেম্বর থেকে বিধিনিষেধ আরোপ করার সিদ্ধান্তে অনড় টি বোর্ড। তাদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ক্ষুদ্র চা চাষিরা ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবিষয়ে ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য আমরা বহুবার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু টি বোর্ড কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি।' চলতি বছরে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৪০ শতাংশ চায়ের উৎপাদন কম হয়েছে। তারপরেও টি বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে হতাশ ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টি বোর্ডের কাছে আবেদন করা হয়েছিল ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত চা পাতা তোলার অনুমতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু টি বোর্ড তাদের আবেদনে কর্ণপাত করেনি। সংগঠনের চেয়ারম্যান রজত রায় কার্জি জানিয়েছেন, সর্বশেষ টি বোর্ডের মিটিংয়ে এই বিষয়ে আলোচনায় টি বোর্ডের সিদ্ধান্তকেই অনুমোদনের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, 'সাম্প্রতিক অতীতে চা শিল্পে এত বড় বিপর্যয় হয়নি। সর্বত্র চায়ের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। শীতের মরশুমেও অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে চা গাছে জল দিতে হয়েছে। প্রচণ্ড তাপমাত্রার জেরে চা গাছ ঝলসে গিয়েছে। তাই চা গাছে শীতের মরশুমেও জল দিতে হচ্ছে।' এই অবস্থায় টি বোর্ডের তরফে এই ছাড়পত্র দেওয়া হলে ক্ষতিগ্রস্ত চা বাগানগুলি ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে বলে তিনি জানান। যদিও সার্বিক পরিস্থিতি এখনও যথেষ্টই উদ্বেগজনক।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় হঠাৎ বৃষ্টি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : বেশ কয়েক বছর ধরেই হেমন্ত 'নিখোঁজ'। শহুরে মানুষের তা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। তবে আক্ষেপ রয়েছে গ্রামবাসীদের। এবারও কি হেমন্তর খোঁজ মিলবে না? পুজো শেষ হতেই এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার 'খোঁচায়' মৌসুমি অক্ষরেখা 'পাততাড়ি' গোটানোর পরেও বৃষ্টির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এমনকি হঠাৎ শীতল হাওয়ার প্রবেশ ঘটেছে। তাহলে কি এবারও বর্ষার পরেই শীতের আমেজ গায়ে মাখতে হবে? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'এখনই তা বলা যাচ্ছে না। আরও কয়েকদিন পর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রায় কিছুটা গরম পাওয়া গেলেও, সন্ধ্যার পর থেকে সকাল পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই কম।'

শীতের আগাম উপস্থিতি সম্পর্কে এখনই নিশ্চয়তা না দিলেও ওই সম্ভাবনা খারিজ করে দিচ্ছেন না আবহবিদরা। তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং

শিলিগুড়ির এই ছবি প্রশ্ন তুলেছে হেমন্তের আগমন নিয়ে। ছবি : সূত্রধর

হালকা শীতের অনুভূতি যে আরও কয়েকদিন চলবে, তা গোপীনাথের কথা থেকেই স্পষ্ট।

তাপমাত্রার এমন পতনের জেরে পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উত্তরের পাশাপাশি পূর্ব সিকিমেও তুষারপাতের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু দার্জিলিং? একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ধেয়ে আসলে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠলে বঞ্চিত হতে হবে না শৈলরানিকেও।

পুজো শেষ হতেই টানা দু'দিন সাতসকালে বৃষ্টির দেখা মিলছে শিলিগুড়িতে। তীব্রতা না থাকলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায়। এই বৃষ্টির হাত ধরেই আশ্বিন ফুরানোর আগে হুহু করে তাপমাত্রার পতন ঘটছে। তাই কয়েকদিন আগেও যেখানে উত্তরবঙ্গ 'পুড়ছিল', সেখানে মঙ্গলবার মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বাদে উত্তরের বাকি জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির নীচে। গৌরবঙ্গের তাপমাত্রা ৩০-এর কিছুটা ওপরে। তবে মালদা, রায়গঞ্জে একপশলা বৃষ্টি হলেই তাপমাত্রার পতন ঘটবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

নির্দিষ্ট সময়ের তিনদিন আগেই মৌসুমি অক্ষরেখা সরে গিয়েছে। বাংলা থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে ১৩ অক্টোবর। কিন্তু এরপরেও বৃষ্টি কেন? এই হঠাৎ বৃষ্টির মূলে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব। এর জেরেই সিকিম থেকে বিহার পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাবে গত দু'দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি এলাকা। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আগামী তিনদিন ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরের কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্মখালি

ইলেকট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113003)

•

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজার এবং ১জন অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন ঃ (M) 94340-28924 (11 A.M. - 10 P.M.) Email : pfvp.cob@gmail.com (C/111856)

অ্যাফিডেভিট

গত 07/10/2024 তারিখে তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি প্রণতি নাথ ও প্রণতি নাথ অধিকারী (স্বামী - রমাকান্ত অধিকারী) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। আমার জন্ম তারিখ 05.01.1959, ঠিকানা- শিশুমেলা রোড, ওয়ার্ড নং-৩, পো- তুফানগঞ্জ নিউটাউন, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

•

আমার স্কুল রেকর্ডে নাম ভুল থাকায় গত 27/03/2023 তারিখে E.M কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Binoy Ray, S/o Mahesh Ray এবং Binay Roy, S/o Mohesh Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/112808)

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK

Invitation of offer for Annual Maintenance Contract (AMC) for UPS at various Branches & Offices of Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank

Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank invites RFP for Annual Maintenance Contract (AMC) for UPS at various Branches & Offices of Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank vide Ref: GAD/49/2024-25/195/F- UPS AMC dated 15.10.2024. Kindly download the formats / terms and conditions from the web site http://www.ubkgb.org. The last date of submission of bid proposal is 05th November, 2024 up to 3:00 PM.

Sd/-
General Manager
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank

পরিচারক নিয়োগের জন্য আগ্রহ প্রকাশের (আইওআই) আমন্ত্রণ

কাটিহার ডিভিশনের ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রে পরিচারক প্রদানের জন্য ঠিকাভিত্তিক ম্যানপাওয়ার আউটসোর্সিং এজেন্সিগুলির মাধ্যমে পরিচারক নিয়োগের জন্য আগ্রহের প্রকাশ। বিস্তারিত ইওআই নথিতে কাজের সুযোগ, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্দেশিত করা হয়েছে, এনএফআর-এর ওয়েবসাইট http://nfr.indianrailways.gov.in-এ ইওআই-এর জন্য প্রস্তাব জমা করার ফর্ম ও প্রক্রিয়া উপলব্ধ এবং ডাউনলোডও করা যাবে। ০৫-১১-২০২৪-এর ১৫.০০ ঘণ্টার মধ্যে অথবা তার পূর্বে ডিভিশনাল ম্যাটিরিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার, ডিআরএম বিল্ডিং, নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে, কাটিহার, বিহার-৮৫৪১০৫-এর কার্যালয়ের ঠিকানায় বন্ধ খামে বিডিং প্রস্তাব জমা করা যাবে এবং খোলায় হবে ০৫-১১-২০২৪-এর ১৬.৩০ ঘণ্টায়।

ডিভিশনাল ম্যাটিরিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় -২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি, ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩), ২৪৩১১৪৮/২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪, ইমেল :-z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট – IV-A (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

যোগাযোগের ব্যক্তি :
১) শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল অফিসার, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩
২) শ্রী অভিষেক সৌরভ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৯৩১২৭০১৬৯

সিগনাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এন-২০২৪-কে-২১, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১: টেন্ডার নং.ঃ এন-২০২৪-কে-২১, কাজের নাম ঃ সিগনাল (এসকিউবি) স্টেশনে শর্ট সিএসএল লাইনকে ফুল সিএসএল পর্যন্ত ... ই-টেন্ডার ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪০ অব ২০২৪, তারিখঃ ০৩-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/পূর্ণিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার-যোগবাণী সেকশনে রৌতারা ইয়ার্ড, পূর্ণিয়া ইয়ার্ড ও জলালগড় ইয়ার্ডে ডিপ স্ক্রিনিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,১১,৫৮,১৪৭.৪১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,০৫,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং.ঃ ২। ... ২,২৩,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পব)
টেলি ঃ (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A (দ্রষ্টব্য রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ১৫.১০.২০২৪
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল অফিসার, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩
২) শ্রী অভিষেক সৌরভ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৯৩১২৭০১৬৯

ফর্ম নং-১৪
[রেগুলেশন ৩৩ (২) দ্রষ্টব্য]

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল, শিলিগুড়ি
৩য় তলা, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)
বনাম
শ্রীমতী দীপিকা গাঙ্গুলি (রায়)

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল, শিলিগুড়ি

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময়ে – **বউচুরি** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ কী করে তোকে বলব, বিকেল ৪.৩৫ বিন্দাস, রাত ৮.০০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১১.০০ মজনু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আওয়ারা, দুপুর ১.০০ ফাইটার, বিকেল ৪.০০ বিধাতার খেলা, সন্ধ্যা ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.০০ বাদশা – দ্য কিং
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ ১০০% লাভ, বিকেল ৩.০০ অগ্নিপথ, সন্ধ্যা ৬.৩০ ন্যায়দণ্ড, রাত ৮.২৫ প্রাণের স্বামী, রাত ১১.২০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চ্যালেঞ্জ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সংঘর্ষ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দুর্গা

আওয়ারা সকাল ১০টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

ডার্ক ফিনিক্স বিকেল ৩.২০ মিনিটে **মুভিজ নাও-তে**

ওএমজি ২ বিকেল ৫.১৫ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্সে**

লায়লা মজনু সন্ধ্যা ৬.৪৬ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ একাধিকভাবে আয়ের পথ খুলবে। প্রিয়জনকে কটুকথা বলে অনুতাপ। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **মিথুন :** খুব কাছের লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পড়ুয়াদের বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা। **কর্কট :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **সিংহ :** অকারণে ভয় পেতে পারেন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। **কন্যা :** নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব হতে পারে। **তুলা :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। কোনও জনকল্যাণমূলক কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** আজ ধার শোধ করে নিশ্চিন্ত হবেন। পথে খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। **ধনু :** বন্ধুর সুপরামর্শে আজ কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। **মকর :** শরীর নিয়ে অযথা চিন্তা। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় কষ্ট পাবেন। **কুম্ভ :** ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতভেদ হতে পারে। বহুদিনের কোনও স্বপ্ন সফল হবে। **মীন :** স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৯ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ২৪ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, ২৯ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন সুদি, ১২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৮, অঃ ৫।৯। বুধবার, চতুর্দশী রাত্রি ৭।৪৪। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৭।১৮ ধ্রুবযোগ দিবা ১০।৩৫। গরকরণ দিবা ৮।৫৫ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৭।১৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।৪৪ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৩ গতে ১২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ণিমার নিশিপালন। রাত্রি ৭।৪৪ গতে শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপুজা ও শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৩ মধ্যে ও ৭।১৮ গতে ৮।২ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৬।৩৫ মধ্যে ও ৮।১৯ গতে ৩।১৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৩ গতে ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ৩।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ধ হল লংভিউ বাগান

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : পুজো-বোনাস নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই সোমবার রাতে লংভিউ চা বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে চলে গেল মালিকপক্ষ। ঘটনার জেরে বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়েছে। ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে গত আটদিন ধরে রিলে অনশনে রয়েছেন শ্রমিকরা। এরই মাঝে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ শতাংশ হারে বোনাস দিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। হিল প্ল্যান্টেশনস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সহ সচিব সুমেন্দ্র তামাংয়ের অভিযোগ, 'ন্যায্য দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে শ্রমিকরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মাঝে মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করে চলে গিয়েছে। তাঁর দাবি, 'এই ঘটনার পিছনে শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) হাত রয়েছে।' অন্যদিকে, শাসকদল বিজিপিএমের মুখপাত্র এসপি শর্মার বক্তব্য, 'মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করে চলে গিয়েছে। আমরা মালিক এবং শ্রমিকপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে বাগান পুনরায় সচল করার উদ্যোগ নিচ্ছি।' এদিকে সুমেন্দ্র বলেছেন, 'দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন চালিয়ে যাব।'

মেলার স্টল বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব

আয় ২০-২৫ লক্ষ, খাতায়-কলমে পঞ্চায়েতের ঘরে মাত্র দুই-আড়াই লক্ষ

শিবমন্দির, ১৫ অক্টোবর : আঠারোখাই খেলার মাঠে লক্ষ্মীপুজোর মেলা বসানোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। মেলার কিছুটা অংশের টেন্ডার করে সেখানে দোকানপাট বসানো হয়েছে। বাকি মাঠে স্টল তৈরি করে সেগুলি আঠারোখাই পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী, জনপ্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ নিজেরা নিয়েছেন। কেউ আবার নিজেদের পছন্দের লোকজনের কাছে তা বিক্রি করে দিয়েছেন। অভিযোগ, মেলায় ২০-২৫ লক্ষ টাকা আয় হলেও খাতায়-কলমে পঞ্চায়েতের ঘরে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা আসে। বাকি টাকা কোথায় যায়, সেই প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি নিয়ে টেলিফোনে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদকে কিছু বলব না। যা দেখার এসে দেখে যাবেন।' মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'মেলার বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। আমার কাছে কেউ এনিয়ে অভিযোগ করেনি।'

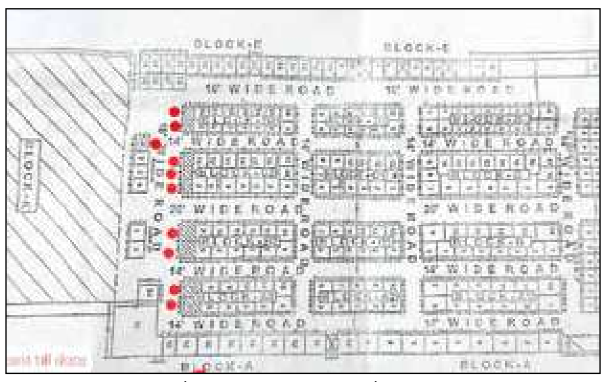

আঠারোখাইয়ে মেলার মাঠের নকশা।

প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে আঠারোখাইয়ে পঞ্চায়েতের মাঠে তিনদিনের মেলা বসে। বিতর্কিত এই মাঠটি দীর্ঘদিন ধরে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত দেখাশোনা করে। কয়েক দশক ধরে এই মাঠে লক্ষ্মীপুজোয় মেলা বসানোর প্রথা চলে আসছে। অভিযোগ, এই মেলাকে ঘিরে বাম আমলেও দুর্নীতি হয়েছে, এখন তৃণমূলের আমলেও হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী মেলা বসানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে টেন্ডার করা হয়। এবারও টেন্ডার হয়েছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কেউ সেই টেন্ডার কোথাও ঝুলতে দেখেননি।

অভিযোগ, পুরোপুরি আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তৃণমূলের শাসক গোষ্ঠীর কয়েকজন নেতা-নেত্রী মিলে এই মেলার রাশ নিজেদের হাতে নিয়েছেন। মাঠের একদিকে মিনি মেলার জন্য ব্লক-কে বলে জায়গা রাখা হয়েছে। বাকি মাঠজুড়ে প্রচুর স্টল তৈরি করা হয়েছে। যেগুলি তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা নিজের, স্বামীর, ছেলে, মেয়ের নামে নিয়ে নিয়েছেন। দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীদেরও তিন-চারটি করে স্টল দেওয়া হয়েছে। এরপর বাকি স্টলগুলি বেশি দামে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। প্রতি বছর এই মেলায় স্টল করেন জয়দীপ সরকার। তাঁকে এবার স্টল দেওয়া হয়নি।

অনিয়ম

- আঠারোখাই খেলার মাঠে লক্ষ্মীপুজোর মেলা বসানোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ
- মেলার কিছুটা অংশের টেন্ডার করে সেখানে দোকানপাট বসানো হয়েছে
- বাকি মাঠে স্টল তৈরি করা হয়েছে
- সেগুলি আঠারোখাই পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী, জনপ্রতিনিধিদের একটা বড় অংশ নিজেরা নিয়েছেন

তিনি বলেন, 'আমি গরিব মানুষ। এই মেলায় ১০০০-১১০০ টাকা দিয়ে পঞ্চায়েতের কাছে স্টল ভাড়া নিয়ে প্রতি বছর খাবারের দোকান করি। মেলায় প্রচুর জনসমাগম হওয়ায় লাভও ভালোই হয়। এবারও মেলার আশায় বসে ছিলাম। কিন্তু আমাকে স্টল না দিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।'

আরও অভিযোগ, জনপ্রতিনিধি এবং তৃণমূলের যে নেতা-নেত্রীরা স্টল পান তাঁরা আবার ১০-১২ হাজার টাকায় প্রতিটি স্টল বিক্রি করে দেন। এভাবে সকলেরই ভালো রোজগার হয়। আর মেলা থেকে আয় হওয়া মোটা টাকার ভাগ দলের অনেক নেতা-নেত্রীর কাছেই পৌঁছায়। এবিষয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'দলের কেউ এই মেলার সঙ্গে জড়িত নয়। সম্পূর্ণ প্রশাসনিকভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে মেলা হয় বলে শুনেছি। তারপরেও কোনও অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখা হবে।'

লক্ষ্মী প্রতিমা নিয়ে এক বিক্রেতা। ইসলামপুরে। ছবি : রাজু দাস

২০ তারিখ বিমানবন্দরের শিলান্যাস মোদির

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৫ অক্টোবর : ২০ অক্টোবর বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজের ভার্চুয়াল শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এজন্য শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মাঠে একটি অনুষ্ঠান হবে। সেজন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার ভূদেব সরকার জানান, ওইদিন প্রধানমন্ত্রী বেনারস বিমানবন্দর থেকে বাগডোগরা, দ্বারভাঙ্গা, আগ্রা, অম্বিকাপুর এবং রেওয়া বিমানবন্দরে কাজের ভার্চুয়াল শিলান্যাস করবেন।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগডোগরা বিমানবন্দরকে সম্প্রসারণ করে আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তবে সেখানে শিলান্যাসের অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব নয়। এত বড় মাপের প্রকল্পের কথা সাধারণ মানুষকে জানাতে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেজন্য কাওয়াখালি মাঠকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রের খবর, কাওয়াখালির মাঠে বিশাল স্ক্রিন লাগানো হবে। প্রায় ৩ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির সাংসদ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক সহ বিশিষ্টদের। উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপ্পা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'বেলা ৩টায় বেনারস বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি কাজের ভার্চুয়াল শিলান্যাস করবেন। সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তবে ভিভিআইপি কে কে উপস্থিত থাকবেন, তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না।'

বাগডোগরা

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর হল বাগডোগরা। এই বিমানবন্দর দিয়ে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ যাতায়াত করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে যাত্রীর চাপ। সেজন্য সম্প্রসারণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। প্রথম পর্যায়ে ১,৫৪৯ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এবিষয়ে গত ১৬ অগাস্ট নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠক বসেছিল। মোদির উপস্থিতিতে ওই বৈঠকে অর্থমঞ্জুরের সিদ্ধান্ত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে এবার প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে বিমানবন্দর সম্প্রসারণের শিলান্যাস হতে চলেছে।

নন্দকিশোরগছে অষ্টমী দুর্গাপুজো

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৫ অক্টোবর : বিজয়া দশমীর পরও যেন দুর্গাপুজোর আমেজ চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে। এখানকার নন্দকিশোরগছে এখন অষ্টমী দুর্গাপুজো ও তাকে ঘিরে মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে। পুজো উপলক্ষ্যে শতাব্দীপ্রাচীন জহরামেলা বসে গ্রামটিতে। মেলায় দূরদূরান্তের ব্যবসায়ীরা পসরা সাজাতে শুরু করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবছর দশমীর ঠিক আটদিনের মাথায় নন্দকিশোরগছে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। যা অষ্টমী দুর্গাপুজো নামে পরিচিত। একদিনই পুজো হয়। এর মাধ্যমে মানুষ বিসর্জনের পরও দুর্গোৎসবে মাতেন।

মেলা কমিটির সম্পাদক অজয় পাল বলেন, 'এই পুজোর এবার ১৩৭তম বর্ষ। শুক্রবার সন্ধ্যায় পুজো হবে। শনি থেকে সোমবার- তিনদিন ধরে চলবে মেলা।' পুজো কমিটির সম্পাদক ধনলাল পালের বক্তব্য, 'স্থায়ী মন্দিরে সারা বছর প্রতিমা থাকে। পুজোর আগে নতুন প্রতিমা আনা হয়। দেবী দুর্গার সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ ২৮ দেবদেবী সজ্জিত থাকেন মন্দিরে। সারাবছর ভক্তদের আনাগোনা লেগে থাকে। পুজো ঘিরে বসে মেলা। তা এলাকায় উৎসবের আকার নেয়।' গ্রামের বাসিন্দা কান্দরী সিংহ বললেন, 'অষ্টমী দুর্গাপুজোয় প্রতিটি বাড়ি থেকে ডালা দেওয়া হয়। সবাই পুজোর আনন্দে মাতি।'

এবার মেলার ৪-৫ দিন আগে থেকেই দোকানপাট বসতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীদের একাংশ রীতিমতো পসরা সাজিয়ে বসে পড়েছেন। নবদ্বীপ থেকে এসেছেন ব্যবসায়ী স্বপন পাল, নদিয়া জেলার শান্তিপুরের ব্যবসায়ী অখিল তালুকদার। অখিল বলেন, 'এর আগে দু'বার জায়গার অভাবে ঘুরে যেতে হয়েছে। সেকারণে এবার আগেভাগে চলে এসেছি।' পাঞ্জিপাড়ার শান্তিনগর থেকে মঙ্গলবার মনিহারি দোকান নিয়ে মেলায় এসেছেন ব্যবসায়ী জুলফিকার আলি। তিনিও দোকান সাজাতে ব্যস্ত।

পুজো ও মেলা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এলাকার একসময়কার প্রভাবশালী ব্যক্তি জহরা পাল ও কুতুব পাল অষ্টমী দুর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন। পুজো ঘিরে শুরু হয় মেলা। জহরা পালের নামে মেলার নামকরণ করা হয় জহরামেলা।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিকের বক্তব্য, 'জহরামেলায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ সমস্তরকম সহযোগিতা করা হবে। মেলা প্রাঙ্গণে চলতি সপ্তাহে হাইমাস্ট লাইট লাগানো হয়েছে।'

নন্দকিশোরগছে পুজো-মেলায় বসতে শুরু করেছে দোকান।

আজ কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো। বিধান রোডে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি। মঙ্গলবার।

ট্রেনের ছাদে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট পড়ুয়া

নাগরাকাটা, ১৫ অক্টোবর : বন্ধুদের চমক দেখাতে গিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির ছাদে উঠে যায় দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। মাথার ওপরে যে ২৫ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী তার চলে গিয়েছে সেকথা আর খেয়াল ছিল না তার। নিমেষের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই ট্রেন থেকে সটান মাটিতে ছিটকে পড়ে সে। গোটা গা ঝলসে যায়। হতচকিত দুই বন্ধু কোনওরকমে তাকে উদ্ধার করে লুকসান সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে সেখান থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যারন স্টেশনে।

মারাত্মক জখম পড়ুয়ার বাড়ি লুকসানের ভুট্টাবাড়ি বস্তিতে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ওই পড়ুয়ার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। লুকসান সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত ভাস্কর বলেন, 'শরীরের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে জরুরিকালীন যে ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন সবটাই করা হয়।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম বলেন, দুঃখজনক ঘটনা। তবে এভাবে ট্রেনের ওপর কারওই ওঠার কথা নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' ওই পড়ুয়ার মা ও বাবা দুজনেই কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকেন। সে তার দিদার সঙ্গে লুকসানের ভুট্টাবাড়ি বস্তিতে থাকে। এদিন আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে ক্যারন স্টেশনে আড্ডা দিচ্ছিল।

প্রতিবাদ করায় হেনস্তা

নকশালবাড়িতে জুয়ার আসর

নকশালবাড়ি, ১৫ অক্টোবর : নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোত, ঢাকনাজোত, কোটিয়াজোত, রথখোলা এলাকায় রমরমিয়ে চলছে জুয়ার আসর। বিভিন্ন বাড়িতে, দোকানের ভেতরে আসর বসছে বলে অভিযোগ। রথখোলায় এক মহিলা জনপ্রতিনিধির বাড়িতে দিনরাত চার-পাঁচটি দল জুয়া খেলতে ভিড় জমাচ্ছে। আসর বসিয়ে টাকা তুলছেন ওই জনপ্রতিনিধি। যা নিয়ে এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই ঝামেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। নেপাল, বিহার, পাহাড় থেকে লোকজন এসে জুয়ার আসরে ভিড় জমাচ্ছেন বলে তাঁদের দাবি। আবার নকশালবাড়ির বেশ কিছু ক্লাবও একই কায়দায় এই আসর বসিয়ে লক্ষাধিক টাকা তুলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অন্যদিকে, কুমারসিংজোতে জুয়ার আসর বন্ধ করতে গিয়ে সোমবার রাতে হেনস্তার শিকার হন মহম্মদ নুরি নামে এক বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'বাড়ির পাশেই এই জুয়ার আসর থেকে গালিগালাজ করা হচ্ছিল। প্রতিবাদ জানালে আমাকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়।' যদিও এবিষয়ে

> আমি বহুবার বুঝিয়েছি জুয়া বন্ধ করার জন্য। কিন্তু কেউ শোনে না। বেশি বললে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত শুনতে হয়। সারা বছর জুয়া চলে। আর এ নিয়ে এলাকায় অশান্তি লেগেই থাকে।
>
> **বর্তু রায়,** পঞ্চায়েত সদস্য

থানায় কোনও অভিযোগ হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নকশালবাড়ি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'জুয়ার বিষয়ে কেউ আমাদের অভিযোগ জানায়নি। টহলদারি বাড়ানো হবে।' উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, তোতারামজোত, কালুয়াজোত, কুমার সিং, লালপুল, হাতিঘিসা স্কুলডাঙ্গি মোড়েও জুয়া রমরমিয়ে চলছে। সন্ধ্যা হলেই এসব আসর বসছে। স্থানীয় ভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে 'ঝান্ডিমুন্ডি'।

বেশ কিছুদিন আগে ঢাকনাজোতে একটি দোকানের ভেতরে স্বামীকে জুয়া খেলতে বাধা দিতে গেলে এক মহিলাকে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। ঢাকনাজোতের পঞ্চায়েত সদস্য বর্তু রায় বলেন, 'আমি বহুবার বুঝিয়েছি জুয়া বন্ধ করার জন্য। কিন্তু কেউ শোনে না। বেশি বললে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত শুনতে হয়।' তাঁর সংযোজন, 'সারা বছর জুয়া চলে। আর এ নিয়ে এলাকায় অশান্তি লেগেই থাকে। জুয়ার পর মদ খেয়ে অনেকে রাস্তায় বোতল ভেঙে রেখে দিচ্ছে। এর ফলে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। জুয়ার আসর বন্ধ করতে পদক্ষেপের জন্য পুলিশ এবং এসএসবিকে বলেছি।' পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

মেলায় গিয়ে নিখোঁজ তরুণ

কানকি, ১৫ অক্টোবর : গত রবিবার গণ্ডালমেলায় ঘুরতে গিয়েছিলেন চাকুলিয়া থানার মির্জাতিপুরের বাসিন্দা সেতাবুর রহমান (১৯)। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনটাই দাবি সেতাবুরের পরিবারের। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করার পরেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। শেষমেশ মঙ্গলবার কানকি পুলিশ ফাঁড়িতে পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

সেতাবুরের মা আকতারি খাতুন বলেন, 'আমার ছেলেটা জন্মের পর থেকেই স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না। এর আগে বাইরে কোথাও রাতে থাকেনি। এখন কী করব, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।' গোটা পরিবার বর্তমানে দুশ্চিন্তায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন আকতারি।

স্বাস্থ্যকর্মীর শ্লীলতাহানি

জলপাইগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : কর্তব্যরত মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যকর্মীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'কর্তব্যরত এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদারের কথায়, 'আমি শুনেছি মণ্ডলঘাট এলাকার একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। আমি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে বলেছি ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য। সেইসঙ্গে আমি নিজেও বিষয়টি ফোনে পুলিশকে জানিয়েছি। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী আমাদের লিখিত অভিযোগ জানালে আমরাও সেই অনুযায়ী নিয়ম মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

জানা গিয়েছে, মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী দুই মাস আগে কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দেন। মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্লাড প্রেশার মাপার জন্য ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়। সেই সময় মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী একাই ছিলেন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ব্লাড প্রেশার মাপার মেশিনটিতে টেকনিকাল সমস্যা দেখা দেওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মী ওই ব্যক্তিকে অন্যদিন আসার কথা বলেন। এরপর ওই ব্যক্তি বলপূর্বক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকে স্বাস্থ্যকর্মীর হাত ধরে টানাটানি করে বলে অভিযোগ। এতে ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর দাবি উঠেছে।

গ্রামের রাস্তায় ফুটপাথ দাবি

ইসলামপুর, ১৫ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে রাজ্য সড়ক। সেই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ প্রায় শেষ। এই মুহূর্তে রাজ্য সড়কের দু'পাশে পেভার্স ব্লক দিয়ে ফুটপাথ (দু'মিটার) তৈরির কাজ চলছে। এরই মাঝে পুরসভার পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতেও একইভাবে ফুটপাথ তৈরির দাবি তুলছেন সাধারণ মানুষ।

শ্রীকৃষ্ণপুর মোড় থেকে অলিগঞ্জ বাইপাস মোড় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। মূল রাস্তাটি ছিল সাত মিটার। সম্প্রসারণের পর হবে ১০ মিটার। তার দু'পাশে দু'মিটার করে ফুটপাথ।

পূর্ত দপ্তর সূত্রের খবর, শহর এলাকায় ওই রাস্তার ৩-৪ কিলোমিটার অংশে ফুটপাথ তৈরি করা হচ্ছে। এই কথা জানতে পেরে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন, পঞ্চায়েত এলাকায় কেন একইরকমভাবে ফুটপাথ তৈরি করা হবে না?

এ প্রসঙ্গে ইসলামপুর পূর্ত দপ্তরের (রোডস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাস বলেছেন, 'শহরের জনবহুল এলাকার রাস্তায় ফুটপাথ তৈরি করা হবে। পঞ্চায়েত এলাকাতে ফুটপাথ তৈরির বিষয়ে আমার কাছে কোনও আবেদন জমা পড়েনি।'

কলেজ মোড় এলাকার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক পরীক্ষিৎ ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, 'ওই রাস্তা দিয়ে শুধু শহরবাসী নয়, পঞ্চায়েত এলাকার মানুষও যাতায়াত করবেন। তাহলে কেন শুধুমাত্র শহরেই ফুটপাথ তৈরি করা হবে?' তিনি মনে করেন, 'মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পড়ুয়া ইসলামপুর কলেজে যান। বহু স্কুল পড়ুয়াদেরও যাতায়াত রয়েছে। তাই কলেজ মোড়েও ফুটপাথ তৈরি করা প্রয়োজন।'

পরীক্ষিতের কথাতেই সায় দিয়েছেন ইসলামপুর শহর তৃণমূল যুবর সভাপতি তথা মিলনপল্লি এলাকার বাসিন্দা বিক্রম দাস। তাঁর কথায়, 'পঞ্চায়েত এলাকার মানুষকে এইভাবে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এই বিষয়ে আমি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে লিখিতভাবেও জানাব।'

কাঠামো যেন 'উপহার' তসলিমাদের কাছে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : ষষ্ঠী থেকে দশমী- বছরের এই ক'টা দিন পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছিলেন তামাম বাঙালি। হাজার আলোয় সেজে উঠেছিল পুজোমণ্ডপ। প্রতিমা নিরঞ্জনপর্ব শেষে শুরু আগামীর প্রহর গোনা। আবার কেউ কেউ নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থাকেন কাঠামো সংগ্রহ করবেন বলে। কারণ কুমোরটুলিতে এই কাঠামো বিক্রি করে কিছু উপার্জন হয় তসলিমা বেগম, নাফিসা বেগমদের। এছাড়া তাঁদের কেউ কেউ আবার জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করেন। রবি, সোম ও মঙ্গলবার লালমোহন মৌলিক ঘাটে তসলিমাদের কাঠামো কুড়োতে দেখা গেল। কাজের ফাঁকে তিনি বললেন, 'এই কাঠামোগুলো কিছুদিন ভালো থাকার রসদ জোগাবে।' একটি কাঠামো নিয়ে নদীর ধারে রাখছিলেন নাফিসা। তাঁর কথায়, 'আমরা গরিব মানুষ। কাঠগুলো কিছুদিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।' মায়ের বিদায় চোখে জল আনলেও প্রতিমা নিরঞ্জন যেন এই মানুষগুলোর কাছে

নদীর পাড়ে জড়ো করে রাখা হয়েছে কাঠামো।

আর্শীবাদ হয়েই আসে। বাড়ির কচিকাঁচারাও কাঠ সংগ্রহ, গোছাতে লেগে পড়ে এই সময়।

এদিন এব্যাপারে কথা হচ্ছিল মহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে। তাঁর বক্তব্য, 'পুজো এলেই আমরা বিসর্জনের অপেক্ষায় থাকি। ঘাটে দেবীর বিসর্জন শুরু হতেই পরিবারের সদস্যরা মিলে কাঠামো সংগ্রহে নেমে পড়ি। তা রান্নার কাজে লাগে। অন্তত জ্বালানির খরচটুকু আমাদের বেঁচে যায়।' আবার কেউ কেউ এই কাঠামো সংগ্রহ করে কুমোরটুলিতে বিক্রি করেন। যা উপার্জন হয়, তা দিয়ে চলে সংসার খরচ। হাসি ফোটে

> পুজো এলেই আমরা বিসর্জনের অপেক্ষায় থাকি। ঘাটে দেবীর বিসর্জন শুরু হতেই পরিবারের সদস্যরা মিলে কাঠামো সংগ্রহে নেমে পড়ি। তা রান্নার কাজে লাগে। অন্তত জ্বালানির খরচটুকু আমাদের বেঁচে যায়।
>
> **মহম্মদ ইউনূস**

পরিবারের মুখে।

তবে নদী দূষণের কথা মাথায় রেখে এখন বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কাঠামো তুলে নেওয়া হয়। যার ফলে এখন কম সংখ্যক কাঠামোই সংগ্রহ করতে পারেন তসলিমারা। তাঁর কথায়, 'এখন দ্রুত কাঠামো তুলে নেওয়া হয়। যে কারণে আগের মতো আর কাঠামো সংগ্রহ করা যায় না। তবে যতটা পাওয়া যায়, তা যেন আমাদের কাছে উপহারের সমান।' সেকারণে বছরভর এই দিনগুলির অপেক্ষায় থাকেন দুর্গানগরের ওই বাসিন্দারা।

বন্ধ বাগানের সমস্যা মেটাতে মমতাকে চিঠি

বাগডোগরা, ১৫ অক্টোবর : পাহাড়ের বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের আর্থিক সংকট নিরসনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চাইলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মঙ্গলবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে সে কথা জানিয়েছেন।

সাংসদ তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, 'বহু চা বাগান বন্ধ। বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর ফলে বাগানের ওপর নির্ভরশীল শ্রমিকরা চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের ইতিহাসে প্রথমবার ৮৭টি বাগানের মধ্যে ১০টি বন্ধ।'

পানিঘাটা (২০০৮ সাল থেকে), রুংমুক (২০২১ সাল থেকে), মুন্ডাকোঠি (২০২১ সাল থেকে) সহ ১০টি বন্ধ বাগানের নাম উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'ওই বাগানগুলির শ্রমিকরা পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) এবং অন্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। রাজুর অভিযোগ, 'দুর্ভাগ্যবশত রাজ্যের শ্রমবিভাগ চা শিল্পের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি সাংসদের

সম্প্রতি লংভিউ এবং রিংটং চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি চিঠিতে লিখেছেন, 'শ্রমবিভাগ অ্যাডভাইজারি করে ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দিলেও তা মানা হয়নি। ন্যায্য বোনাসের দাবিতে লংভিউয়ের শ্রমিকরা উৎসব পালন না করে রিলে অনশনে বসেছেন।' তাঁর অভিযোগ, 'শ্রমিকদের দুর্দশার বিষয়টি উপেক্ষা করছে শ্রমবিভাগ।' তাই গোটা বিষয়টিতে মমতার হস্তক্ষেপ চেয়েছেন রাজু।

বন্ধ বাগানগুলি অধিগ্রহণের সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে অনুরোধ করেছেন বলে চিঠিতে লিখেছেন সাংসদ। যদি চা শিল্পের সমস্যাগুলি সমাধান না করা যায়, তাহলে সমগ্র উত্তরবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজু।

মহাসড়ক গড়তে বরাদ্দ

ধূপগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : অবশেষে ধূপগুড়ির ঝুমুর থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৩১ডি জাতীয় সড়ক বরাবর প্রায় ৩০ কিমি চার লেনের মহাসড়ক গড়তে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১৬০৬ কোটি বরাদ্দ করল। মঙ্গলবার কেন্দ্রীর সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি সমাজমাধ্যমে একথা জানান। গুজরাট থেকে অসম পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর গড়ার কাজে এই অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্ত্রী তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে এই অংশের মধ্যে ধূপগুড়ি শহর বাইপাস করে সড়ক গড়তে জমি অধিগ্রহণ ঘিরে ২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া সমস্যা দেড় দশকের বেশি সময় ধরে চলতে থাকায় বারবার বাধা পায় কাজ। জমি জরিপ করে বর্তমানে ঝুমুর থেকে ধূপগুড়ি জংলিবাড়ি পর্যন্ত মোট ছয় মৌজায় জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।

পালাটিয়া গান

চোপড়া, ১৫ অক্টোবর : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারগছ ভগবতী উদয়ন যুব সংঘের উদ্যোগে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে সোমবার সারারাত পালাটিয়া গানের আসর বসে। পাশাপাশি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুজো কমিটির সভাপতি মলয় সিংহ জানান, এবার ছিল পুজোর ৬১তম বর্ষ। প্রতিবারের মতো এবারও পালাগানের আসর বসে। রাতভর গানের পর মঙ্গলবার সকালে আসর শেষ হয়েছে।

পাহারায় খুদে।। গাঙ্গুটিয়া চা বাগানে ছবিটি তুলেছেন কলকাতার সোমনাথ বসাক।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চোপড়ায় পুড়ল ছয়টি ঘর, দেরিতে এল দমকল

চোপড়া, ১৫ অক্টোবর : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠুনঠুনিয়া গ্রামে সোমবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ছয়টি ঘর পুড়ে গিয়েছে। পুকুর থেকে জল এনে গ্রামবাসীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনায় মুক্তার আলম নামে এক বাসিন্দা সহ তিনজনের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত। তবে কীভাবে আগুন লেগেছিল তা এখনও জানা যায়নি।

এদিকে দমকলে খবর দেওয়া হলেও অনেক দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইঞ্জিন। দমকল দেরিতে আসায় এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনসুর আলম, উপপ্রধান জিল্লুর রহমান। মনসুর বলেন, '৩৫-৪০ কিলোমিটার দূর থেকে (ইসলামপুর থেকে) দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছাতে দেরি হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

এদিন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছে। বিকেলে ব্লক প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিলি করা হয়। এই ঘটনার পর এলাকায় দমকলকেন্দ্রের দাবি জোরালো হচ্ছে।

ফাঁসিদেওয়ায় প্রেমসিং

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ অক্টোবর : লিউসিপাকড়িতে এসে পুজো দিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং গোলে। মঙ্গলবার তিনি স্থানীয় হরি মন্দিরে আসেন। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম তিনি ফাঁসিদেওয়ায় এলেন। এদিন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি নির্মীয়মাণ অতিথিনিবাস পরিদর্শন করেন। প্রতিবছর বিশেষ তিথিতে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওই মন্দিরে পাহাড়ি মায়ের পুজো দিতে আসেন।

আয়োজকদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ দিলীপ

প্রতিমা নিরঞ্জনে পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বিসর্জন দিতে গিয়ে বাধা। এই অভিযোগ তুলে কার্নিভাল আয়োজক এবং শিলিগুড়ি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তথা ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন। নাম না করে কার্নিভালের উদ্যোক্তা মেয়র গৌতম দেবকে হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের ২৫ হাজার ভোটের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন দিলীপ।

তাঁর অভিযোগ, এবারের কার্নিভাল শুধু ভিআইপিদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য ছিল না। একইসঙ্গে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। থানা এবং ট্রাফিক বিভাগের মধ্যে সমন্বয় না থাকার জেরে সোমবার উত্তর মাল্লাগুড়ির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারকে পাঁচ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বলে দাবি তাঁর। দিলীপের বক্তব্য, 'পুলিশ অনুমতি দিয়েছিল জন্যই তো আমরা গিয়েছিলাম। পাঁচ ঘণ্টা আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। বাচ্চা, মহিলারা ছিল। কাউকে এদিক ওদিক যেতে দেওয়া হয়নি। চূড়ান্ত অব্যবস্থা ছিল চারদিকে। কার্নিভাল শুধু ভিআইপিরাই দেখেছেন।' এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়রের প্রতিক্রিয়া, 'আমি এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। বিসর্জনের অনুমতি পুলিশ দেয়, পুলিশকে বলতে পারবে।'

বিতর্ক শুধু এখানে থেমে নেই। ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের (ট্রাফিক) বিরুদ্ধে পুজো বন্ধ করে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ তুলেছেন ওই ক্লাবের কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার দুপুরে ক্লাব প্রাঙ্গণে কাউন্সিলারকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তাঁরা। সেখানে শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি'র (ট্রাফিক) নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করেন। নয়তো গোটা ঘটনা লিখিত আকারে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো এবং আগামী বছর পুজো বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের কর্মকর্তারা। সংস্থার সহ সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষের কথায়, 'আমাদের কাছে পুলিশের অনুমতি ছিল। পুলিশের মধ্যে সমন্বয় ছিল না, তাই আমাদের হেনস্তা করা হয়েছে। ডিসিপি ট্রাফিক বলেছেন, পুজো বন্ধ করে দেবেন। ওকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।'

শিলিগুড়ির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ১০টার মধ্যে সময় দেওয়া হয়েছিল। প্রধাননগর থানা থেকে ওই অনুমতি দেওয়া হয়। সেইমতো প্রতিমা নিয়ে বের হন কর্মকর্তারা। সঙ্গে ছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ এবং কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন। প্রধাননগর থানার পুলিশও ছিল নিরঞ্জনের শোভাযাত্রার সামনের দিকে।

অভিযোগ, প্রথমে গুরুংবস্তি মোড়ের কাছে শোভাযাত্রা আটকানো হয়। সেখানে ঝামেলা বাধে। পরবর্তীতে প্রতিমা নিয়ে লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের দিকে এগিয়ে যান পুজো কমিটির সদস্যরা। এয়ারভিউ মোড়ের কাছে যেতে ফের তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। ক্লাবকর্তাদের অভিযোগ, সেসময় জানিয়ে দেওয়া হয়, পার্বতী ঘাটে বিসর্জন দিতে হবে নয়তো অপেক্ষা করতে হবে।

তখন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা জানান, তাঁদের কাছে পুলিশেরই অনুমতি রয়েছে। যদিও ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর এসে তাঁদের জানিয়ে দেন, কোনওভাবেই প্রতিমা নিরঞ্জন করতে দেওয়া যাবে না। এরপর দুইপক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে ডিসিপি ট্রাফিক পুজো বন্ধের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখার পর রাত ১টা নাগাদ প্রতিমা নিরঞ্জন করতে দেওয়া হয়।

এদিন সকালে সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কর্মকর্তারা। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের (ট্রাফিক) যুক্তি, 'গতকাল কার্নিভাল ছিল। তাছাড়া অনেক পুজো কমিটিরই নিরঞ্জনের অনুমতি ছিল। অনেক পুজো কমিটিকে এক এক করে পার করতে হয়েছে। তাই সকলকে একটু অপেক্ষা করতে হয়। ওই পুজো কমিটিকে তাই অপেক্ষা করতে হয়েছে।'

ঘটনাক্রম

- অভিযোগ, প্রথমে গুরুংবস্তি মোড়ের কাছে শোভাযাত্রা আটকানো হয়
- ঝামেলার পর প্রতিমা নিয়ে লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের দিকে যান উদ্যোক্তারা
- এয়ারভিউ মোড়ের কাছে ফের তাঁদের আটকানো হয়
- জানানো হয়, পার্বতী ঘাটে বিসর্জন দেওয়া যাবে নয়তো অপেক্ষা করতে হবে
- পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা শেষে রাত ১টায় হয় বিসর্জন

ভালুকগাড়ায় লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতি।

ঢল নামে সিংহবাড়ির লক্ষ্মীপুজোয়

খড়িবাড়ি, ১৫ অক্টোবর : দুর্গাপুজো শেষ হতে না হতেই কোজাগরি লক্ষ্মীর আরাধনার প্রস্তুতি এখন শেষপর্যায়ে। খড়িবাড়ির ভালুকগাড়ায় সিংহবাড়ির লক্ষ্মীপুজো দেখতে জনতার ঢল নামে প্রতিবছর। এমনকি বিহার এবং নেপাল থেকেও বহু মানুষ আসেন এখানে।

একসময় সিংহবাড়িতেই পুজো হত। ১৯৫৩ সালে 'স্বপ্নাদেশ' পেয়ে ভালুকগাড়া মোড়ে একটি খড়ের চালার মন্দির বানিয়ে সেখানেই লক্ষ্মীপুজো শুরু করেন সিংহবাড়ির সদস্য মাণিকলাল সিংহ। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত রীতি মেনে ওই মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে। প্রয়াত মাণিকলালের নাতি হিমাদ্রিকুমার সিনহা জানালেন, এবারে এই লক্ষ্মীপুজো ৭১তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে।

হিমাদ্রি আরও জানালেন, লোকমুখে প্রচলিত যে এই মন্দির খুব

মেলার আকর্ষণ কলকাতার যাত্রাদল

জাগ্রত। প্রতিবছর এখানে বহু মানুষ বিভিন্ন আশা নিয়ে দেবীকে দর্শন করতে আসেন। এবারও লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে আগামী শনি, রবি ও সোমবার মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় চিরাচরিত রাজবংশী পাঁচালিগান হবে। এছাড়াও থাকছে মিনি বাজার এবং নাগরদোলা।

এবারের মেলায় বিশেষ আকর্ষণ কলকাতার যাত্রাদল, এমনটাই জানাচ্ছেন হিমাদ্রি। আগামী সোমবার সন্ধ্যায় ওই যাত্রাপালা হবে। তিনি জানিয়েছেন, লক্ষ্মীপুজো এখনও পারিবারিকভাবেই হয়। তবে মেলা সর্বজনীন। ভালুকগাড়ার উৎসাহী কয়েকজন মিলে একটি কমিটি গঠন করে সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনা করেন। ভিড় সামলাতে এবারও প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক এবং পুলিশ মোতায়েন করা হবে।

ঘাট পরিষ্কার

বাগডোগরা, ১৫ অক্টোবর : প্রতিমা বিসর্জনপর্ব শেষ হতেই মঙ্গলবার কমলাপুরে হুলিয়া নদীর ঘাট পরিষ্কার করল আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা জানিয়েছেন, যে কয়েকটি প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, তার কাঠামো সহ সমস্ত কিছু এদিন তুলে ফেলা হয়। নদী দূষণমুক্ত রাখতেই এই উদ্যোগ।

সুজালি নিয়ে বিধায়ক ও অঞ্চল কমিটির কাজিয়া

পুজোর পর ফের বৈঠকে রাজি হামিদুল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৫ অক্টোবর : কমলাগাঁও-সুজালি নিয়ে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান এবং অঞ্চল কমিটির মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছেই। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে যে, তৃণমূলের সুজালি কোর কমিটির সঙ্গে বিধায়কের বৈঠকের দিন ধার্য হয়েও (দুর্গাপুজোর আগে) পরে ভেস্তে গিয়েছে। হামিদুল বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

দলীয় সূত্রের খবর, সুজালি অঞ্চলের সমস্ত বুথের কর্মীরা কোর কমিটির সঙ্গে হামিদুলের বৈঠকে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তা জানতে পেরেই নাকি হামিদুল বৈঠকে বসতে 'না' করে দেন। যদিও তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আব্দুস সাত্তার জানিয়েছেন, আগের বৈঠকটি স্থগিত করলেও বিধায়ক পুজোর পর ফের বৈঠকে বসতে চেয়েছেন।

সাত্তার দাবি করেছেন, তাঁরা বিধায়কের বিরোধী নন। 'তবে যে বা যাঁরা ফেরার আব্দুল হক এবং তাঁর স্ত্রী তথা দল থেকে বহিষ্কৃত প্রধান নুরি বেগমের পাশে দাঁড়াবেন, তাঁদের বিরোধিতায় কোনও কসুর করা হবে না', বলেছেন সাত্তার। উল্লেখ্য, নুরিকে যখন বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হামিদুল।

অন্যদিকে হামিদুল বলেছেন, 'সুজালির কোর কমিটি আমার সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিল। এলাকায় খুনোখুনি এবং অরাজকতার পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সে কারণে আমিও বৈঠকে সায় দিয়েছিলাম। পরে জানতে পারি, সুজালির সমস্ত বুথ থেকে সাধারণ মানুষকে ওরা বৈঠকে আনতে চাইছে। তাই বৈঠক স্থগিত করেছি।'

বৈঠক স্থগিত করার পেছনে তাঁর আরও যুক্তি, 'কর্মীসভা তো হচ্ছে না, যে এত ভিড় করে বৈঠক করতে হবে। শুধু কোর কমিটি বসতে চাইলে সুজালির শান্তির স্বার্থে দ্রুত বৈঠকে বসব। ওদের এমনটাই জানিয়েছি।'

এদিকে, প্রধানের উপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ২১ লক্ষ টাকা কাটমানি ফেরত কাণ্ডে প্রশাসনের নীরব অবস্থানের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন সাত্তার। নুরির বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনি পদক্ষেপ না করলে জোরদার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

নুরির বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে বলে জানিয়েছিলেন মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা হয়নি। কারণ জানতে মঙ্গলবার মহকুমা শাসককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এতদিনেও এফআইআর না হওয়ায় এখন নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সুজালির কোর কমিটি আমার সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিল। এলাকায় খুনোখুনি এবং অরাজকতার পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সে কারণে আমিও বৈঠকে সায় দিয়েছিলাম। পরে জানতে পারি, সুজালির সমস্ত বুথ থেকে সাধারণ মানুষকে ওরা বৈঠকে আনতে চাইছে। তাই বৈঠক স্থগিত করেছি।

হামিদুল রহমান *বিধায়ক*

সুজালি নিয়ে হামিদুল শিবিরের সঙ্গে ইসলামপুর শিবিরের কাজিয়া দীর্ঘদিনের। সুজালি ইসলামপুর ব্লকের অধীন। তবে চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। স্বভাবতই আব্দুল ফেরার হওয়ার আগে সুজালিতে হামিদুলই ছিলেন 'শেষ কথা'। কিন্তু গত কয়েক মাসে এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই বদলেছে। গত সোমবার কাটমানি ফেরতের দাবিতে সুজালির বহু মানুষ নুরির বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন। এলাকার বহু নেতার একসুর, 'দ্রুত রফাসূত্র বের না করলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে।'

জমি দখলে নাম ডাক্তারের আত্মীয়ের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : ফুলবাড়িতে জমি দখলের অভিযোগ উঠল শহরের নামকরা এক ডাক্তারের আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। বর্তমানে এসএফ রোডের বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধ করে ফুলবাড়িতে অত্যাধুনিক হাসপাতাল তৈরি করেছেন সেই ডাক্তার। হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন ওই আত্মীয়। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মিলনপল্লির বাসিন্দা সঞ্জীব নাগ নিউ জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে সিপাহিপাড়ার সেই বিতর্কিত জায়গায় তদন্তে যায় পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'তদন্ত চলছে। এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।'

সঞ্জীবের বক্তব্য, '১৯৮৩ সালে আমার মা পুতুল নাগের নামে এক বিঘা জমি কেনা হয়। পরবর্তীতে মায়ের মৃত্যুর পর নিয়ম মোতাবেক আমাদের পাঁচ ভাইবোনের নামে সেই জমির নাম জারি হয়। কিন্তু প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য (প্রবাল) নামে এক ব্যক্তি বারবার আমাদের জমি দখলের চেষ্টা করছেন। মঙ্গলবার সকালে খবর পাই জমিতে সীমানা প্রাচীর দেওয়া হচ্ছে। এসে কাজ বন্ধ করি।' সঞ্জীবের দিদি নীলা দাসের বক্তব্য, 'ওঁরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। বিভিন্ন জায়গায় সেটিং করে আমাদের এক বিঘা জমি হাতানোর চেষ্টা করছে। রক্ষা করতে না পারলে এই জমিতেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করব।'

যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ প্রবাল। তাঁর পালটা দাবি, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। সেখানে দুটি প্লটে আমার এবং দিদির জমি রয়েছে। আমাদের নামে জমির কাগজ আছে, তার খাজনা জমা দেওয়া হয়েছে। ওঁরা হয়তো নিজেদের জমি কোনটা বুঝতে না পেরে আমার জমিকে নিজের বলে দাবি করছে।'

সূত্রের খবর, জমিটি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে অনেকদিন ধরে বিবাদ চলছে। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ হয়েছে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। এ নিয়ে একাধিকবার দপ্তরে শুনানি হয়েছে, আগামীতেও হবে। এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে প্রকৃত মালিককেই জমি পাইয়ে দেওয়া হবে।'

এদিকে, সঞ্জীব নিজেদের সপক্ষে বেশ কিছু কাগজ পেশ করেছেন। সেই অনুযায়ী, ১৯৮৩ সালে সঞ্জীবের মা পুতুলের নামে এক বিঘা জমি কেনা হয়েছে। কিনেছিলেন জিতেন্দ্রনাথ রায়ের থেকে। অপরদিকে, সেই জমিটিই ২০১৮ সালে প্রবাল অন্য একজনের থেকে কিনেছেন বলে জানিয়েছেন। যদিও বক্তব্যের সপক্ষে কোনও নথি দেখাননি প্রবাল। কিংবা কার কাছ থেকে জমি কেনা হয়েছে, সেটাও জানাননি তিনি।

জমি দখলের অভিযোগ পেয়ে ফুলবাড়িতে এনজেপি থানার পুলিশ।

বাড়িতে চুরি

কানকি, ১৫ অক্টোবর : ঘরের দরজা ভেঙে টাকা, গয়না চুরি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাকুলিয়া থানার দেহুটি গ্রামের একটি বাড়িতে। বাড়ির মালিক রমজান আলির দাবি, 'ওই রাতে পরিবার সহ এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা ঘরের দরজা ভেঙে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা লুট করে পালায়।' রমজান জানান, মঙ্গলবার সকালে বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। এরপর পুলিশে অভিযোগ জানান। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তিস্তা ব্যারেজে অশনিসংকেত

জলপাইগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : সিকিমের লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর কি গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? প্রবল জলের তোড়ে সেতুর অভ্যন্তরীণ কংক্রিটের গাঁথুনিতেও জায়গা বিশেষে প্রভাব পড়েছিল। দ্বিতীয়বার গত বছরের অক্টোবরের মতো জলের ধাক্কা এলে কি সেতুর কংক্রিটের কাঠামো সামাল দিতে পারবে? অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ব্যারেজের সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর এই ধরনের সংশয়ের প্রশ্ন উঠে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ ডিজাইন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার মিতুল সামাজিক বলেন, 'তিস্তা ব্যারেজের উপর থাকা সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। রুটিনমাফিক অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় সবটা বলা যাবে না।'

সেতুর কংক্রিটের অভ্যন্তরীণ গাঁথুনি, পিলার, ডেকের বর্তমান অবস্থার মতো আরও অনেক বিষয়ে সেতুর পরীক্ষা শেষ করেন ইঞ্জিনিয়াররা। কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরকন্যা সফরের দিন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ব্যারেজ পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যারেজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট দেওয়ার পরেই সেচ দপ্তর থেকে পুজোর মধ্যে ব্যারেজের উপর থাকা সেতুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সেতুটির বেশ কিছু ত্রুটি পরীক্ষানিরীক্ষায় ধরা পড়লেও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে সেই বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছে।

তিস্তা ব্যারেজের সেতুতে প্রথমে নন-ডেসট্রাক্টিভ টেস্ট করা হয় পুজোর আগে। এতে সেতুর ক্ষতিকর দিকগুলি পরীক্ষানিরীক্ষা করেন ইঞ্জিনিয়াররা। সার্বিকভাবে সেতুটির উপর ইন্সপেকশন, ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। রোদ কমে গেলে ইউপিভি (আল্ট্রাসনিক প্লাস ভেলোসিটি) পরীক্ষাও করা হয়েছে। পাশাপাশি রিবাউন্ড হ্যামার টেস্ট করা হয়। ব্যারেজের সেতুর কিছু সংখ্যক ডেক স্ল্যাব টেস্টও করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা। ষষ্ঠীর দিনই ডেকের টেস্টিং শেষ করা হয়। তিনদিন ধরে ডেকের কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ টেস্ট করা হয়। সঙ্গে কংক্রিটের গঠনের অবস্থা কী, সেটাও পরীক্ষা করা হয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ব্রিজের নীচে গিয়ে পিলার পরীক্ষা করার কিছু কাজ বাকি আছে।

সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তিস্তা ডিজাইন বিভাগের মিতুল সামাজিক, সুরজিৎ রায় ছাড়াও ব্যারেজের ইঞ্জিনিয়াররা অংশ নিয়েছিলেন। পুজোর আগে এক সপ্তাহ সময় নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে ওই সেতু। তিস্তা ব্যারেজ মোট ৪৫টি গেট আছে। একেকটি গেট প্রায় ১৮ মিটার করে চওড়া। ব্রিজের মোট দৈর্ঘ্য ১ কিমির সামান্য কম। আপাতত ব্রিজের ওপরেই সার্বিক পরীক্ষা করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা।

ব্যারেজের সেতুর কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ পরীক্ষা করছেন ইঞ্জিনিয়াররা।

প্রতিটি গেটের ওপরে রয়েছে ব্রিজ-ডেক। এরপরে প্রয়োজনে নীচে নেমে প্রতিটি স্প্যানের গার্ডার, এমনকি গ্রানাইট লাইনিংও পরীক্ষা করবেন ইঞ্জিনিয়াররা বলে জানা গিয়েছে।

জলের ধাক্কা সামলে সেতুটি অক্ষত থাকলেও সেতুর শারীরিক অবস্থা কতটা ঠিক আছে তা জানতেই এবারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সেচ দপ্তর। যদিও তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষামূলক কাজকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করেছেন। দ্রুত তাঁরা দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং মুখ্যসচিবের কাছে পাঠাচ্ছেন সেই রিপোর্ট।

হাতির ভয়ে আধপাকা ধান কাটছেন চাষিরা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৫ অক্টোবর : কলাবাড়ি বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকা সুরজবর। মঙ্গলবার সেখানে যেতেই দেখা গেল আধপাকা ধান কেটে ফেলছেন দিলীপ বিশ্বকর্মা। কারণ জিজ্ঞেস করতেই কিছুটা অসহায় গলায় বললেন, 'হাতির ভয়ে আধপাকা ধান কেটে ফেলতে হচ্ছে।' তাঁর মতোই বহু চাষিকে দেখা যাচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে আধপাকা ধান কেটে ফেলতে। সকলের মুখে একটাই কথা, 'হাতির ভয়।'

নকশালবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তে হাতির আনাগোনা বেড়েছে। পাকা ধানের লোভে হাতির দল হানা দিচ্ছে খেতগুলিতে। প্রায় প্রতিদিন সূর্য ডুবলেই হাতি চলে আসছে গ্রামে। এমনকি ইদানীং বেশ কয়েকজন চাষিকে দেখা যাচ্ছে রাত জেগে জমি পাহারা দিতে।

ভারত-নেপাল সীমান্তের সুরজবরে আধপাকা ধান তুলতে ব্যস্ত কৃষকরা।

দিলীপ বললেন, 'প্রতিবছর এই সময় হাতির দল নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করে। সোমবার রাতে আট থেকে দশটি হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধানখেতে চলে আসে। গ্রামবাসীরা মিলে দলটিকে পুনরায় জঙ্গলে ফিরিয়েছি।'

ইদানীং হাতির হানা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে সুরজবর, শিউবর, বড় মণিরামজোত, কেটুগাবুরজোত, তারাবাড়ি, কিলারামজোত এলাকাগুলিতে। তোতারামজোতের বাসিন্দা আলি হুসেন বলছেন, 'আমি তারাবাড়িতে দুই বিঘা জমি লিজে নিয়েছি। হাতির ভয়ে সারাবছরে একবার ধান চাষ করি। এতেই সারাবছরের খাবার হয়ে যায়। কিন্তু ধান রক্ষা করতে রাতভর মেচি নদীর তীরে জেগে থাকতে হচ্ছে। কখন হাতি এসে ধান খেয়ে ফেলবে, সবসময় এই আতঙ্কে থাকি আমরা।'

যদিও পানিঘাটা বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ বলেছেন, 'গতবছরের তুলনায় এবছর ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে। ধান কাটা প্রায় শেষ। আমাদের টুকরিয়া, বাগডোগরা, কলাবাড়ি মিলিয়ে ১৫০টির ওপরে হাতি রয়েছে। নেপালের ফেন্সিং অকেজো হয়ে যাওয়ায় কয়েকটি হাতির দল রয়েছে সেদেশেই। তাদের ফিরতে সময় লাগবে।'

তিনি আরও বলেন, 'এদিকের বনাঞ্চলে হাতির দল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় গতিবিধির ওপর নজর রাখতে সুবিধা হচ্ছে। জঙ্গলের পাশে ধানখেত লাগোয়া বেশ কিছু করিডরে কুইক রেসপন্স টিম রাখা হয়েছে। হাতির দল বেরোতেই ওই টিম আমাদের কাছে দ্রুত খবর পৌঁছে দিচ্ছে।' তিনি জানিয়েছেন, কৃষকদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের পাশাপাশি পটকা, টর্চ দিয়ে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বার কথায়, 'হাতির দল আসছে। সেইজন্য গ্রামবাসীরা প্রতিদিন রাত জাগছেন। এবছর আমরা ধানখেতে হাতির গতিবিধির ওপর নজর রাখতে ত্রিপল দিয়ে ছোট ছোট টুঙ্গ (ঘর) বানিয়েছি।'

হাতির ভয়ে আধপাকা ধান কেটে নিলেও তা তো বিক্রি করতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন কৃষকরা। সরকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলি (সিপিসি) বর্তমানে বন্ধ। রাজ্য সরকার এখনও ধানের মূল্য নির্ধারণ করেনি। কবে সিপিসিতে ধান কেনা শুরু হবে, তা জানেন না কৃষকরা। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে ফড়েরা (দালাল)। তারা কম দামে ধান কিনে গোডাউনে মজুত করা শুরু করেছে। এমতাবস্থায় চাষিরা দাবি জানাচ্ছেন, রাজ্য সরকারকে দ্রুত সিপিসিগুলি খুলতে হবে।

জমি পাহারা

- আধপাকা ধান কেটে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা
- অনেকে রাত জেগে জমি পাহারা দিচ্ছেন
- হাতির গতিবিধিতে নজর রাখতে টুঙ্গ বানানো হয়েছে
- করিডরে রাখা হয়েছে কুইক রেসপন্স টিম
- সিপিসি বন্ধ থাকায় ধান বিক্রিতে সমস্যায় চাষিরা
- পরিস্থিতির সুযোগে কম দামে ধান কিনছে দালালরা

চলন্ত ট্রাকে আগুন

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ধুলাগড়ে একটি চলন্ত ট্রাকে আগুন ধরে যায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

গুলিতে জখম ১

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের তালপুকুরে দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসার জেরে গুলি চলল। এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বনেটে নেত্রী

মঙ্গলবার বসিরহাটের টাকিতে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের গাড়ির বনেটে উঠে পড়লেন টাকি পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলারের মেয়ে। পুলিশ গিয়ে তাঁকে সেখান থেকে নামায়।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

বুধবার থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকে এই বৃষ্টি হতে পারে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে।

সন্দীপকে জেলে গিয়ে জেরা ইডি'র

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতিতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে আবার সন্দীপ ঘোষকে জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর্থিক দুর্নীতিতে মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। পরে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলার তদন্ত শুরু করে ইডি। তদন্তে নেমে সন্দীপের হিসাব-বহির্ভূত আয় নজরে এসেছে। তাঁর একাধিক আত্মীয়স্বজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ক্রমাগত সম্পত্তি বৃদ্ধির বিষয়টিও নজরে এসেছে তদন্তকারীদের। এই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জেলে গিয়ে জেরা করা হচ্ছে সন্দীপকে।

তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অনেককে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করেছে ইডি। তাঁরা অনেকেই এই সম্পত্তির উৎস নিয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য দিতে পারেননি। ফলে তদন্তকারীদের ধারণা, আরজি করের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সন্দীপই তাঁদের আড়ালে এই বেআইনি লেনদেন চালাতেন। এই টাকার উৎস কী, কীভাবে এবং কেন সন্দীপের আত্মীয়স্বজনদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই লেনদেন হয়, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এদিন সকালেই সন্দীপকে জেরা করতে প্রেসিডেন্সিতে যায় ইডি'র একটি প্রতিনিধিদল। এছাড়াও আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত আশিস পান্ডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে সন্দীপের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে তাঁদের মধ্যে কোনও লেনদেন হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পার্থকে জেরা সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করল সিবিআই। সম্প্রতি তাঁকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করে তারা। চলতি মাসের শুরুতে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে পার্থকে হাজির করানো হয়। তখনই তাঁকে জেলে গিয়ে জেরা করার আবেদন জানায় সিবিআই। আদালত সেই অনুমতি দেয়। পুজো মিটতেই দুর্নীতি মামলায় তৎপর হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বর্তমানে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি হেপাজতে রয়েছেন পার্থ। সিবিআই তাঁকে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করলেও হেপাজতে চায়নি।

দ্রোহের কার্নিভাল কলকাতায়। বিচারের দাবিতে রাজপথে প্রতিবাদী ডাক্তাররা। মঙ্গলবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

দলীয় ঝান্ডা ফেলে বিজেপির মিছিল

শুভেন্দুর মুখে 'মাকু, সেকু'দের তাচ্ছিল্য

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : বয়কটের ডাক দিয়েও মমতার কার্নিভালের বিপরীতে প্রধান মুখ হতে পারলেন না শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকারের কার্নিভাল বয়কটের ডাক দিয়ে কলেজ স্কোয়ার থেকে পালটা মিছিল করার পরিকল্পনা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই মতো মঙ্গলবার সচেতন নাগরিক সমাজ নামে একটি অরাজনৈতিক সংস্থার ব্যানারে দলীয় পতাকা ছাড়াই কলেজ স্কোয়ার থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল করেন শুভেন্দু, অর্জুন সিংরা। কিন্তু, আদালত রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে সিনিয়ার ডাক্তারদের সভার অনুমতি দেওয়ায় মমতার কার্নিভালের বিপরীতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারলেন না শুভেন্দু, অর্জুনরা। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন মিছিলের শেষে শুভেন্দুর দাবি, মমতার কার্নিভালের পরিবর্তে তাঁদের মিছিলেই মানুষ পা মিলিয়েছে। শুভেন্দু বলেন, 'তাকিয়ে দেখুন, মমতার কার্নিভাল বয়কট করে মানুষ আমাদের পাশে রয়েছে।'

তবে মাথায় কালো কাপড় বেঁধে, হাতে মশাল নিয়ে সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে বকলমে শুভেন্দু, অর্জুন অনুগামী বিজেপির এই মিছিলের যৌক্তিকতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে। উদ্যোক্তাদের তরফে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধর্মতলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মসূচির জন্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দেয় পুলিশ। এদিন শুভেন্দুর সাফাই, 'আমরা আইনকে মান্যতা দিয়েই রাজনৈতিক কর্মসূচি করি। তাই আমরা তা মেনে নিয়েছি।'

দলের একাংশের মতে, রানি রাসমণিতে পুলিশের খারিজ করা অনুমতি যে এভাবে আদালতে গিয়ে আদায় করে আনবে বামেরা, তা আগাম টের পাননি শুভেন্দু। সেই কারণে, রানি রাসমণির সভার সাফল্য নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। এদিন তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে শুভেন্দুর মন্তব্যেও। শুভেন্দু বলেন, 'ডাক্তারদের হ্যাটস অফ। তাঁদের লড়াইকে আমরা সমর্থন করছি। আমরা ওদের পাশে আছি। কিন্তু মমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মাকু (মার্কসবাদী), সেকুরা (সেকুলার) পারবে না। আমরাই পারব। তাই মাকু সেকুদের ব্যাপারে আপনাদের একটু সতর্ক থাকতে বলছি।'

১৮ অক্টোবর শিল্পের দাবিতে সিঙ্গুরে তিনি মিছিল করবেন বলেও এদিন জানান শুভেন্দু। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এদিনের মিছিলে বিজেপির প্রথমসারির নেতাদের মধ্যে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং। মিছিলে অংশ নেন শুভেন্দু ও তাঁর অনুগামী বিধায়ক, অশোক দিন্দা, বঙ্কিম ঘোষ ও বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রের মতো নেতারা। কিন্তু সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল বা লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রথমসারির বিজেপি নেতা-নেত্রীদের এদিন দেখা মেলেনি।

অনশনে যোগ আরও দুই চিকিৎসকের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মানববন্ধনে শামিল হলেন সাধারণ মানুষও। সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসার পরেই এই মানববন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ৫ অক্টোবর থেকে ১০ দফা দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি চার জুনিয়ার ডাক্তার। তবে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে আরও দুই জুনিয়ার ডাক্তার অনশনে যোগ দিলেন। তাঁরা হলেন রুমেলিকা কুমার ও স্পন্দন চৌধুরী। এদিনই সুপ্রিম কোর্টে ছিল আরজি কর মামলার শুনানি। তার আগেই এমআর বাঙুর হাসপাতালে রোগীভর্তির জন্য চালু হয় কেন্দ্রীয় রেফারেল সিস্টেম। জুনিয়ার ডাক্তারদের মুখপাত্র দেবাশিস হালদার বলেন, 'শুনেছি পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে কেন্দ্রীয় রেফারেল পদ্ধতি চালু হয়েছে। আমরা সর্বতো সহায়তা করব।

মঙ্গলবার দুপুর থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে ধর্মতলা চত্বরে। জুনিয়ার ডাক্তারদের ১১ দিনের অনশনের ফলে ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন চার জুনিয়ার ডাক্তার। সোমবার সন্ধ্যায় অসুস্থ হন তনয়া পাঁজা নামে এক জুনিয়ার ডাক্তার। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে স্নিগ্ধা হাজরা নামে এক অনশনকারীও অসুস্থতা বোধ করেন। তিনি এখনও অনশন মঞ্চেই রয়েছেন। আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াতে এদিন সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজের ডাক্তার রুমেলিকা কুমার ও মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার ডাক্তার স্পন্দন চৌধুরী অনশনে যোগ দেন। রুমেলিকা বলেন, 'জীবন বাজি রেখেই চলে আমাদের অনশন আন্দোলন।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে মানববন্ধন

এদিন অনশন মঞ্চে ফের আসেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, চৈতি ঘোষাল, দেবলীনা দত্ত, ঊষসী চক্রবর্তী সহ টলিউডের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী। জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে সন্ধ্যায় মানববন্ধন শুরু হয়। এইসময় ধর্মতলা চত্বর কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ই দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর গাড়ি মানববন্ধনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুরু হয় ঝামেলা। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের অভিযোগ, সুজিতের গাড়ি আন্দোলনকারীদের গা ঘেঁষে দ্রুতবেগে যাচ্ছিল। বিক্ষোভকারীরা গাড়ির ওপর চড়-থাপ্পড় মারেন। সুজিতের দাবি, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বোতলও ছোড়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে শুরু হয় বচসা। তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা এগিয়ে আসেন। তাঁরা বলেন, 'আমরা অশান্তি চাই না। আমাদের দাবি নির্যাতিতার বিচার।'

দুই কার্নিভাল ও ডাক্তারদের মানববন্ধনের জেরে এদিন সন্ধ্যা থেকেই ধর্মতলা চত্বরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। যার জেরে অফিস ফেরত মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই যানবাহন ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বিকল্প পথ হিসেবে মেট্রোকেই বেছে নেন অনেকে। ফলে মেট্রো রেলেও ব্যাপক ভিড় হয়।

ভোট ঘোষণা হতেই বৈঠকে বিজেপি

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার দিনেই রাজ্যের ছয় বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। এরই মধ্যে রাজ্যে সদস্যতা অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে ২৪ অক্টোবর রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে দেশের ৪৮টি বিধানসভার উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। সেই উপনির্বাচনের মধ্যে রাজ্যের ৬টি বিধানসভাও রয়েছে। কমিশনের এই ঘোষণার ইঙ্গিত পেয়েই এদিন সকালে সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে নির্বাচন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, ৬ বিধানসভার জন্য প্রার্থীতালিকা প্রাথমিকভাবে ঝাড়াইবাছাই করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি।

বৈঠক সূত্রে খবর, মূলত বিধানসভাওয়াড়ি দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের থেকে জানতে চান কেন্দ্রীয় নেতারা। সঙ্গে ৬ আসনের প্রার্থীতালিকা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়।

যদিও, মাদারিহাট নিয়ে এখনও জট কাটেনি। দলের একাংশ জন বারলাকে প্রার্থী চাইলেও, চান না মনোজ টিগ্গা। তবে মনোজের দাবি, দল কাকে প্রার্থী করবে না করবে সেটা দলই ঠিক করবে। এর মধ্যে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। বৈঠকে আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি ও সাংসদ মনোজ টিগ্গা, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, অগ্নিমিত্রা পল, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তীরা উপস্থিত ছিলেন। উপনির্বাচনের আগে রাজ্যে অমিত শা'র সফর দলীয় নেতৃত্বের কাছে বাড়তি উৎসাহ জোগাবে বলে মনে করছে দল।

দেশের বাইরে থাকায় বৈঠকে ছিলেন না রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তবে দলের এক রাজ্য নেতার মতে, সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে সুকান্ত ও শুভেন্দুর বৈঠকের দিনেই এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

উপনির্বাচনের প্রস্তুতি তৃণমূলেরও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : মঙ্গলবার রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই মুহূর্ত থেকেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল। নির্বাচন হতে আর একমাসও বাকি নেই। ২৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে হবে। তাই নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই প্রার্থীতালিকা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল তৃণমূল। মঙ্গলবার উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতার রেড রোডে পুজো কার্নিভালে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দলীয় নেতাদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা করেছেন। বুধবার লক্ষ্মীপুজো মিটলেই রাজ্যজুড়ে জনপ্রতিনিধিদের জনসংযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আরজি কর ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কোণঠাসা করতে মরিয়া সিপিএম এবং বিজেপি। সিপিএম এবং বিজেপির 'কুৎসা'-র বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে যে ৬টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে, সেখানেও জনসংযোগ বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সারা বছর রাস্তায় থাকি। তাই নির্বাচনের সময় নতুন করে জনসংযোগ বাড়ানোর কোনও ব্যাপার নেই। তবুও নির্বাচনের সময় আলাদা প্রস্তুতি তো হবেই। তা নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছে।' এই মুহূর্তে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে আছেন। তাই দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করতে পারেন। যে ৬টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে, তার মধ্যে আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বাদে বাকি ৫টি কেন্দ্রই তৃণমূলের দখলে ছিল। নৈহাটিতে পার্থ ভৌমিক, মেদিনীপুরে জুন মালিয়া, সিতাইয়ে জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, হাড়োয়ায় হাজি নুরুল ইসলাম ও তালডাংরায় অরূপ চক্রবর্তী সাংসদ হওয়ার পর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাই এই ৬টি কেন্দ্রে প্রার্থী বাছাইয়ে যথেষ্ট সতর্ক তৃণমূল। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী যে এই ৬টি কেন্দ্রে করা হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। সঙ্গে তাঁদের জনসংযোগের বহরও দেখে নিতে চান দলনেত্রী।

রাজ্যে ৬ কেন্দ্রে ভোট ১৩ নভেম্বর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। কোচবিহারের সিতাই, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট, উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া ও নৈহাটি, পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার তালড্যাংরা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হবে ১৩ নভেম্বর। ফলঘোষণা হবে দেশের অন্যান্য কেন্দ্রের উপনির্বাচন ও ঝাড়খণ্ড-মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে ২৩ নভেম্বর। কমিশনের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৮ অক্টোবর এই ৬ কেন্দ্রের নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ওইদিন থেকেই আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যাবে। ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হবে ২৮ অক্টোবর। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন ৩০ অক্টোবর।

নয়া দায়িত্বে অধীররঞ্জন

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : অধীররঞ্জন চৌধুরীকে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিল কংগ্রেস হাইকমান্ড। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬টি আসনে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তারপরই কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছেন অধীর। এছাড়া বাকি দুজন হলেন তারিক আনোয়ার এবং ভট্টি বিক্রমার্কা মল্লু। বহরমপুরের সাংসদ পদ এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ হারানোর পর অধীরকে নয়া দায়িত্ব দিলেন কংগ্রেস সভাপতি।

এখন তিনি শুধুই কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্য। ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার সঙ্গে এবার জোট করে ভোটে লড়ছে কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর ওপর ভরসা রাখা হল বলে মনে করছে কংগ্রেসের একাংশ। সদ্য তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ হারিয়েছেন। বহরমপুর থেকেও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তিনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ভিনরাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে আপাতত এরাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। রাজ্যের ৬টি বিধানসভার উপনির্বাচনে অধীর গোষ্ঠীকে কিছুটা ম্রিয়মাণ করে দেওয়া হল। কারণ, এরাজ্যে নির্বাচনি প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা তীব্র হলে জাতীয়স্তরে তার প্রভাব পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে মমতা-বিরোধিতায় অপেক্ষাকৃত সুর নরম শুভঙ্কর সরকারের। এছাড়া একসময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা থাকার সুবাদে বিভিন্ন রাজ্যের নেতার সঙ্গে অধীরের সম্পর্ক ও পরিচিতি রয়েছে। তাই তাঁকে ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর নেতৃত্ব কিছুটা পরখ করে দেখতে চাইছেন হাইকমান্ড।

লক্ষ্মীপুজোর বাজারে অগ্নিমূল্য

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : গত একমাসে মূল্যবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ জায়গায় গিয়েছে। বুধবার কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো। তার আগে মঙ্গলবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাজার ছিল কার্যত আগুন। ফুল থেকে ফল, সবজির দাম আকাশছোঁয়া। লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে গিয়ে হাত পুড়ছে আমজনতার। গত কয়েকদিনে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালালেও পুজোর পর থেকে কোনও কিছুর দামই কমেনি। দুর্গাপুজোর সময় থেকেই ফুলের বাজারও আগুন। মূলত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ফুল আসে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে। কিন্তু পুজোর আগে বন্যা পরিস্থিতিতে ওই এলাকায় ফুল চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সেই কারণে এবছর ফুলের দাম অনেক চড়া বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

কলকাতার জগন্নাথ ঘাটে ফুলের সবচেয়ে বড় বাজার। এদিন পাইকারি বাজারে রজনীগন্ধা বিক্রি হয়েছে ৪০০ টাকা প্রতি কেজি, লাল গাঁদা ৮০ টাকা প্রতি কেজি, হলুদ গাঁদা ১০০ টাকা প্রতি কেজি, দোপাটি ১৭০ টাকা প্রতি কেজি এবং অপরাজিতা ৫০ টাকা প্রতি কেজি। লক্ষ্মীপুজোয় পদ্মফুল জরুরি। কিন্তু পদ্মের দামও লাগামছাড়া। প্রতিটি পদ্ম পাইকারি বাজারে বিক্রি হয়েছে ১৫ টাকায়। ১০০টি লাল গোলাপের দাম ৩৫০ টাকা। এছাড়াও হলুদ গোলাপের কুঁড়ির মালা ৩৫০ টাকা ও লাল গোলাপের কুঁড়ির মালা ২৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। পাইকারি বাজারে ফুলের এই দর থাকলে খুচরো বাজারে দাম যে অনেকটাই বাড়বে, তা বোঝাই যায়। খুচরো বাজারে ব্যবসায়ীরা চাহিদা বুঝে দাম হেঁকেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়েক বলেন, 'পুজোর আগে বন্যা পরিস্থিতির কারণে চাষের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সেই জন্য এবার ফুলের দাম অনেকটাই চড়া।'

তবে শুধু ফুল নয়, ফল ও সবজির দামও আকাশছোঁয়া। পাইকারি বাজারে আপেল ও নাসপাতি ১৫০ টাকা প্রতি কেজি, নারকেল প্রতিটির দাম ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, শসা ৪০ থেকে ৫০ টাকা প্রতি কেজি, কাঁঠালি কলা ডজনপ্রতি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, পেয়ারা কেজি প্রতি ৮০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এছাড়া আলু ৩৫ টাকা প্রতি কেজি, ফুলকপি প্রতি পিস ৫০ থেকে ৬০ টাকা, বেগুন ও টমেটো ১০০ থেকে ১২০ টাকা প্রতি কেজি, কুমড়ো ও পুঁইশাক ৪০ টাকা প্রতি কেজি, পটল ও ঢ্যাঁড়শ ৬০ থেকে ৮০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ কোলে দাবি করেছেন, 'পুজোর আগে ও পরে আমরা কলকাতার সমস্ত বড় বাজারে অভিযান করেছি। বাজারে সবজির দাম মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

সমাজ বদলাবেই

আপনি হবেন
মশাল-বাহক?

চলে আসুন
উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গের সর্বত্র রিপোর্টার নিচ্ছি আমরা।
সিনিয়ার থেকে অনভিজ্ঞ, আবেদন করতে পারেন সবাই।

এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

আপনাকেই কেন বেছে নেব আমরা, তার সমর্থনে কয়েক লাইন লিখুন। সঙ্গে জুড়ে দিন আপনার জীবনপঞ্জি।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন : Reporter for ...
যে ব্লক বা যে শহরের জন্য আবেদন করছেন।

আবেদনপত্র
ই-মেল করুন
২০ অক্টোবর
২০২৪-এর মধ্যে

ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার, ২৯ আশ্বিন ১৪৩১, ১৬ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৬ সংখ্যা

বহালতবিয়তে অসুর

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী দুর্গা কৈলাসে ফিরেছেন। অসুরবধে অশুভকে ধ্বংসের বার্তা থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই অশুভের মধ্যে অন্যায়, অবিচারের পাশাপাশি থাকে অসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ, ঘৃণা। চারদিনের আরাধনায় উৎসব হয়ে গেল চারদিকে। কিন্তু অশুভের শেষ হল কই? এপার বাংলায় চিকিৎসকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি যেন। ওপার বাংলায় অন্তত মুখে সরকারি বাধা না থাকলেও প্রতিপদে পুজোর আয়োজন বিঘ্নিত হল।

সহিষ্ণুতার লেশমাত্র কোথাও দেখা গেল না। বরং ঘৃণার বাতাবরণ যেন। জ্যোতি বসুর সরকারের মতো চিকিৎসক আন্দোলনে লাঠিপেটা করা হয়নি বলে বগল বাজাচ্ছে একপক্ষ। তাতে কিন্তু সহমর্মিতার আভাস মাত্র নেই। টানা অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন একের পর এক জুনিয়ার ডাক্তার। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে। কিন্তু সরকার নীরব। মাঝেমধ্যে এক-দুটো নিষ্ফলা বৈঠক নিছকই লোকদেখানো। সরকার ও শাসক শিবিরের বিভিন্ন মন্তব্যে অমানবিকতা স্পষ্ট।

অনশনকারীদের অসুস্থতাকে 'অসুস্থ' ভাষায় বিঁধেছেন তৃণমূলের এক সাংসদ। 'ফাস্ট আপটু হসপিটালাইজেশন'-এর মতো শব্দবন্ধ সেই 'অসুস্থ' মানসিকতার পরিচয় বহন করছে। রিলে অনশন মন্তব্যে আন্দোলনটির প্রতি সরকার পক্ষের অসূয়া, অসংবেদনশীলতা বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিরোধী দলকে এক বন্ধনীতে গেঁথে ফেলা হচ্ছে একেবারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তাতে মূল সমস্যা থেকে ক্রমশ নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজটা উৎসবের মেজাজের সুযোগ নিয়ে অনেকটা করে ফেলা গিয়েছে।

আন্দোলনরত চিকিৎসক সমাজের কাছে এখন প্রধান প্রতিপক্ষ সরকার। রাজ্যের পাশাপাশি সিবিআইয়ের মতো সরকারি তদন্ত সংস্থাও চিকিৎসকদের আস্থা হারিয়েছে। ঘোর অবিশ্বাসের একটি বাতাবরণ তৈরি হয়ে গিয়েছে তাঁদের মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে আলোচনা বারবার থমকে যাওয়া স্বাভাবিক। পরিস্থিতি এখন সেরকমই। সমস্যার জট প্রথমে যেখানে ছিল, আরজি কর মেডিকেলের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের প্রায় আড়াই মাস পর সেই জায়গাতেই রয়ে গিয়েছে।

রাজ্য সরকার কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। তার কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছু হয়নি। কতটা বাস্তবায়ন ঘটেছে, তা নিয়ে মতভেদের শেষ নেই। পারস্পরিক বিশ্বাস তলানিতে বলে পরিস্থিতি আরও জটিল। চিকিৎসকরা একবার কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে আবার সেই কর্মসূচিতে ফিরে যাওয়ায় সরকারের সঙ্গে তাঁদের বৈরিতা চরমে। চিকিৎসকরাও আর সরকারের বিশ্বাসভাজন থাকতে পারছেন না। সরকারের চেষ্টায়, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতায় বাংলায় উৎসবমুখর হয়ে ওঠায় আন্দোলনে অক্ষমের আস্ফালনের ছোঁয়া লাগছে।

বিরোধী দলগুলি ন্যায্য দাবিদাওয়ার সেই আন্দোলনে ঢুকে পড়তে মরিয়া। উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার চেষ্টার অন্ত ছিল না তাদের। তার সঙ্গে ছিল সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থসিদ্ধি। উৎসবেও প্রতিবাদ জিইয়ে রাখার অনন্ত চেষ্টা ছিল। সেই স্বার্থ পূরণে প্রয়োজনীয় দলের ঝান্ডা, পরিচয় সরিয়ে রেখে কর্মীবাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। যা শাসকদলকে আন্দোলনের 'অরাজনৈতিক' চরিত্রকে মিথ্যাচার বলে দাগিয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

শাসকপক্ষও আন্দোলনে ঢুকে পড়ে বিভাজন সৃষ্টির প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ এবং বিভিন্ন দলীয় রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব থাকায় সেই চেষ্টা শাসকের পক্ষে সহজ হয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনকে দুর্বল করার হীন প্রয়াস ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের কেউ কেউ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করায় আন্দোলনের 'অরাজনীতি' প্রশ্নের মুখে পড়ে যাচ্ছে।

পুজো, ভক্তির নামে যতই উৎসব উদযাপন হোক, মূল উদ্দেশ্যটা প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা শেষ হলেও অশুভ শক্তি মারাত্মকভাবে থেকে গিয়েছে। অসহিষ্ণুতা, ঘৃণার দমন সম্ভব হয়নি মানুষের জন্য। ফলে বৃথা হয়ে যাচ্ছে শুভর আরাধনা, অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তির প্রার্থনা। অদ্ভুত আঁধার এখন।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

আলোচিত

সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? তাঁদের সম্পর্কে তথ্য কীভাবে যাচাই করা হয়? কে নিয়োগ করে? কীভাবে বেতন দেওয়া হয়, সেজন্য বাজেটে কত বরাদ্দ করা হয়? কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সিভিক ভলান্টিয়ার আছে, হলফনামা দিয়ে জানাক রাজ্য সরকার।

- ডিওয়াই চন্দ্রচূড়

ভাইরাল

দাঁতালের দাদাগিরি... ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে এক হাতি যাচ্ছিল। হঠাৎ রেগে গিয়ে একটি গাড়িকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। গুঁতো মেরে নাড়িয়ে দেয় যাত্রীবোঝাই বাসকে। মাহুত কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারেন না। আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

আজ

১৯৪৮

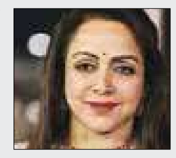

তারকা অভিনেত্রী হেমা মালিনীর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৫

প্রোটিয়া ক্রিকেটার জ্যাক কালিসের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

এখন মনে হয়, আমাদের শৈশব-কৈশোরের জীবন যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি। দশভুজার বিদায় নেওয়ার পর ফিরে দেখা। অত বড় প্যান্ডেলে এইটুকু হয়ে মা লক্ষ্মীর উপস্থিতি। স্নেহ আর আশীর্বাদের জন্যও এখন আর কেউ কোমর নোয়ায় না, পায়ে হাত ছোঁয়ায় না।

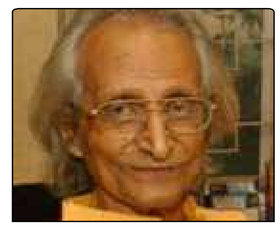

শ্রীরামকৃষ্ণের মাকে দর্শন দিয়েছিলেন স্বয়ং মা লক্ষ্মী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের দাদা রামকুমার। তখন তার পনেরো বছর। সেই ছেলে রামকুমার গেছেন 'ভুরসুবো' গ্রামে লক্ষ্মীপুজো করতে। ওদিকে, অনেক রাত্রি নেমেছে। সেই কারণে চন্দ্রমণি দেবী ঘরের বাইরে এসে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখে ভেসে উঠল, এক পরমা সুন্দরী মেয়ে। তার শরীর নানা অলংকারে ভূষিত।

চন্দ্রমণি দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, মা কোথা থেকে আসছ? উত্তরে সেই মেয়ে জানিয়েছিল, ভুরসুবো গ্রাম থেকে আসছেন। পুত্রের খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন চন্দ্রমণি দেবী। যেহেতু অনেক রাত, তাই সেই রাতে মেয়েটিকে তাঁদের ঘরে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। মেয়েটি বলল, না, মা, আমাকে এখনই যেতে হবে। তোমাদের বাড়িতে আমি অন্য সময়ে আসব।

এর বহু বছর পর ছোট্ট সারদামণি কামারপুকুরে বধূরূপে এসেছিলেন। শ্রীমায়ের শ্রীমুখেও দেবীসত্ত্বার আভাস মেলে। এক ভক্ত জানতে চেয়েছিলেন, মা যে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো রুটি বেলছেন, ঘরকন্নার কাজ করছেন- এসব কী? মায়া নাকি? মা বললেন, মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এই দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠের নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম। ভগবান নরলীলা করতে ভালোবাসেন কিনা!

কামারপুকুর গ্রামে বাড়ির ঝি 'সাগরের মা'। সে একবার অসুস্থ শ্রীমায়ের খুব সেবা করেছিল। মা তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, তোর ভাতকাপড়ের কষ্ট হবে না।

ষোলো আনায় আঠেরো আনা সত্যি হয়েছিল মায়ের কথা। সেই দরিদ্র পরিবারের কোনওদিন ভাতকাপড়ের কষ্ট হয়নি।

জয়রামবাটি গ্রামে একবার বৃষ্টির অভাবে ফসলের খুব ক্ষতি হয়। কৃষকরা সকলে দুশ্চিন্তা নিয়ে গ্রামের সারদালক্ষ্মীর কাছে বলে, 'এবার মা, আমাদের ছেলেপিলের বাঁচবার আশা নেই, সকলকে না খেয়ে মরতে হবে।' কৃষকদের এমন দুঃখ দেখে শ্রীমা সেই খেত দেখে দুঃখে আকুল হয়েছিলেন বলে জানা যায়। মায়ের প্রার্থনাতে সেই রাতে নাকি প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বছর এত ফসল হয়েছিল, যা কোনও বছর হয়নি। এমনই জয়রামবাটির লক্ষ্মীর কৃপা।

ঘরের লক্ষ্মীদের কথা বলি। পুজোর ছুটি। সে ছুটির মেয়াদ ভাইফোঁটা পেরিয়ে ইংরেজি স্কুলে এখন লক্ষ্মীপুজো অবধি। মা-মেয়ে ফেরত গেলেন কৈলাসে, আমাদের শৈশবও ফেরত এল মনের আকাশে। আগে পুজোর ছুটি মানেই দূর-দূরান্ত থেকে প্রিয়জনদের ভিড়, আবার সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। বিদায় ক্ষণে যেভাবে মণ্ডপশূন্য হয়ে যায়, সেভাবে কলরবে ভরা ঘরের দাওয়াও শূন্য হয়ে যেত। এখন পরিজনই আসে না ঘরে, যেটুকু আসা সব প্রয়োজনের তরে।

শিশু না হলে মহাপুজোর, লাগাতার মহা উৎসবের মহানন্দ পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। আমরা যারা অর্থনীতির দাস, জীবিকার জন্যে কোথাও না কোথাও মাথা বিকিয়ে বসে আছি, তারা টাকা-ডলার-পাউন্ডের হিসেব করবে না, উৎসব এলে আনন্দে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করবে, নতুন জামাকাপড় পরবে। কিন্তু কী করা যায়! প্রতি বছর এ এক মহা অশান্তি। এ বছর সেই অশান্তি শতগুণ। সংসারী মানুষের সঞ্চয় করা উচিত, এই উপদেশ শুনতে শুনতে কান পচে গেল। উত্তম উপদেশ, কিন্তু এই বাজারে সঞ্চয় হয় কী করে! এক মহাপুরুষ বলেছিলেন, দ্যাখো বৎস, জীবনে তিনটি কাজ কখনও করবে না। এক, মুদিখানার খাতা রাখবে না। দুই, ভাজা জিনিসে আসক্তি না এনে, সেদ্ধ জিনিস খাবার প্রবণতা বাড়াবে। তিন, ঠিক কত টাকা তুমি রোজগার করো, নিজের স্ত্রীকে কদাচ জানাবে না।

তিনটি নিষেধই এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বের করে দিয়েছি বহুকাল আগে। প্রতি মাসেই মুদিখানার খাতা দেখে স্প্রিং লাগানো পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠি। প্রতিজ্ঞা করি দেনা শোধ করে খাতা পুড়িয়ে দেব। সে আর হয় না। আবার মাথা বাড়িয়ে দিই মুড়িয়ে দেবার জন্য। একটি সত্য হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, ধার কখনও শোধ করা যায় না। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। জন্মেই নিতে আরম্ভ করেছি, বন্ধ করার উপায় নেই। একবার যখন টেনেছি তখন টানা-ছাড়া করতে করতে শেষ ছাড়া ছাড়তে হবে শেষের দিনে। এ মাসের টাকা শোধ করার পর নগদে কেনার মতো টাকা থাকে না।

যবে থেকে চাকরি জীবন শুরু হয়েছে, তবে থেকেই শুরু হয়েছে ভাজা। খাচ্ছি ভাজা। হচ্ছি ভাজা ভাজা। ডাল, ভাত, আলুভাজা কোনওরকমে মেরে দিয়ে ছোটাছুটি বাস কি ট্রেনের পিছনে। তাছাড়া আমাদের মতো মধ্যবিত্তের প্রাণের বন্ধু হল অম্বল। পেটে ঢুকে আলুভাজা তেল ছড়াতে শুরু করল মৃদুমন্দ। অফিস, হাজারি খাতা, লাল দাগ, তিন দাগে এক সিএল, গুঁতোগুঁতি, ধস্তাধস্তি, চেয়ারে বসেই পয়লা কাপ চা, পেট ফুলে ঢোল, প্রথামতো টিফিনে ঝালমুড়ি অথবা ভেজ চপ, ক্ষয়া ক্ষয়া লুচি কিংবা চাউ চাউ চাউমিন। রাত দশটা অবধি শান্তি। সকালের আহারে একখণ্ড পাঁপড় ঢোকাতে পারলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়। সিগারেটের অভ্যেস থাকলে তো সোনায় সোহাগা। রাতে একজোড়া অ্যান্টাসিড ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। ঝট করে আলসারটা কালচার করে ফেলতে পারলেই ইন্টেলেকচুয়াল। কপালের দু'পাশে সরে যাওয়া চুল, মাঝে কাঁচাপাকার বাহার। চালসে ধরা চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে খুঁতখুঁতে সমালোচনা। জাতে ওঠার এই হচ্ছে জাতীয় সড়ক।

শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের ছবি, দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের বাদ্যি এখন আর চোখেও পড়ে না, কানেও ঢোকে না। শুধু এখানে ওখানে আকাশছোঁয়া বাহারি প্যান্ডেল দেখলে মনে হয় মায়ের আগমনের কথা। দু'বার হাঁচলে বুঝতে পারি ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। এখন আর দেবার মতো আনন্দ কিছুতে নেই। রঙিন একটি জামা পরে শিশু হাসছে। নতুন জুতোজোড়া বালিশের পাশে রেখে কিশোরটি ঘুমোতে যাচ্ছে। পেছন থেকে বালাপরা কচি কচি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে শিশুকন্যা আবদার করছে, একশিশি কুমকুম। প্রিয়জন শাড়ির আঁচলা মেলে ধরে হাসি হাসি মুখে বলছে, বাঃ খুব সুন্দর হয়েছে। তার যে কি আনন্দ হত পুজো এলে। উৎসব এলে। এখন পুজো চলে গেলেও সেভাবে বিষাদ আসে না। সবই যেন চলতি কা নাম গাড়ি। গড়গড়িয়ে খালি এগিয়ে চলা।

সেকালে প্রবাসী দাদা ছুটির সময় সপরিবারে আসতেন। দাদা, পিতার সমান। ভাইঝিটা ভারী সুন্দর। বছরে একবারই দেখা হত। ছিল এতটুকু। দেখতে দেখতে মহিলা। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মুখে অমলিন হাসি। ধীর স্থির মৃদুভাষী। লেখাপড়ায় কৃতী। বাবা নিজে পছন্দ করে বৌদিকে এনেছিলেন। তাঁর পছন্দের তারিফ করতে হয়। প্রবাসী বলেই বাংলার পুজোর এত টান। রোজ অঞ্জলি দিতে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে ছুটত। স্নান-পবিত্র মূর্তি। ফিরে আসত কপালে এতখানি একটা সিঁদুরের টিপ নিয়ে। তখন মনে হত দেবী তুমি প্যান্ডেলে অনড় প্রতিমা, না গৃহে সচলা! কোমরে আঁচল জড়িয়ে কাজে লেগে যেত রান্নাঘরে। কতরকমের রান্নাই না জানত। আর এখন কর্তব্যের রান্না সারেন নতুন গৃহিণীরা। কিন্তু খুশির রান্না আর কর্তব্যের রান্নায় অনেক পার্থক্য। দিনদশেকের জন্য আসত দাদারা। যৌথ পরিবারে প্রাচীন সুখ ফিরে আসত। বাবার কথা, মায়ের কথা, ছোট বোনটার কথা ফিরে ফিরে আসত। তাঁরা ছিলেন, ছিন্নভিন্ন আমাদের রেখে চলে গেছেন। আজ আর কেউ নেই। নতুন নতুন সব ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে। নতুন স্মার্ট জীবন। স্মার্টফোনের কল্যাণে, ভিডিও কলের কল্যাণে ভাইঝির বেড়ে ওঠা আর চোখে চমক ধরায় না। যা কিছু পুরোনো, ধীরে ধীরে সব হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন বসতবাড়ির হাতবদল হচ্ছে। নতুন ধনীরা নতুন মূল্যবোধের পতাকা ওড়াচ্ছে। স্বজাতি হয়ে তারা যেন বিজাতি। তাঁদের চলনবলন, ভাব-ভাবনা, আমোদ-প্রমোদ সবই ভিন্ন ধরনের।

এখন মনে হয়, আমাদের শৈশব-কৈশোরের জীবন যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি। দশভুজার বিদায় নেওয়ার পর ফিরে দেখা। অত বড় প্যান্ডেলে এইটুকু হয়ে মা লক্ষ্মীর উপস্থিতি। স্নেহ আর আশীর্বাদের জন্যও এখন আর কেউ কোমর নোয়ায় না, পায়ে হাত ছোঁয়ায় না। শুধু ফোনের মেসেজে আদিখ্যেতা। প্রিয়জন নেই, প্রয়োজনের জন্য শুধু এই যোগহীন যোগাযোগ।

আবার ফিরি, মা লক্ষ্মীর কথায়। পরম ভক্ত মনোমোহন মিত্র বহু সৌভাগ্যের ফলে শ্রীঠাকুরকে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে দর্শন করেছিলেন। দর্শন পেয়ে তিনি 'জয় শ্রীনারায়ণরূপী রামকৃষ্ণের জয়' বলে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়েছিলেন। এই ভক্ত শ্রীমাকেও দেবী লক্ষ্মীর রূপে দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'একখানি রত্নসিংহাসনের ওপর শ্রীমা বসিয়া আছেন। মায়ের দু'পাশে দুজন কিশোরী চামর দুলাইতেছে। সিংহাসনখানির তলদেশে দুইটি হস্তী শুঁড় উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মায়ের মাথায় স্বর্ণখচিত মুকুট, দেহ নানাবিধ অলংকারে সুসজ্জিত। পরনে একখানি বিদ্যুৎপ্রভা উজ্জ্বল শাড়ি। এক হাতে বর, আর এক হাতে আশীর্বাদ। অধরে হাস্যরেখা, যেখানে যেখানে মায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে সেখানে স্তবকে স্তবকে পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা সেই প্রসন্নদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। আমার হৃদয়টি যেন পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল'।

শ্রীমা নিজের স্বরূপ ঢেকে রেখেছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামের বধূ ও জননীর অবগুণ্ঠিতা থেকে ভক্তদের কৃপা বিতরণ করেছেন। তবুও কোনও কোনও ক্ষেত্রে জয়রামবাটির লক্ষ্মী আত্মপ্রকাশ করেছেন আশ্বাস ও করুণা বর্ষণ করে।

জনমন জনমত

চাকরিতে সংরক্ষণে বাড়বে ভাষার মর্যাদা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ অনেকের চেষ্টায় বাংলা ভাষাকে ভারতের অন্যতম ক্ল্যাসিকাল ল্যাঙ্গুয়েজের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এতে কেন্দ্র থেকে আর্থিক অনুদান পাওয়া যাবে ভাষার উৎকর্ষ সাধনে।

তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ভীষণভাবে অবহেলিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কোনও শহরে সরকারি-বেসরকারি অফিসের সাইনবোর্ডে, দোকানের সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষার উপস্থিতি অতি নগণ্য। কিন্তু ভারতের দক্ষিণের শহরে হিন্দি তো দূরের কথা, ইংরেজিও থাকে না।

তার ওপর অধিকাংশ বাঙালি এখন ছেলেমেয়েকে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তি করছে। ফলে ছাত্রের অভাবে বাংলামাধ্যমের স্কুলগুলোর করুণ অবস্থা। কারণ এই ধারণা প্রকট হচ্ছে যে, বাংলা শিখে চাকরি পাওয়া যাবে না। ধারণাটা একদম ভুল নয়। রাজ্য সরকারের চাকরিতে এখন বাংলা না জেনেও নেপালি, হিন্দি, উর্দু ইত্যাদি ভাষাভাষী মানুষজন চাকরি করেন।

ফলে বাংলা শেখার চেয়ে ইংরেজি শিখলে চাকরির সুযোগ বেশি। ভূমিপুত্রদের জ ন্য চাকরিতে সংরক্ষণ থাকলে বাংলা শেখার আগ্রহ বাড়বে। না হলে বাংলা ভাষার অবস্থা দিন-দিন খারাপ হতে থাকবে।

ধ্রুব সরকার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলার ধ্রুপদি তকমা এবং কিছু কথা

৫ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত বাংলা ভাষা নিয়ে সেবন্তী ঘোষ মহাশয়ার লেখার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা বলতে চাই।

ধ্রুপদি সম্মানের মাপকাঠি হচ্ছে ভারতের যে ভাষা প্রাচীন (১৫০০-২০০০ হাজার বছর), যে ভাষা সমৃদ্ধ ও যে ভাষার ধারাবাহিকতা বহমান সেই ভাষা ধ্রুপদি সম্মানের অধিকারী হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভাষার তরফে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সেই ভাষার প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক নিদর্শন, লিপি-মুদ্রা, পুস্তকাদি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ দলিল ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরে পুস্তক আকারে পাঠাতে হয়। এসব হচ্ছে ধ্রুপদি ভাষা সম্পর্কিত ন্যূনতম নীতি। এরপর ভাষা বিশারদদের নিয়ে গঠিত কমিটি ধ্রুপদি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যথাযথ বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ভাষাটিকে ধ্রুপদি বলে যোগ্য ঘোষণা করে। ভারত সরকার নিজের পছন্দমতো কোনও ভাষাকে ধ্রুপদি সম্মান দিতে পারে না।

৩ অক্টোবর ভারত সরকার ভারতের পাঁচটি ভাষা বাংলা, অসমিয়া, মারাঠি, পালি ও প্রাকৃত ভাষা ধ্রুপদি সম্মানের অধিকারী বলে ঘোষণা করে। এতে ভারতের ২৮টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই পাঁচটি ভাষার উপর আলাদা আলাদা করে চেয়ার তৈরি হবে। সেখানে পঠনপাঠন, গবেষণা হবে, থাকবে পুরস্কার এবং স্বাভাবিকভাবেই সেইসব ভাষা অন্যান্য ভাষার চেয়ে এগিয়ে থাকবে।

এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুসারে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা এযাবৎ ঘোষিত এগারোটি ভাষা থেকে নিজেদের পছন্দমতো একটি ভাষা নির্বাচন করে পড়াশোনা করতে পারবে। এই প্রজন্ম নিজ মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবে বলে মনে করি।

পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা 'বাংলা'র মুকুটে ধ্রুপদি পালকযুক্ত হল বলে বাঙালি হিসেবে আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। কোনও রকম তর্কবিতর্ক, অপব্যাখ্যায় যাওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর ভাষা ইতিহাসে সময়ে সময়ে বাঙালির মতো এত বলিদান আর কোনও ভাষার নেই।

সবশেষে বলি, জয় হোক বাংলা ভাষার, জয় হোক সব ভাষার, জয় হোক মানবিকতার।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

বাধ্যতামূলক প্রয়োগ দরকার

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি সম্মানের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে আনন্দের এবং গর্বের, তবে সাড়ম্বরে এই স্বীকৃতির আনন্দোৎসব পালনের সময় এই উত্তরও খোঁজা দরকার যে, ধ্রুপিদ হওয়াটা কি আদৌ বাংলা ভাষাকে জীবাশ্ম হওয়া থেকে আটকাতে পারবে?

সংস্কৃত ধ্রুপিদ ভাষা বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ জীবনে তার কি কোনও অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে? সত্যিই যদি বাংলাকে জীবিত রাখতে হয় তাহলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতি ক্ষেত্রে বাংলাকে ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে এর সপক্ষে স্পষ্ট আইন করতে হবে। নিজ ভাষা ব্যবহারের সুযোগ চাওয়াটা অধিকার, সেটা অন্যায় নয়। এর সঙ্গে ভিন্ন ভাষার প্রতি বিদ্বেষের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই এই ন্যায্য দাবি জানাতে কুণ্ঠাবোধের কারণ নেই।

বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র বাংলাই ব্যবহার করতে হবে। বাংলার সঙ্গে অন্য ভাষার ব্যবহার অবশ্যই চলতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেটা করাও জরুরি। স্পর্শকাতর বিষয় বলে এড়িয়ে না গিয়ে ভারতের মতো নানা ভাষার দেশে ভাষা সংক্রান্ত বাস্তবসম্মত যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত প্রয়োজন মানুষের স্বার্থে। অবিলম্বে ভারতের ভাষা আইন পরিবর্তন করে প্রতিটি রাজ্যে সেই রাজ্যের প্রধান ভাষাকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটাকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

সঞ্জীব চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি।

সম্মান পাওয়ায় আমরা গর্বিত

ভাষার কথা যদি বলতেই হয় তাহলে এক বাক্যে বলা যায়, বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে এক অনন্য ভাষা। এই বাংলা ভাষা চিরায়ত, মধুর এবং সরল যা তাকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দেওয়ায় আজ আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। এখন দেখার সবক্ষেত্রে এর বহুমুখিতা কতটা কার্যকর হয়।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬২

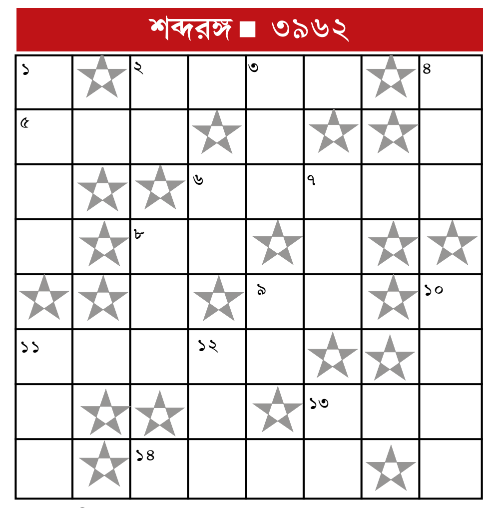

পাশাপাশি : ২। দেশ শাসন বা সরকার পরিচালনা ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। উচ্চপদের জন্য কদর ৮। অহংকার হলে এটা ভারী হয় ৯। নিবাসস্থল বা থাকার জায়গা ১১। আনন্দে বাধা পড়া ১৩। কখনও বা কোনওকালে ১৪। চড়ুইপাখির অন্য নাম।

উপর-নীচ : ১। সম্রাট আকবরের বাবা ২। অঙ্কুশ বা বড়শি ৩। পুরুষ মানুষ ৪। ধনসম্পত্তি বা ঐশ্বর্য ৬। শুভ লক্ষণযুক্ত ৭। রামায়ণের অহল্যা যে মুনির স্ত্রী ৮। বৃক্ষ, তরু বা গাছ ৯। ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য ১০। ভিড়ে পায়ের চাপে আহত ১১। নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি ১২। কাঁড়া বা চাল ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

সমাধান ■ ৩৯৬১

পাশাপাশি : ১। আধুনিক ৩। মলিদা ৫। ইকড়ি-মিকড়ি ৬। ননদ ৭। অর্জুন ৯। ময়নাতদন্ত ১২। সামাল ১৩। কালঘুম।

উপর-নীচ : ১। আচকান ২। কনক ৩। মরমি ৪। দাবড়ি ৫। ইদ ৭। অন্ত ৮। নরোত্তম ৯। মনসা ১০। নাকাল ১১। দমকা।

বিন্দুবিসর্গ

-অভি

টুকরো খবর

সোমনাথকে সম্মান

ভারতের মহাকাশ অভিযান বিশেষত চন্দ্রাভিযানে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসরো প্রধান ও মহাকাশ দপ্তরের সচিব এস সোমনাথকে ওয়ার্ল্ড স্পেস অ্যাওয়ার্ড সম্মান দিল আন্তর্জাতিক মহাকাশ ফেডারেশন (আইএএফ)। ইতালির মিলানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। গত বছর ২৩ অগাস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে ঐতিহাসিক অবতরণ করে ভারতের চন্দ্রযান-৩। এই সাফল্য আসে সোমনাথের নেতৃত্বে।

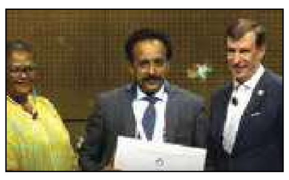

ভারতে প্রিডেটর ড্রোন

আমেরিকার শিকারি ড্রোন এবার ভারতের হাতের মুঠোয়। মার্কিন 'প্রিডেটর ড্রোন' নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত। ৩২ হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে দু'দেশের মধ্যে। তার বিনিময়ে ভারতের হাতে ৩১টি 'প্রিডেটর ড্রোন' তুলে দেবে আমেরিকা। অনেকেই মনে করছেন, লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চিনের সঙ্গে বিবাদের আবহে এই চুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনার জন্য প্রিডেটরের 'এমকিউ-৯বি'-র 'সি গার্ডিয়ান' এবং 'স্কাই গার্ডিয়ান' সংস্করণ কেনার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

বনে মুক্তির অপেক্ষা

অক্টোবরের শেষেই মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যান থেকে ছাড়া হবে আফ্রিকান চিতাদের। দফায় দফায় চিতাগুলিকে বনে ছাড়া হবে বলে সোমবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রক। মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে বছর দুয়েক আগে আনা হয়েছিল নামিবিয়ার একদল চিতাকে। কিন্তু তারপর থেকেই একের পর এক চিতার মৃত্যুতে চিন্তা বাড়ে বন দপ্তরের। শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বছরখানেক কড়া নজরদারিতে রাখার পর তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আজ শপথ ওমরের

৯ বছর পর বুধবার ফের জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ওমর আবদুল্লা। ফারাক একটাই। সেবার তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন জম্মু ও কাশ্মীর ছিল দেশের একটি অঙ্গরাজ্য। বুধবার ওমর শপথ নেবেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে।

ওমরের শপথে এনসি, কংগ্রেস নেতাদের পাশাপাশি সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি, এনসিপি (এসপি) সুপ্রিয়া সুলে, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ওয়েনাডে ভোট

ওয়েনাড, ১৫ অক্টোবর : মা রাজ্যসভার সাংসদ। দাদা লোকসভার বিরোধী দলনেতা। এবার কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের আশা, সংসদ সদস্য হিসেবে হাতেখড়ি হবে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটের পাশাপাশি যে ৪৮টি বিধানসভা ও ২টি লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে তাতে ওয়েনাড আসনও রয়েছে। ১৩ নভেম্বর ওয়েনাডে উপনির্বাচন। গত লোকসভা ভোটে রায়বেরেলির পাশাপাশি ওয়েনাডেও জয়ী হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তিনি রায়বেরেলি ধরে রাখেন। ওয়েনাড থেকে ইস্তফা দেন। ওই আসনে কংগ্রেসের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে প্রিয়াংকাকে। তাঁর জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দীপ জ্বেলে যাই... দীপাবলির আগে প্রদীপ তৈরির ব্যস্ততা। মঙ্গলবার জম্মুতে।

ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্রে নির্বাচন নভেম্বরে

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটপর্ব মেটার এক সপ্তাহ পর ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে দিল নির্বাচন কমিশন। ঝাড়খণ্ডের ৮১ আসনের বিধানসভার ভোট হবে দুই দফায়। ১৩ নভেম্বর প্রথম দফায় ৪৩টি আসনে এবং ২০ নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় বাকি ৩৮টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। অপরদিকে মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি বিধানসভা আসনে ভোট হবে এক দফায়, ২০ নভেম্বর। দুই রাজ্যের ভোট গণনা হবে ২৩ নভেম্বর। মঙ্গলবার থেকেই আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে উভয় রাজ্যে। ঝাড়খণ্ডে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ যথাক্রমে ২৫ এবং ২৯ অক্টোবর। মহারাষ্ট্রে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর।

এর পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়েছে ১৫টি রাজ্যের ৪৮টি বিধানসভা এবং ২টি লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের নির্ঘণ্টও। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছেড়ে যাওয়া ওয়েনাড এবং ৪৭টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে ১৩ নভেম্বর। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি বিধানসভা আসনও রয়েছে। অপরদিকে মহারাষ্ট্রের নান্দেদ লোকসভা এবং উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হবে ২০ নভেম্বর। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের সঙ্গেই উপনির্বাচনগুলির ফল ঘোষণা করা হবে। এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের শহরাঞ্চলগুলির ভোটারদের আরও বেশি সংখ্যায় বুথমুখো হওয়ার আবেদন জানান। সেই সঙ্গে হরিয়ানায় ইভিএমে কারচুপি এবং গণনায় বিলম্ব নিয়ে কংগ্রেস যে অভিযোগ তুলেছে তা নাকচ করে তাঁর মন্তব্য, 'কুছ তো লোগ ক্যাহেঙ্গে। লোগো কা কাম হ্যায় ক্যাহেনা।'

হরিয়ানায় জয়ের হ্যাটট্রিক এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বিপুল ভোট পাওয়ার পর উজ্জীবিত বিজেপি মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। তবে হাল ছাড়তে নারাজ কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট। ২০১৯ সালে ১০৫টি আসন জিতে মহারাষ্ট্রের একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছিল বিজেপি। সেসময় তাদের শরিক শিবসেনা জিতেছিল ৫৬টি আসন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে সংঘাতের জেরে এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে যায় উদ্ধব ঠাকরের দল। কংগ্রেস ও এনসিপির সঙ্গে মিলে তারা তৈরি করে এমভিএ। এরই মধ্যে কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, হরিয়ানায় হার থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্তত ১০ জন বিধায়ককে এবার প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের খানিকটা আগে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে নীচুতলার সরকারি কর্মচারী, আশা কর্মীদের দীপাবলি বোনাস দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে জেএমএম গতবার পেয়েছিল ৩০টি আসন। কংগ্রেস ১৬, আরজেডি ১টি আসন পেয়েছিল। বিজেপি পেয়েছিল ২৫টি আসন। এবার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জেএমএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবং চম্পাইয়ের বিদ্রোহকে সামনে রেখে আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যে পালাবদল ঘটাতে মরিয়া গেরুয়া শিবির।

শরিফ সাক্ষাতে জয়শংকর

ইসলামাবাদ, ১৫ অক্টোবর : ২৩তম এসসিও শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দিতে মঙ্গলবার দুপুরে পাকিস্তানে পৌঁছোলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

ইসলামবাদের সন্নিকটে নূর খান এয়ারবেসে বিদেশমন্ত্রীর বিমান অবতরণ করে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান পাকিস্তানের আধিকারিক এবং কয়েকজন শিশু। ইসলামাবাদে পৌঁছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জয়শংকর। তাঁদের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হয়। প্রায় ৯ বছর পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখলেন। সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে দুই পড়শি দেশের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের জেরে কথাবার্তা প্রায় বন্ধ রয়েছে। দু-দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও তলানিতে এসে ঠেকেছে।

কাজে লাগাচ্ছে ভারত, দোষারোপ কানাডার

বিষ্ণোই গ্যাং নিয়ে তর্জা

অটোয়া ও নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : মুম্বইয়ের পর এবার অটোয়া। অপরাধ-সূত্রে আবার ভেসে উঠল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম। যার জেরে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া হল। রবিবার খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয়কুমার বর্মার নাম জড়িয়েছিল রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতে তাদের নয়া দাবি, কানাডায় সক্রিয় খালিস্তানপন্থীদের নিষ্ক্রিয় করতে কুখ্যাত অপরাধী লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংকে কাজে লাগাচ্ছেন ভারতীয় এজেন্টরা।

সোমবার মাউন্টেড পুলিশের কমিশনার মাইক ডিহিনি ও তাঁর ডেপুটি ব্রিজিট গাভিন অভিযোগ করেন, ভারত সরকারের এজেন্টরা কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করছেন। এজন্য সংগঠিত অপরাধচক্রকে কাজে লাগাচ্ছেন তাঁরা। তদন্তে কানাডায় সক্রিয় লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের কথা জানা গিয়েছে। মাউন্টেড পুলিশের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের নিশানা করছে ভারত সরকার।

খালিস্তানিদের সমর্থনে নজর

আমাদের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের যোগাযোগ রয়েছে ভারতীয় এজেন্টদের সঙ্গে।' বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সাহায্যে ভারতীয় এজেন্টরা কানাডায় খুন, ভয় দেখানো, তোলাবাজি এবং অত্যাচার চালাচ্ছে বলে সেদেশের পুলিশের অভিযোগ।

এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কানাডার নবতম অভিযোগ নিয়ে ভারতের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে নিজ্জর খুনের ঘটনায় কানাডার তদন্তকারী সংস্থা ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম জড়ানোর পর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। সোমবার কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সহ দূতাবাসের বেশ কয়েকজন আধিকারিককে ভারতে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতে নিযুক্ত কানাডার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ছাড়াও ৫ জন কূটনীতিককে দেশে ফিরে যেতে বলেছে কেন্দ্র।

এদিকে আমেরিকার ওয়াশিংটন পোস্টের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে কানাডা সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। সেখানে কানাডার নিরাপত্তা উপদেষ্টা না কি সেদেশে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সক্রিয়তার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। বর্তমানে গুজরাটের সবরমতী জেলে বন্দি লরেন্স বিষ্ণোই। কানাডায় তাঁর হয়ে গ্যাংয়ের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন গোল্ডি ব্রার। পর্যবেক্ষকদের মতে, সেই বিষয়টিকে ভারতকে চাপে ফেলার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে জাস্টিন ট্রুডোর সরকার।

আসন্ন পার্লামেন্ট ভোটে খালিস্তানপন্থীদের সমর্থন পেতে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো ভারতকে নিশানা করছেন বলে কানাডার অন্দরেই চর্চা শুরু হয়েছে। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধিতাকে কানাডার বিদেশনীতির অঙ্গে পরিণতা করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ট্রুডো বিরোধীরা। সরব সংবাদমাধ্যমের একাংশও। কানাডিয়ান সাংবাদিক ড্যানিয়েল ব্রডম্যানের মতে, ট্রুডো সরকার খোলাখুলিভাবে ভারতবিরোধীদের মদত দিচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কানাডার বিদেশনীতিতে। ব্রডম্যানের দাবি, যেসব কানাডিয়ান আইন মেনে চলেন, তাঁদের ওপর প্রশাসনিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা অশান্তি ছড়াচ্ছেন, তাঁদের প্রতি নরম মনোভাব নিচ্ছে পুলিশ।

বাবা সিদ্দিকীর খুনি স্বঘোষিত গ্যাংস্টার

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকীর খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের। তদন্তে নেমে আততায়ীদের অতীত হাতড়াচ্ছে মুম্বই পুলিশ। সেই তদন্তেই উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সিদ্দিকী খুনে অভিযুক্তদের অন্যতম শিবকুমার গৌতম ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বেশ কয়েকদিন আগেই নিজেকে 'গ্যাংস্টার' ঘোষণা করেছিল। নিজের ছবির সঙ্গে এক পোস্টে শিবকুমার লিখেছিল, 'দেখো, তোমার বন্ধু এখন গ্যাংস্টার হয়ে গিয়েছে।' অন্য একটি পোস্টে সে লিখেছে, 'আমার বাবা একজন ভালো লোক। কিন্তু আমি ওঁর মতো নই।'

বাবা সিদ্দিকী খুনের ঘটনায় গুরমেল বলজিৎ সিং ও ধর্মরাজ রাজেশ কাশ্যপের সঙ্গে শিবকুমারের নাম উঠেছে। গুরমেল, ধর্মরাজ গ্রেপ্তার হলেও শিবকুমারের খোঁজ মেলেনি। তার খোঁজে একাধিক রাজ্যে তল্লাশি চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সিদ্দিকীকে খুনের পর রিকশায় চেপে কুরলা রেলস্টেশনে আসে শিবকুমার। সেখান থেকে ট্রেনে করে পৌঁছোয় পানভেল স্টেশনে। তারপর আর শিবকুমারকে দেখা যায়নি। কোনও এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে সে মহারাষ্ট্রের বাইরে পালিয়েছে বলে তদন্তকারীদের ধারণা।

এদিকে সিদ্দিকী খুনের মাস্টারমাইন্ড হিসাবে পুনের বাসিন্দা শুভম লঙ্কারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত এপ্রিলে অভিনেতা সলমন খানের বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর ঘটনাতেও তার নাম জড়িয়েছিল। সেইসময় তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায় শুভম। সিদ্দিকী খুনের পর এই শুভমই সামাজিক মাধ্যমে দাবি করে, ঘটনার দায় নিচ্ছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং।

বুথ সমীক্ষায় সংযমের বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : বুথফেরত সমীক্ষাগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বলে জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা কোনও বুথফেরত সমীক্ষা করাই না। কিন্তু এই বিষয়ে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যে সমস্ত সংস্থা রয়েছে তাদের উচিত, আত্মনিয়ন্ত্রণের রাস্তায় হাঁটা।' লোকসভা এবং হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে বুথফেরত সমীক্ষায় যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল তা মেলেনি। বরং পূর্বাভাসের ঠিক উলটো ফল হয়েছে বাস্তবে। এই পরিস্থিতিতে বুথফেরত সমীক্ষাগুলি আগামী দিনে আদৌ আর করানো উচিত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি তামিলনাড়ুর রাজধানী। জল ঠেলে এগোনোর চেষ্টা আমজনতার। মঙ্গলবার।

ইভিএম বিতর্কে সাফাই কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ইভিএম নিয়ে কংগ্রেসের তোলা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন। হরিয়ানা ভোটে ব্যবহৃত কিছু ইভিএমের ব্যাটারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল হাত শিবির।

তার জবাবে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার দাবি করেন, 'ক্যালকুলেটরে যে ধরনের সিঙ্গল ইউজ ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় সেইরকম ব্যাটারিই ব্যবহার করা হয় ইভিএমে। মোবাইলের ব্যাটারি সেখানে ব্যবহার করা হয় না। পেজারের মতো ইভিএমে কারচুপি করা কোনওমতেই সম্ভব নয়।'

তিনি বলেন, 'ইভিএম পুরোপুরি নিরাপদ। ভোট হওয়ার ৫-৬ মাস আগে ইভিএম পরীক্ষা করা হয়। ভোটের ৫-৬ দিন আগে ইভিএম চালু করা হয়। সেদিনই নতুন ব্যাটারি লাগানো হয়।' ইভিএম নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলায় এদিন কার্যত বিরক্তিও প্রকাশ করেন সিইসি।

চিকিৎসায় আরও ভোগান্তি

ফের দাম বাড়ছে একগুচ্ছ ওষুধের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : আরও একবার ওষুধের দাম বাড়ছে। জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ (এনপিপিএ) সম্প্রতি আটটি ওষুধের মূল্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এই ওষুধগুলি প্রধানত হাঁপানি, যক্ষ্মা, থ্যালাসিমিয়া, মানসিক রোগ ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

এনপিপিএ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে স্পষ্ট করেছে, কেন তারা দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা বলছে, এই ওষুধগুলি তৈরিতে যেসব কাঁচামাল লাগে, তার দাম বেড়েছে। এছাড়া অন্য কারণও রয়েছে। যেমন, কারেন্সি এক্সচেঞ্জ হার বেড়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। তাই ওষুধের দাম বাড়াতে তারা বাধ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রক এই সংস্থা ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে।

তবে এনপিপিএ-র দাবি, ওই ওষুধগুলির দাম বাড়লেও তা নাগালের বাইরে যাবে না ক্রেতাদের। দাম বাড়ানো হয়েছে এমন ওষুধুগুলির প্রাথমিক মূল্য বেশি ছিল না। তাই ৫০ শতাংশ দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ খুব বেশি সমস্যার মুখে পড়বেন না। ওষুধগুলির দাম ১.০২ টাকা প্রতি মিলি লিটার থেকে ১৬.২৫ টাকা প্রতি মিলি লিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে এর ব্যতিক্রম হিসাবে ডেসফেরোক্সামিনের একটি ইনজেকশন ভায়ালের দাম হবে ২৮০ টাকার বেশি।

যে আটটি ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বেনজাইলপেনিসিলিন (নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত), অ্যাট্রোপিন (বিষক্রিয়া, শল্যচিকিৎসা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত), স্ট্রেপ্টোমাইসিন (যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত), স্যালবুটামল (হাঁপানি ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত), পিলোকারপিন (গ্লুকোমা চিকিৎসায় ব্যবহৃত), সেফাড্রোক্সিল (ত্বক, গলা, মূত্রনালির সংক্রমণ রুখতে ব্যবহৃত), ডেসফেরোক্সামিন (থ্যালাসিমিয়া রোগে ব্যবহৃত) এবং লিথিয়াম (মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়)। এই ওষুধগুলি বাজারে এগারোটি ভিন্ন ফর্মুলেশনে পাওয়া যায়।

চলতি বছর মে মাসে নিয়মিত ব্যবহৃত হয় এমন ৪১টি সাধারণ ওষুধের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

বৃষ্টিতে ভাসল চেন্নাই

চেন্নাই, ১৫ অক্টোবর : সোমবার থেকে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাড়ুর চেন্নাই এবং তার লাগোয়া এলাকায়। বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে দিল্লির মৌসম ভবন। এই দুর্যোগ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম এবং চেঙ্গলপাট্টু জেলায় স্কুল, কলেজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এদিকে দুর্যোগের জেরে মঙ্গলবার বেশ কিছু বিমান বাতিলও করতে হয়েছে।

ওই চার জেলার তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে সবরকম বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর সোমবার রাত সাড়ে ১১টায় একটি নিম্নচাপ অঞ্চল অবস্থান করছিল। সেটি ক্রমে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে মঙ্গলবার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে অবস্থান করছে। সেই নিম্নচাপ অঞ্চলটি এরপর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তারপর সেটি পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দু'দিন ধরে তাণ্ডব চালাবে।

মৌসম ভবন আরও জানিয়েছে, তামিলনাড়ুতে আগামী তিনদিন ধরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে। রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

ওয়াকফ স্পিকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ওয়াকফ বিল নিয়ে মঙ্গলবার ফের গোলমাল হল যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি)। যার জেরে শেষমেশ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন জেপিসির তৃণমূল সহ বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা।

ওয়াকফ কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালের বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে অভিযোগ করে তাঁরা জানিয়েছেন, বৈঠক সুষ্ঠুভাবে ও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী হয়নি। এমনটা সংসদের নিয়মাবলীর পরিপন্থী। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন সাংসদ ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসির বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব গগৈ, অরবিন্দ সাওয়ান্ত প্রমুখ। তবে প্রায় এক ঘণ্টা পর তাঁরা আবার বৈঠকে যোগ দেন।

অন্যদিকে বিজেপি সাংসদরা অভিযোগ করেন, বিরোধী সাংসদরা সভাপতি জগদম্বিকা পাল সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন।

জীবন্ত ছবি নিষেধ

কাবুল, ১৫ অক্টোবর : গণমাধ্যমে জীবন্ত কোনও কিছুর ছবি প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আইন কার্যকর করার পথে হাঁটছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। সোমবার আফগান নৈতিকতামন্ত্রক জানায়, জীবন্ত প্রাণীর ছবি সংবাদমাধ্যমে দেখানো যাবে না। এই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আইনটি ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা হবে। নীতি নৈতিকতা মন্ত্রকের মুখপাত্র সইফুল ইসলাম খাইবার জানিয়েছেন, জীবন্ত কোনও কিছুর ছবি প্রকাশ ইসলামবিরোধী। এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করবেন সরকারি কর্মীরা।

প্যাংগংয়ের তীরে চিনা নির্মাণে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা কমানোর জন্য কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা চলতে থাকলেও সাম্প্রতিক উপগ্রহচিত্রে দেখা গিয়েছে, প্যাংগং লেকের উত্তর তীরে চিনা নির্মাণ অব্যাহত। এই বসতিটি ২০২০ সালে যেখানে ভারত ও চিনা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সেখান থেকে প্রায় ৩৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। যদিও ওই এলাকা নিজেদের বলে দাবি করে না ভারত। বিশ্বের সর্বোচ্চ লবণাক্ত জলের হ্রদ এই প্যাংগং হ্রদ, যা ভারত, চিন এবং চিন-শাসিত তিব্বতের বিতর্কিত সীমানাকে ঘিরে রয়েছে।

ম্যাক্সারের তোলা উপগ্রহ চিত্রে প্যাংগংয়ের ধারে চিনা নির্মাণ।

আমেরিকার ম্যাক্সার টেকনলজিসের তোলা ওই উপগ্রহচিত্রগুলি ৯ অক্টোবরের। সেখানে দেখা যায়, প্রায় ১৭ হেক্টর জায়গাজুড়ে দ্রুত নির্মাণকাজ চলছে। ৪,৩৪৭ মিটার উচ্চতায় ইয়েমাগাউ রোডের কাছে অবস্থিত এই এলাকায় নির্মাণযন্ত্র ও মাটি কাটার কাজ চলছে। তক্ষশীলা ইনস্টিটিউটের ভূস্থানিক গবেষণা প্রোগ্রামের প্রধান ও অধ্যাপক ওয়াই নিত্যানন্দম বলেন, '১০০-র বেশি ভবন, যার মধ্যে আবাসিক ও বড় প্রশাসনিক ভবন রয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি নির্মিতও হচ্ছে। খোলা স্থান ও সমতলভূমি ভবিষ্যতে পার্ক বা খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।' এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১৫০ মিটার লম্বা একটি আয়তাকার জমি তৈরি করা হয়েছে, যা হেলিকপ্টার ওঠানামার জন্য প্রস্তুত করা হতে পারে বলে তাঁর ধারণা। নিত্যানন্দমের মতে, 'স্পর্শকাতর ওই এলাকায় গত এপ্রিল মাস থেকে চিনা লাল ফৌজ নির্মাণকাজ চালাচ্ছে। এই ধরনের নির্মাণ চিনকে কৌশলগত সুবিধা করে দেবে। যা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে স্বস্তিদায়ক নয়।'

> ১০০-র বেশি ভবন, যার মধ্যে আবাসিক ও বড় প্রশাসনিক ভবন রয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি নির্মিতও হচ্ছে। খোলা স্থান ও সমতলভূমি ভবিষ্যতে পার্ক বা খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
>
> **ওয়াই নিত্যানন্দম, ভূবিজ্ঞানী**

তারাদেরকথা

একনজরে সেরা ৫

ফৌজি ২

আসছে। ১৯৮৯ সাল শাহরুখ খান অভিনীত এই ধারাবাহিকটির সিক্যুয়েলের খবর দিয়েছেন নির্মাতারা। মুখ্য চরিত্রে থাকবেন অঙ্কিতা লোখান্ডের স্বামী ভিকি জৈন ও গওহর খান। থাকবেন ১২ জন নতুন অভিনেতা। ১১টি গান থাকবে, শীর্ষসংগীত গেয়েছেন সোনু নিগম। দেখা যাবে দূরদর্শনে। দেশের জন্য সেনার আত্মত্যাগ ও বীরত্বের গল্প বলবে এই ধারাবাহিক।

সেরা

অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হোক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে—এই মর্মে হ্যাশট্যাগ চালু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বহুরূপী-তে তাঁর বিক্রম চরিত্রে অভিনয় দর্শককে অভিভূত করেছে। এর আগে ইমন চক্রবর্তী শিবপ্রসাদ-নন্দিতা রায়ের প্রাক্তন ছবির জন্য সেরা গায়িকা হন। হামি, রামধনু-তে শিবপ্রসাদের অভিনয় প্রশংসা পেলেও জাতীয় পুরস্কার পাননি।

সিটাডেল

বরুণ ধাওয়ানকে বিগ বাজেটের অ্যাকশন প্রজেক্টে নায়ক হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। অভিনেতা বলেছেন আদিত্য চোপড়া আমাকে বাজেটের অঙ্কটা জানিয়ে বলেছিলেন আমার মতো কমবয়সীকে এত টাকার অ্যাকশন ছবিতে সুযোগ দিতে পারবেন না। সিটাডেল-এ দেখলাম এর বাজেট আর আদিত্যর বাজেট এক। কৃতজ্ঞতা জানাই অ্যামাজন আর পরিচালক রাজ অ্যান্ড ডিকে-কে আমাকে নির্বাচনের জন্য।

জাতীয়

স্তরে সাইবার সেফটির মুখ হলেন রশ্মিকা মানডানা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার তাঁকে ন্যাশনাল অ্যাম্বাসাডর ফর প্রোমোটিং সাইবার সেফটি হিসেবে নিয়োগ করেছেন। দেশজুড়ে মানুষকে সাইবার ক্রাইম থ্রেট, অনলাইন প্রতারণা, ডিপফেক ভিডিও, এ-আই জেনারেটেড বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবেন। এই ভূমিকায় অভিনেত্রী আপ্লুত।

নিজে

অডিশন নিয়ে শাহির শেখকে নির্বাচন করেছেন কৃতি শ্যানন, তাঁর প্রযোজিত ও অভিনীত ছবি দো পাত্তি-র জন্য। ১০ রাউন্ড অডিশনের পর শেষ ১০ জন অভিনেতার মধ্যে থেকে নির্বাচিত শাহির। কৃতির কথায়, ধ্রুব চরিত্রটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার জন্য সঠিক অভিনেতার প্রয়োজন ছিল। ছবিতে কাজলও আছেন। মুক্তি নেটফ্লিক্সে, ২৫ অক্টোবর।

হিন্দির হার

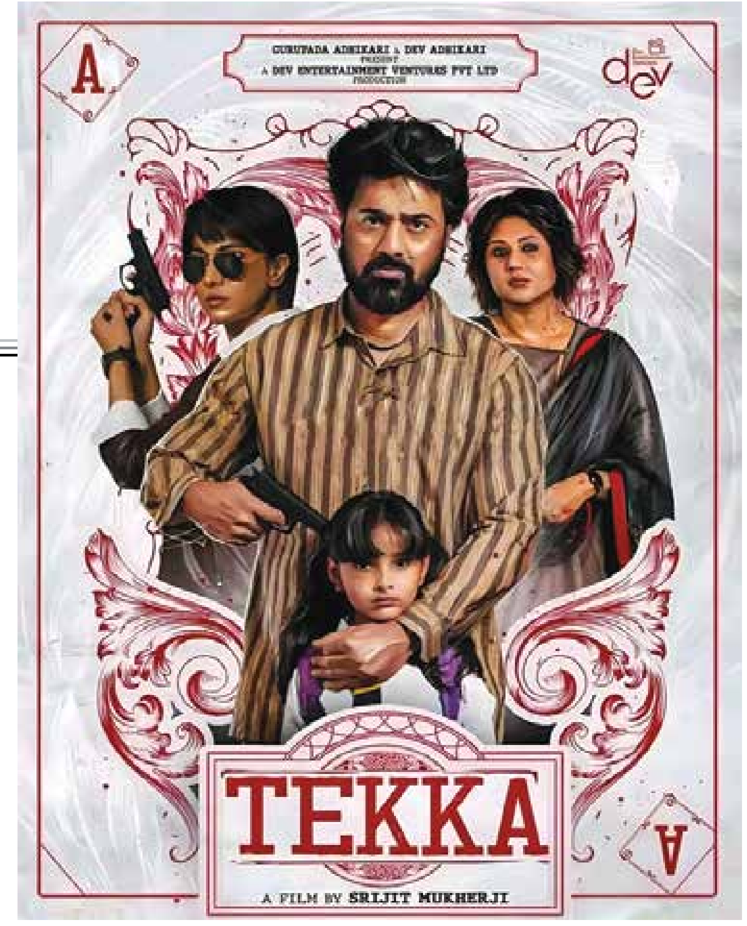

তিন বাংলা ছবির মুক্তির তিনদিন পর এল হিন্দি ছবি। চলতি বছর আরজি কর আবহাওয়াতেও তিন বাংলা ছবিই দর্শককে হলে নিয়ে গেল। হিন্দি পারল না। লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

হেরে গেল হিন্দি ছবি। উৎসবের আমেজে প্রতি বছর বাংলা ছবি মুক্তি পায়, তার সঙ্গে হিন্দিও। তাদের পাল্লাই ভারী হয়। বাংলার থেকে হিন্দি ছবির হলের সংখ্যা, শো-এর সংখ্যা বেশি হয় আর বাজিও তারাই মেরে বেরিয়ে যায়। এবার হিসেব উলটো হল। দুর্গা পুজোয় 'টেক্কা', 'বহুরূপী' আর 'শাস্ত্রী ' মুক্তি পায়। এর মধ্যে 'টেক্কা' আর 'বহুরূপী' থ্রিলার, 'শাস্ত্রী'- পারিবারিক-সামাজিক ঘরানার। 'টেক্কা' ২.৭৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছে। 'বহুরূপী'ও পাল্লা দিয়ে ছুটছে। আঙ্গিক আলাদা হলেও 'শাস্ত্রী' তার নিজস্ব দর্শকদের নিয়ে নিজের গতিতে এবং নিজের শক্তিতে লড়ছে।

গত ১১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে আলিয়া ভাটের 'জিগরা' আর রাজকুমার রাও-তৃপ্তি দিমরি-র 'ভিকি বিদ্যা কা উয়ো ওয়ালা ' ভিডিও। শেষোক্তটি তত না হলেও আলিয়ার নামে মিডিয়া এবং ট্রেড অ্যানালিস্টরা বেশ ভয় ধরাচ্ছিলেন, 'ওই আলিয়া আসছেন, আর রক্ষা নেই'। তিনি আসা মানে বাংলা ছবির বর্তমান শো-র সংখ্যা কমবে, হলের সংখ্যাও। কমেওছে। তবে লাভ কিছুই হয়নি। আলিয়ার কেরিয়ারের বক্স অফিসে সবথেকে খারাপ পারফরমেন্স এই জিগরা-র। 'ভিকি বিদ্যা'...-র অবস্থাও তথৈবচ। ফলে সিংহনাদে গর্জন শোনা যাচ্ছে এই তিন বাংলা ছবিরই। টেক্কা-র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় খুব খুশি। তিনি বলেছেন, 'টেক্কা সিঙ্গল লোকেশনের ছবি। তাই ডিজিটাল আর স্যাটেলাইট রাইট থেকে আয় হয়েছে এক কোটি করে দু কোটি টাকা। আবার বক্স অফিসে তিন দিনে দেড় কোটি টাকা ব্যবসা করেছে। ফলে টেক্কা ব্লক বাস্টার।' তিনি 'বহুরূপী'-র সাফল্যের জন্যও খুশি। বলেছেন, 'ওঁরা ওঁদের প্রাপ্য পেয়েছেন।' রবিবার বিকেলে 'টেক্কা'-র ৭০টি শো হাউজফুল হয়েছিল, পরে তা ১০০ ছাড়িয়ে যাবে বলেই মনে হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সোমবারই আসল পরীক্ষা, কারণ ছুটির পর মানুষ এবার কাজে ফিরবে। তখন কেমন ব্যবসা করে, সেটাই দেখার।

'বহুরূপী'-র আগাম টিকিট বিক্রির হিসেবই দারুণ, প্রায় ১০,০০০-এর মতো টিকিট বিক্রি হয়েছিল। পুজোয় সবথেকে বড়ো ওপেনিং হয়েছে ছবির। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি বিবৃতি দিয়ে জানায়, মহাসপ্তমীতে তিনটি বাংলা ছবিই দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছে। এর মধ্যে শীর্ষে আছে 'বহুরূপী'। পরেই আছে 'টেক্কা'। 'শাস্ত্রী'-র বক্স অফিসের চেহারাটাও ভালো। মহাসপ্তমীতে ১৩২টি শো প্রায় হাউজফুল, ৬টি শো হাউজফুল হয়েছে। ইম্পা জানিয়েছে বহুরূপী এখনও পর্যন্ত ২.১ কোটি আয় করেছে।

দুই থ্রিলারের থেকে একেবারে অন্যরকম গল্প আর অভিনয় নিয়ে 'শাস্ত্রী' বক্স অফিসের বাজারের নিরিখে পিছিয়ে থাকলেও ছবির নিজস্ব দর্শকদের ভাল লাগার নিরিখে ছবি লড়াইয়ের মধ্যেই আছে। ইম্পা-র বিবৃতি অনুযায়ী 'শাস্ত্রী' ২৫ লাখ ব্যবসা করেছে। তবে এই ছবি নিয়ে 'অন্যরকম চর্চা' ও চলছে। মুক্তির সময়েই একটু বেসুর বেজেছিল কারণ এই ছবি নন্দনে শো পায়নি। ছবির প্রধান চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তী। ফলে আবারও বিজেপি-তৃণমূলের আকচাআকচির রং চড়তে শুরু করেছিল । পরে দেখা গেল, 'বহুরূপী' এবং 'টেক্কা'-র তুলনায় একেবারেই আলাদা স্বাদের গল্প , নতুন প্রোডাকশন আর কম পরিচিত ও কম সফল পরিচালকের ছবি 'শাস্ত্রী' গোড়া থেকেই কম হল পেয়েছে। চেনা মিডিয়ায় এ কথা আসছে না। এছাড়া দেব এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায়ের জনসংযোগ, মিডিয়া সামলানো সবই তাঁদের স্বপক্ষে রায় দিচ্ছে যদিও নিঃসন্দেহে 'বহুরূপী'-তে শিবপ্রসাদের অভিনয় অনবদ্য হয়েছে, 'টেক্কা'-তেও দেব, স্বস্তিকা, রুক্মিনী মৈত্রও নতুন অবতার-এ মজিয়েছেন দর্শকদের। তবে শুরু থেকেই পিছিয়ে লড়াই শুরু করা 'শাস্ত্রী' সাফল্যের চেনা পথে হাঁটছে না। এই ছবির দর্শকদের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট।

এবার আসা যাক হিন্দি ছবির কথায়। 'জিগরা' রবিবার আয় করেছে ১৭ কোটির মতো, 'ভিকি বিদ্যা...' করেছে ১৮ কোটির মতো। বাজেটের ধারেকাছেও নেই এই উপার্জন। তার ওপর বক্স অফিসের হিসেব নিয়ে মিথ্যা বলেছেন আলিয়া, তিনি নিজে টিকিট কিনে বলছেন ছবি হিট—এইসব অভিযোগ তুলেছেন অভিনেত্রী দিব্যা খোসলা। ছবির প্রযোজক আলিয়া ও করণ জোহর। করণ বলেছেন, 'মুর্খদের কথার উত্তর না দেওয়াই ভালো।' উত্তরে দিব্যা বলেছেন, 'মুর্খরা সব সময় সত্যি কথা বললে রেগে যায়। যেটা অর্জন করে নিতে হয়, তা চুরি করলে আপনাকে নীরবতার আশ্রয় নিতেই হয়। ...' এতদিন আলিয়া হিট ছবি করেছেন, ভালো ব্যানার, ভালো পরিচালক, ভালো চিত্রনাট্য, ফলে তাঁর কৃতিত্ব ঠিক কতটা একটি ছবিকে হিট করাতে, তার বিচার হয়নি। এবার হল। 'জিগরা'-র স্ক্রিপ্ট ভালো হয়নি। পরিচালক ভাসন বালা মুক্তির আগেই বলেছিলেন, চিত্রনাট্যে ঘষামাজার কাজ বাকি ছিল, তার আগেই করণ জোহর স্ক্রিপ্ট আলিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন আর তিনিও ছবি করবেন বলে জানিয়ে দেন। করণের নেপোটিজমেরই এ আর এক দিক বলে বিবেচিত হয়েছে। আলিয়াই বৈতরণী পার করে দেবেন বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু নড়বড়ে চিত্রনাট্যকে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানোর ক্ষমতা কি তাঁর আদৌ আছে? অন্যদিকে ভিকি বিদ্যা... সোমবারের অ্যাসিড টেস্ট পাশ করতে পারে কি না, সেদিকে দেখছেন ব্যবসা বিশেষজ্ঞরা।

এই পরিস্থিতে সিনেমার ব্যবসার ব্যাটন বাংলা ছবির হাতে। সৃজিতের ছবি পুজোয় বক্স অফিস হিট হয়। গত বছর 'দশম অবতার' দিয়েছেন। গত বছর শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটি দিয়েছিল 'রক্তবীজ'-এর মতো হিট ছবি। আবারওরা তাঁদের ট্র্যাডিশন বজায় রাখলেন। চলতি বছর শাস্ত্রী হয়ে মিঠুন চক্রবর্তীও এসেছেন। আরজি কর কাণ্ডে দর্শক হলে যাবেন না---এমন কথা বলা হলেও 'টেক্কা' , 'বহুরূপী' আর 'শাস্ত্রী' মানুষকে হলে নিয়ে গিয়েছে। তাহলে –এ উৎসবে হিন্দি হারল বাংলার কাছে।

অক্ষয়ের ধূমপান বিরোধী বিজ্ঞাপন বন্ধ

সিনেমাহলে সিনেমা শুরুর আগে অক্ষয় কুমার অত্যন্ত সাধারণ চেহারার 'নন্দু' সেজে সিগারেট না খাওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান করতেন-- সেই জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্য সেন্সর বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিজ্ঞাপন আর দেখা যাবে না। বোর্ডের তরফে এর কারণ হিসেবে কিছু জানানো হয়নি। ২০১৮ সালে স্বাধীনতা দিবসের সময় এই বিজ্ঞাপন তৈরি হয়। সে সময় তিনি গোল্ড ছবিটি করছিলেন। এছাড়া তাঁর প্যাডম্যান ছবির প্রচারেও এই বিজ্ঞাপন খুব সাহায্য করে। গত ৬ বছর দর্শক এই বিজ্ঞাপন হলে দেখেছে এবং উপভোগ করেছে। এক মাল্টিপ্লেক্সের মালিক বলেছেন, ' ধূমপান-বিরোধী বিজ্ঞাপনের মধ্যে এটা আমার খুব প্রিয়। দর্শকেরও খুব পছন্দ ছিল। তারা এর সংলাপগুলোও মনে রেখেছে। আমি এবং আমার মতো অনেকেই এই বিজ্ঞাপন মিস করবে, এ কথা বলতে পারি।'

অ্যানিমাল পার্ক থেকে সরছেন রণবীর

স্ত্রী আলিয়া ভাটের ছবি জিগরা-র বক্স অফিসের মুখ থুবড়ে পড়া নিয়ে জল্পনা, চর্চা তুঙ্গে। ছবির বক্স অফিসের ভুয়ো হিসেব দিয়েছেন বলে প্রযোজক ভূষণ কুমারের স্ত্রী অভিনেত্রী দিব্যা খোসলা বলেছেন ' হল ফাঁকা...আলিয়া ভাটের জিগরা আছে ... নিজেই টিকিট কিনে ফেক কালেকশন ঘোষণা করেছেন। ...বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া চুপ কেন? ...' এই নিয়ে ছবির প্রযোজক করণ জোহর দিব্যাকে নিয়ে মন্তব্য করেন। আলিয়া ছবির সহ প্রযোজক, তিনি এই নিয়ে মুখ খোলেননি। তবে রণবীর দিব্যা-করণের এই চাপান উতোরে বেশ বিরক্ত। স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে রণবীর কাপুর ভূষণের ছবি অ্যানিম্যাল পার্ক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর, তবে এতে অভিনেতার পক্ষ থেকে শিলমোহর দেওয়া হয়নি।

রণবীরের ধুম ৪-এর লুক

ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে রণবীর কাপুরের নতুন লুক। সেলেব্রিটি হেয়ার স্টাইলিস্ট আলিম হাকিম একটি ছবি শেয়ার করেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়, তাতে রণবীরের চুলের স্টাইল একেবারেই অন্যরকম। স্লিক হেয়ারকাট, কালো শার্ট, বাঁ কানে সাদা পাথর সঙ্গে চোখের কালো চশমা তাঁর লুক-কে আরও ধারাল করেছে। আলিম তার ক্যাপশন করেছেন, হটনেস অ্যালার্ট। নেটমহল ছবি দেখে রণবীরকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে জল্পনা শুরু করেছেন এটা ধুম ৪-এর লুক নয় তো? অনেকেই ভাবছেন এটা অ্যানিম্যাল পার্ক-এর প্রস্তুতিও হতে পারে। উল্লেখ্য, ধুম ফ্র্যাঞ্চাইজিতে রণবীর অংশ নিতে চেয়েছেন অনেক দিন ধরেই। এই প্র্যাঞ্চাইজির স্রষ্টা প্রযোজক আদিত্য চোপড়া তাঁর স্বপ্নের এই প্রজেক্টের এই পর্বে রণবীরকে চাইছেন। রণবীরের সঙ্গে আদিত্য এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চালাচ্ছেন। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, গল্পের প্রাথমিক অংশ শুনেই রণবীর ছবিতে অংশ নিতে চেয়েছিলেন, এখন দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি ছবিতে থাকা নিশ্চিত করেছেন। আদিত্যও মনে করছেন, ধুম-এর লিগ্যাসি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রণবীরই আদর্শ। তবে আগের পর্বের কোনও অভিনেতা এই পর্বে থাকবেন না। উল্লেখ্য, অভিষেক বচ্চন আর উদয় চোপড়া আগের পর্বগুলিতে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, এই পর্বে তাঁরা থাকবেন না।

গজনি ২ আসছে

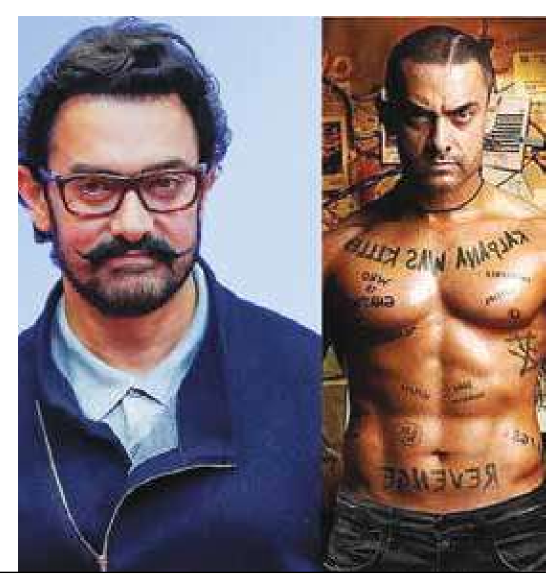

লাল সিং চাড্ডা-র ব্যর্থতাকে ভুলতে ও ভোলাতে আমির খান নাকি ২০০৮ সালের হিট ছবি প্রথম ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা করা ছবি গজনি-র সিক্যুয়েল গজনি ২ –এর কথা ভাবছেন। প্রযোজক অল্লু অরবিন্দ এবং তাঁর টিমের সঙ্গে এই বিষয়ে তিনি আলোচনাও চালাচ্ছেন বলে খবর। এর সঙ্গে গল্পও চূড়ান্ত করবেন তিনি বলে জানা গিয়েছে। যদি এই ছবি হয়, তাহলে প্রথম ১০০ কোটি ব্যবসা করা কোনও ছবির সিক্যুয়েল হবে এবং মনে করা হচ্ছে, এটিও হিট হবে। হলিউডের বিখ্যাত ছবি মেমেন্টো-র আদলে আবেগ, অ্যাকশন, যন্ত্রণা মিশিয়ে ভারতীয়করণ করে আমির গজনি বানিয়েছিলেন এবং ছবির অ্যাকশন দৃশ্যগুলি দর্শক দারুণভাবে গ্রহণ করেছিল। এখন আমির ব্যস্ত সিতারে জমিন পর ছবিটি নিয়ে। উল্লেখ্য, চলতি বছরে, তাঁর প্রযোজিত ছবি লাপাতা লেডিস ভারত থেকে অস্কারে অফিশিয়াল এন্ট্রি পেয়েছে।

প্রয়াত অভিনেতা

মরাঠি ও হিন্দি ছবির অভিনেতা অতুল পরচুরের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। অনেক দিন ধরেই তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। তিনি মূলত কমেডি অভিনেতাই ছিলেন, তবে অন্য ধরনের চরিত্রেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে যায় দ্য কপিল শর্মা শো-এর জন্য। কিছুদিন আগে ইউ টিউবকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, তাঁর লিভারে ৫ সেন্টিমিটার টিউমার পাওয়া গিয়েছে এবং ডাক্তাররা একে ক্যানসার বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অসুস্থ ছিলেন বলে কাজে ফিরতে পারছিলেন না, তাই নিয়েও অভিনেতা চিন্তিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে তিনি এখন অমৃতলোকে।

জিগরা'র বিরুদ্ধে মণিপুরি অভিনেতার ক্ষোভ

আলিয়া ভাট-এর সাম্প্রতিক ছবি জিগরা-র বক্স অফিস রিপোর্ট ভালো নয়। এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে নানা বিতর্ক। ছবির বক্স অফিস রিপোর্ট নাকি ভুয়ো, ছবি আদৌ চলছে না—বলছেন দিব্যা খোসলা। এবার এতে আরও বিতর্ক বাড়ালেন মণিপুরী অভিনেতা বিজৌ থাংজাম। ইনি মেরি কম-এ অভিনয় করেন। তিনি বলছেন ' জিগরা-র জন্য আমাকে নির্বাচন করা হয়। পরে ৪ মাসে দুবার অডিশন দিয়েছি। এই ৪ মাস আমার ডেট আটকে রাখা হয়। পরে কিছু না জানিয়েই আমাকে ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এত বড় একটি প্রযোজনা সংস্থার কাছ থেকে অপেশাদার মনোভাব একেবারেই প্রত্যাশিত নয়।' এই মন্তব্যের পরই তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় হেনস্থা করা শুরু হয়, তাঁর মতে এটি মূলত এসেছে আলিয়ার অনুরাগীদের কাছ থেকেই। এর প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন, '...আমি বৈষম্যের কথা বলি আর আমাকেই বর্ণবৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে...উত্তর-পূর্বের মানুষের সঙ্গে এই ব্যবহার নতুন কিছু নয়...একজন শিল্পী ও অভিনেতা হিসেবে সহকর্মীদের সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই... কোনও ব্যক্তি নয়, আমি ত্রুটিপূর্ণ সিস্টেমের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলাম...যারা ধর্মের নামে মানুষকে ছোটো করেন, তাদের প্রতি অনুরোধ, নিজেকে ছোটো করবেন না এইরকম মন্তব্য করে...আমরা সকলেই ভারতীয়... জয় হিন্দ।'

দিলজিৎ-পিটবুলের গানে কার্তিকের নাচ

ভুল ভুলাইয়া ৩-এর টাইটেল ট্র্যাকের টিজার বেরোল। এ গানে পাঞ্জাবি গানের বাদশা দিলজিৎ দোসাঞ্জ আর পিটবুল হাত মিলিয়েছেন। গায়ক হিসেবে এসেছেন নীরজ শ্রীধর। এর সঙ্গে জুড়েছে কার্তিক আরিয়ানের নাচ। সিঁড়িতে কালো স্যুট পরে তাঁর মুনওয়াক আগের পর্বের ভুল ভুলাইয়া-র স্মৃতি উসকে দিয়েছে।

লক্ষ্মীলাভে

লক্ষ্মীব্যয়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : জমজমাট লক্ষ্মীপুজোর বাজার। মঙ্গলবারই সবজি থেকে প্রতিমার দোকানে ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়েছে। এদিন সকাল থেকে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে বিভিন্ন আকারের লক্ষ্মী প্রতিমা নিয়ে বসে যান মৃৎশিল্পীরা। তিথি অনুযায়ী, এবার বুধ এবং বৃহস্পতিবার- দু'দিনই পুজো করা যাবে। তাই মঙ্গলবার থেকে কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছেন গৃহস্থরা।

সাধারণত লক্ষ্মীপুজোর আগে বাজারে সবজি থেকে ফল, সবকিছুরই দাম চড়তে দেখা যায়। পুজো আয়োজনের সময় মূল্যবৃদ্ধির কথা ভেবে কপালে ভাঁজ পড়ে মধ্যবিত্তদের। তবে সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি, লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে এইবছর মূল্য সেভাবে বাড়ানো হয়নি। এখন যা দাম রয়েছে, গতসপ্তাহে সেটাই ছিল।

এদিন বিধান মার্কেটে সবজি বাজারে লংকার প্রতি কেজি দাম ১৩০-১৪০ টাকা। বাঁধাকপি প্রতি কেজি বিকিয়েছে ৫০-৬০ টাকায়, ফুলকপি ৮০-৮৫ টাকা, শসা ৬০-৭০ টাকা, টমেটো ৮০-৯০ টাকা, গাজর ৮০-৮৫ টাকা, মুলো ৮০-৮৫ টাকা। মিষ্টিকুমড়ো প্রতি কেজি ৪০-৪৫ টাকায় বিক্রি হয়। বেগুন বিকিয়েছে ৩৫-৪০ টাকা প্রতি কেজি দরে, পটল ৬৫-৮০ টাকা, কাকরোল ১১০-১২০ টাকায়। একেকটি লাউ বিক্রি হয়েছে ৩০-৩৫ টাকায়। বর্ধমান আলু প্রতি কেজি দাম ছিল ৩৫ টাকা এবং ভুটান আলু ৫০-৬০ টাকা।

ফলের দামেও ক্রেতাদের হাতে ছ্যাঁকা লাগবে না বলে দাবি বিক্রেতাদের। এদিন প্রতিটি নারকেলের দাম ছিল ৪০ টাকা। বেদানা প্রতি কেজি ২৬০ টাকা, আপেল প্রতি কেজি ১২০-১৪০ টাকা, পেয়ারা ১০০-১১০ টাকা, মুসাম্বি ৭০-৭৫ টাকা, কমলা ১০০-১১০ টাকা, তরমুজ প্রতি কেজি ৪০ টাকায় বিক্রি হয়। জলসিঙ্গারার দাম নিয়েছে ১২০-১৪০ টাকা কেজি।

বিধান মার্কেট সবজি বাজারের এক ব্যবসায়ী হিরণ দাসের কথায়, 'লক্ষ্মীপুজোর বাজার নিয়ে মধ্যবিত্তের চিন্তার কোনও কারণ নেই।' মঙ্গলবার এই দামে বেচাকেনা হলেও বুধে কি দর এক থাকবে, এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে গেটবাজারের বাবাই পোদ্দার নামে আরেক বিক্রেতার আশ্বাস, 'পুজোর জন্য দাম বাড়ানো হয়নি।' বিধান মার্কেটে সবজি কিনতে এসেছিলেন কলেজপাড়ার বাসিন্দা শিল্পা সেন। বললেন, 'একসপ্তাহ আগেও এই দামে কিনেছিলাম।'

সবজি বা ফলের দাম লাগামছাড়া না হলেও প্রতিমার দাম কিন্তু এদিন রাতেই অনেকটা বেড়ে যায়। ছোট আকারের দাম শুরু হচ্ছে দেড়শো টাকা থেকে। এই দর যে বুধে আরও বাড়বে, তেমন আশঙ্কা করছেন ক্রেতারা। 'গতবছরও একশো টাকা দিয়ে ছোট প্রতিমা কিনেছিলাম, এবার সেটা দেড়শো টাকা চাইছে', অভিজ্ঞতা মিলনপল্লির বাসিন্দা প্রিয়া নাথের। তবে মৃৎশিল্পীদের দাবি, মাটির দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রতিমার দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সন্ধ্যার বৃষ্টি থেকে প্রতিমা বাঁচাতে তৎপরতা। (ডানে) লক্ষ্মীপুজোর সামগ্রী কিনতে ভিড়। জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তা ও বিধান মার্কেটে। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস ও সূত্রধর

এটা আমার মনে ধরেছে... লক্ষ্মী প্রতিমা বাছাই মা-মেয়ের। বিধান মার্কেটে মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

দুয়ারে মিলবে পুজোর থালি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : এখন আর সুক্তো, মোচার ঘণ্ট পাতে পড়ে না, এই আক্ষেপ অনেকের রয়েছে। এর মূলেই রয়েছে স্ত্রী-বৌমার সময়ের অভাব। কারও কারও বাড়িতে অনলাইনে এমন খাবার প্যাকেটজাত হয়ে পৌঁছে গেলেও, পছন্দের স্বাদের অভাবে আক্ষেপ দূর হয় না। এবার এমন আক্ষেপ বা মন খারাপ দেখা দিতে পারে লক্ষ্মীপুজোর ভোগ নিয়ে। মহিলাদের সময় বাঁচাতে এবার খিচুড়ি থেকে নারকেলের নাড়ু, অনলাইন পরিবেশন শুরু হচ্ছে শিলিগুড়িতেও, যার পোশাকি নাম ক্লাউড কিচেন।

একটা সময় বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ থাকলেও বাড়ির মহিলাদের সময়ের অভাব ছিল না। মা-মাসিমারা অনায়াসেই সমস্ত কিছু সামাল দিয়ে একান্নবর্তী পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারতেন। এখন 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'তে সেই সময় নেই। তাই কোনও পার্বণ এলেই চিন্তায় পড়ে যান বাড়ির বৌরা। সন্তান সামলাবেন না রান্নাঘর, বুঝে উঠতে পারেন না। তার ওপর লক্ষ্মীর ভোগের রান্না করা অনেকটা ঝক্কির হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে। এই ঝক্কি সামাল দিতে এবার সমস্ত দায়িত্ব যেন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন শক্তিগড়ের বৈশাখী ঘোষ। ব্যবসায়িক স্বার্থে তিনি তৈরি করছেন ভোগ। খিচুড়ি, লাবড়া, লুচি, মুড়ির মোয়া, নারকেলের নাড়ু, চিট, ভোগের প্রসাদে থাকবে অনেক কিছুই।

অতীতে নিরামিষ ও আমিষ, রকমারি খাবারের জন্য ক্লাউড কিচেন দেখা গেলেও শুধুমাত্র ভোগের জন্য এরকম ক্লাউড কিচেন দেখা যায়নি। বৈশাখী বলছেন, 'অনেকেই ব্যস্ততা ও বার্ধক্যের জন্য ইচ্ছে থাকলেও ভোগ রান্না করতে পারেন না। তাঁদের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া।' ইতিমধ্যে তাঁর কাছে একশোর কাছাকাছি অর্ডার চলে এসেছে বলে তাঁর দাবি।

বৈশাখীর এমন উদ্যোগে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে বলে অনেকেরই বক্তব্য। প্রধাননগরের বাসিন্দা নমিতা সরকার বলছেন, 'স্বামী প্রয়াত হওয়ার পর থেকে বাড়িতে একা। আগে নিজের হাতে পুজোর আয়োজন করতাম। কিন্তু এখন বয়সের জন্য সে কাজ করতে পারি না। তাই ভোগের আয়োজন যদি এক অর্ডারে বাড়িতে বসে পেয়ে যাই, তার থেকে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না।' বৈশাখীর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, দুই রকমের ভোগের প্রসাদের দুই রকমের ব্যবস্থা রয়েছে। ছোটর ক্ষেত্রে ৪৯৯ টাকা এবং বড় নিতে হলে খরচ পড়বে ৯৯৯ টাকা।

হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সীমা সেনগুপ্ত ব্যাংকে কর্মরত। তিনি বলছেন, 'বাড়িতে পুজোর সব আয়োজনের ইচ্ছে থাকলেও তাঁর উপায় নেই। আর নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগই জানে না কীভাবে নাড়ু, মোয়া, মুড়কি বানাতে হয়। তাই রেডিমেড জিনিসই আমার পুজোর ভরসা।'

একটা সময় পুজোর দিন খড়িমাটি দিয়ে বাড়ির বৌরা আলপনা দিতেন। অনেককাল আগেই সে জায়গা দখল করেছে প্লাস্টিক-স্টিকার। এবার রেডিমেড মিলছে ভোগও। 'উপোসটা কবে রেডিমেড পাওয়া যাবে?' একটু যেন টিপ্পনী কেটেই কথাগুলি বললেন দেশবন্ধুপাড়ার এক গৃহকর্তা।

মুশকিল আসান

- 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'তে সময় এবং লোকবলের অভাব
- পার্বণ এলেই চিন্তায় পড়ে যান বাড়ির বৌরা
- সন্তান আর সংসারের অন্য কাজ সামলাতে নাজেহাল
- তাঁদের দায়িত্ব যেন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন শক্তিগড়ের বৈশাখী
- ব্যবসায়িক স্বার্থে তিনি তৈরি করছেন ভোগ
- দুই রকমের ব্যবস্থা রয়েছে, ছোটর ক্ষেত্রে ৪৯৯ এবং বড়র খরচ ৯৯৯ টাকা

দোকানে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : সোমবার রাতে মাটিগাড়ার এক শপিং মলের একটি ফাস্ট ফুড চেইন শপ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, সেদিন গভীর রাতে চুরি হয়। মঙ্গলবার সকালে ফাস্ট ফুড প্রস্তুতকারী সংস্থার কর্মীরা দোকান খুলতেই বিষয়টি টের পান। তারপর পুলিশে খবর দেন।

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে ওই সংস্থার টি-শার্ট পরা একজনকে দোকানের শাটার খুলে ভেতরে ঢুকতে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সংস্থার লোগো লাগানো টি-শার্ট এবং শাটারের চাবি চোরের কাছে থাকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, পুজোর কয়েকদিন ব্যাংক বন্ধ থাকায় বিক্রির পুরো টাকা দোকানেই রাখা ছিল।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। মঙ্গলবারের ঘটনা। মৃতের নাম কৃষ্ণ রায় (৩৬)। তাঁর পরিজনদের অভিযোগ, মৃত্যুর পরও চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে এদিন সন্ধ্যায় পরিবার ও প্রতিবেশীরা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখান। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দুঃখপ্রকাশ

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'কার্নিভালেও আরজি কর' শীর্ষক খবরে ক্লাবের নাম জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের বদলে শিলিগুড়ি জাতীয় যুব সংঘ পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

কোর্ট মোড়ে নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ সভা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়।

সিবিআইয়ের প্রতি অনাস্থা নাগরিক সমাজের

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ে 'সিটিজেনস ফর জাস্টিস' নামের একটি সংগঠনের তরফে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে একটি সভা হয়। সভা থেকে বলা হয়েছে, কলকাতা পুলিশের তদন্তেই সিলমোহর দিচ্ছে সিবিআই। এতেই হতাশ প্রতিবাদকারীরা।

গত ১৪ অগাস্ট শিলিগুড়িতে 'রাত দখল'-এর ডাক দিয়েছিল 'নাইট ইজ আওয়ার্স' সংগঠন। সেই সংগঠনের সম্পাদক অভিজিৎ সান্যাল এদিন উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেছেন, 'তিলোত্তমা কাণ্ডে প্রথম থেকে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে কলকাতা পুলিশ।' তাঁর প্রশ্ন, 'এই ধরনের নৃশংস ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড একজনের পক্ষে ঘটানো আদৌ সম্ভব?'

তিনি আরও বলেন, 'পুলিশ যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতেই সিলমোহর দিচ্ছে সিবিআই। এর আগে ২০টি বড় ধরনের ঘটনার কোনও সুরাহা করতে পারেনি ওই কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সেই কারণে রাজ্য পুলিশ এবং সিবিআইয়ের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে নাগরিক আন্দোলন জারি থাকবে।'

এদিন অনেকেই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত বাস্তুকার প্রণব সরকার, শিক্ষক শিখা নন্দী, স্বাস্থ্যকর্মী রূপা প্রসাদ, গৃহশিক্ষক সঞ্জয় দাস, পড়ুয়া লিপিকা বর্মন, সংঘমিত্রা রায় প্রমুখ। সভায় আবৃত্তি, গান পরিবেশন করেন অনেকে। পাশাপাশি অনেকেই থ্রেট কালচার, সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

সিটি সেন্টারের সব পাবের ফুটেজ তলব

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : শিলিগুড়ির সিটি সেন্টারের পাবের বিরুদ্ধে পুলিশের নাম নিয়ে বাড়তি সময় খোলা রাখার অভিযোগ উঠতেই প্রতিটি পাবের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চাইল পুলিশ। কমিশনারেট সূত্রে খবর, সিটি সেন্টারের পাবগুলির একাংশ ভোররাত পর্যন্ত খোলা থাকছিল। সেই অভিযোগ পেয়ে একজনকে আটক করা হয়। সতর্ক করার পরেও পুজোর মরশুমে ভোর পর্যন্ত পাব চালানোয় এবার ফুটেজ দেখতে চেয়েছে পুলিশ। যাদের বিরুদ্ধে বাড়তি সময় খোলা রাখার প্রমাণ মিলবে, তাদের লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল হতে পারে।

কমিশনারেট সূত্রে খবর, সিটি সেন্টারের দুটি পাব সব থেকে বেশি আইনবিরুদ্ধ কাজ করছে। দুটিই পুলিশের নাম নিয়ে ভোররাত পর্যন্ত খোলা রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। এর আগেও সেগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। লাইসেন্স বাতিলের জন্য মাটিগাড়া থানা প্রক্রিয়া শুরু করে। পরবর্তীতে অবশ্য সেটা ধামাচাপা পড়ে যায়। এব্যাপারে শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'আমাদের কাছে অভিযোগ আসার পর নজরদারি শুরু করেছি। যারা নির্ধারিত সময়ের বাইরে বাড়তি সময় চালিয়েছে বা চালাবে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। থানা সহ সব ইউনিটকে সতর্ক করা হয়েছে।'

সিটি সেন্টারের পাবগুলির একাংশের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিযোগ উঠছে। এই যেমন, উৎসবের মরশুমে কেউ বাড়তি এক বা দুই ঘণ্টার অনুমতি নিলেও রাতভর খোলা রাখছে। সাধারণ সময় অর্থাৎ রাত ১২টা পর্যন্ত চালানোর অনুমতি থাকলেও উৎসবে রাত ২টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ অনুমতি পাওয়া যায়। অভিযোগ, পাবগুলি খোলা থাকছে ভোর চারটে-পাঁচটা পর্যন্ত।

তারপর মদ্যপ অবস্থায় পাব থেকে বেরিয়ে অনেকেই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ছেন ঝামেলায়। অভিযোগ, পুলিশ নজরদারি চালালেও আবগারি থেকে কোনওরকম নজর দেওয়া হয় না এক্ষেত্রে। যে কারণে এতটা বাড়বাড়ন্ত। পাশাপাশি পাবের একাংশ কর্মীর সঙ্গে পুলিশের একটা অংশের সখ্য তৈরি হওয়ায় পুলিশের নাম ভাঙিয়ে রাতভর চলছে কর্মকাণ্ড।

এর আগে পাবগুলিতে ব্রাউন সুগারের কারবারের হদিস পেয়েছিল পুলিশ। তারপরেও কেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দ বর্মনের কথায়, 'আমরা প্রায়ই সিটি সেন্টারের পাবগুলি নিয়ে অভিযোগ জানাই। কিন্তু কোনও কাজ হয় না। আমি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেব। তারপরেও পদক্ষেপ করা না হলে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব।'

প্রতীকী ছবি। -এআই

নিয়ম ভাঙছে

- সিটি সেন্টারের দুটি পাব সব থেকে বেশি আইনবিরুদ্ধ কাজ করছে
- এর আগেও সেগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল
- মাটিগাড়া থানা লাইসেন্স বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করে
- পরবর্তীতে অবশ্য সেটা ধামাচাপা পড়ে যায়
- বাড়তি সময় খোলা রাখার প্রমাণ মিললে কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত

কাওয়াখালিতে শুরু ২১ অক্টোবর

বাজি বাজারের সময়সীমা কমল

শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের কারণে এবছর কাওয়াখালিতে বাজি বাজারের সময়সীমায় কাটছাট করা হয়েছে। গত বছর ১৬ দিন ধরে বাজি বাজার চলেছিল। এবার সেটা চলবে ১৩ দিন। ২১ তারিখ থেকে কাওয়াখালির মাঠে বাজি বাজার বসবে। থাকবে ১ নভেম্বর পর্যন্ত। মোট ৫০টি স্টল থাকবে বলে জানা গিয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া, শিবমন্দির, বাগডোগরা ও নকশালবাড়িতে এক সপ্তাহ ধরে বাজি বাজারে কেনাবেচা হবে। তবে কাওয়াখালিতেই থাকছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্টল।

চলতি মাসের ২০ তারিখ কাওয়াখালির মাঠে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বেনারস থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের শিল্যানাস করবেন। সেজন্য কাওয়াখালির মাঠে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এব্যাপারে আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির দার্জিলিং জেলার সভাপতি সুদীপ্ত ভৌমিক বলছেন, 'যেহেতু কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, সেই কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পর আমাদের মেলা শুরু হবে। তবে তাতে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। সমস্ত সবুজ আতশবাজি বাইরে থেকে আসছে। আতশবাজিতে নতুনত্ব থাকছে।'

শিলিগুড়িতে আতশবাজির বড় বাজার রয়েছে। সেই কারণে আগে থেকে ব্যবসায়ীরা সেসব মজুত করতে শুরু করে দিয়েছেন। এখান থেকে অন্য জেলাগুলিতেও আতশবাজি নিয়ে যাওয়া হয়। ব্লকের বাজি বাজারে ৫ থেকে ১৫টি করে স্টল থাকবে বলে জানা গিয়েছে। তামিলনাড়ুর শিবকাশি থেকেই সিংহভাগ সবুজ আতশবাজি নিয়ে আসা হয়। অল্প কিছু সংখ্যক নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতা থেকে। জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে আবেদনের ভিত্তিতে এবছর ব্যবসায়ীদের স্টল দেওয়া হয়েছে। সবুজ বাজি ছাড়া অন্য কোনও ধরনের বাজি মজুত কিংবা বিক্রি করা যাবে না, সেই কথা প্রশাসনের তরফে ওয়েবসাইটে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে সুদীপ্ত জানিয়েছেন, বাজি বাজারের বাইরে কোথাও বাজি বিক্রি করা যাবে না। তেমন কিছু হলে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে বলে জানিয়েছে। মেলায় সমস্ত সবুজ আতশবাজি মজুত থাকবে।

> যেহেতু কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, সেই কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পর আমাদের মেলা শুরু হবে। তবে তাতে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। সমস্ত সবুজ আতশবাজি বাইরে থেকে আসছে। আতশবাজিতে নতুনত্ব থাকছে।
>
> **সুদীপ্ত ভৌমিক** *জেলা সভাপতি, দার্জিলিং, আতশবাজি উন্নয়ন সমিতি*

উপনির্বাচন সিতাই ও মাদারিহাটে

শুভঙ্কর সাহা ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

দিনহাটা ও বীরপাড়া, ১৫ অক্টোবর : আগামী ১৩ নভেম্বর সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে। ফল গণনা ২৩ নভেম্বর। এদিকে, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি দুই শিবির। তবে জেতা আসনে জয় ধরে রাখাই এবার চ্যালেঞ্জ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল সাংসদ তথা সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে অঞ্চলে অঞ্চলে কর্মীসভা হবে। আমরা নিশ্চিত এবার তৃণমূল প্রার্থী লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হবেন।' অন্যদিকে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, 'সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য বিজেপি প্রস্তুত। প্রার্থী হিসেবে বেশ কয়েকজনের নাম রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা যাঁকে প্রার্থী করবেন দল তাঁর হয়ে প্রচারে নামবে।' উপনির্বাচনের লড়াইতে বামেরাও বসে নেই। ইতিমধ্যে বামেরাও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অক্ষয় ঠাকুর বলেন, 'বামেরাও সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই দেবে।'

তৃণমূলের শক্তঘাঁটি বলে পরিচিত সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচনে বিরাট ব্যবধানে লিড ছিল শাসকদলের। বিরোধী শিবির এখানে দাঁত ফোটাতে পারেনি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছিল শাসকদল তৃণমূল। আর লোকসভা নির্বাচনের পর তো বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত মাতালহাট ও ভেটাগুড়ি-২'এর দখল নিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়াকে প্রার্থী করে তৃণমূল। অপ্রত্যাশিতভাবে জগদীশ বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে পরাজিত করে সাংসদ নির্বাচিত হন। আর এতেই সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র বিধায়কশূন্য হয়ে পড়ে। সেই কেন্দ্রেই আগামী ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে নোটিফিকেশন জারি হচ্ছে। আগামী ২৫ অক্টোবর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। আগামী ১৩ নভেম্বর ভোট। ভোটগণনা ২৩ নভেম্বর।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল মহালয়ার দিন দুয়েক আগে থেকেই। পুজোর মধ্যেই নাকি ঘোষণা করা হবে সেই 'তারিখ'। শেষপর্যন্ত পুজোর মধ্যে হল না ঠিকই, কিন্তু পুজো শেষ হতে না হতেই উপনির্বাচনের ঘণ্টা বেজে গেল মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে। এখন এই মাদারিহাট কেন্দ্র নিজেদের ঝুলিতে ভরতে তৃণমূলের ভরসা পাটিগণিত। এদিকে, বিজেপি ভরসা রাখছে সেই পুরোনো ফর্মুলায়।

উপনির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভা নিয়ে আশাবাদী ঘাসফুল ও পদ্ম দুই শিবিরই। ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যার নিরিখে মাদরিহাটে এগিয়ে বিজেপি। এবছর ব্যবধান কমলেও তৃণমূলের চেয়ে মাদারিহাটে ১১ হাজার ৬৩ ভোটে এগিয়ে রয়েছে সেই বিজেপিই। তাই এগিয়ে থাকার 'পুরোনো ফর্মুলা'তেই ভরসা করছে গেরুয়া শিবির। যেখানে ভিত্তি হিসেবে রয়েছে চা বলয়ের ভোট। এদিকে, মাদারিহাটে ক্রমেই এগোচ্ছে ঘাসফুল শিবিরও। পাটিগণিতের ওই সহজ অঙ্কে আশায় বুক বেঁধেছেন তৃণমূল নেতারা। মঙ্গলবার বিকেলে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হতেই সাজোসাজো রব দুই শিবিরে।

প্রবাসের পুজোতেও বাতাসে বিষাদের সুর

সন্দীপ দেবনাথ

দু'সপ্তাহ আগে আলিপুরদুয়ার থেকে বন্ধুবর বিনয় ফোনে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী রে তোদের ওখানে পুজো কবে? ইন্টারনেট আর ইউটিউবের দৌলতে আমেরিকার হাঁড়ির খবর এখন সবার হাতের মুঠোফোনে। সবাই এখন জানেন, বিদেশে তিথিক্ষণ মেনে দুর্গাপুজো করা যায় না। পুজো করতে সরকারের অনুমতি দরকার, হলভাড়া করতে হয় এবং আরও অনেক কিছু। তবে দেবীপক্ষের মধ্যে দুটো সপ্তাহান্তের মধ্যে করে ফেলতে হয় পুজো। আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সিয়াটেল শহর তার ব্যতিক্রম নয়।

এবারের আগমনী উৎসব শুরু হয়েছে পুজোর দু'সপ্তাহ আগে। এখানকার পুজোতে কলকাতার মতো থিম নেই ঠিকই, কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে না, তা কী করে হয়! শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে বাচ্চাদের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, হয়েছে বড়দের নাটকও। কিন্তু এই পুজোর মধ্যে বিষাদের সুর সবার মনে। তিলোত্তমার এখনও বিচার হয়নি। আমরা নিজেদের মতো করে প্রতিবাদ করেছি, ভারতীয় দূতাবাসে চিঠি পাঠিয়েছি। আমাদের চিন্তায় তিলোত্তমা জেগে আছে।

সিয়াটেলের সব থেকে বড় বাঙালি সংগঠন 'উত্তরণ'-এর অনুষ্ঠানে সেই তিলোত্তমার স্মৃতিতে মঞ্চস্থ হয়েছে নারীশক্তির জয়গানে 'আমি নারী, আমি মহীয়সী'- এক গল্প-কাব্য-নৃত্যনাটক। দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে রাখা হয়েছিল আরজি করের জন্য সহমর্মিতার বাতায়ন, স্মারক। উত্তরণের শারদপত্রের প্রচ্ছদে প্রতিবাদের ছবি আর ভাষা। উৎসবে ফিরেও সিয়াটেলের বাঙালিদের মনে বেজেছে বিষাদের সানাই।

সিয়াটেলের বাঙালি সংগঠন 'উত্তরণ'এর পুজো।

সিয়াটেলে সর্বজনীন পুজো প্রথম শুরু হয়েছিল ২০০৫-এ উত্তরণের হাত ধরে। গত কুড়ি বছরে সিয়াটেলে বাঙালির সংখ্যাও বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে অনেক পুজো। সিয়াটেলে এ বছর সর্বজনীন পুজো প্রায় দশটি। দুটো সপ্তাহান্তে ভাগাভাগি করে হচ্ছে পুজোগুলি। উত্তরণের পুজো সবথেকে পুরোনো। এছাড়া আছে ভিনদেশি, ঐকতান, মৈত্রী, বিএফএস বা ফ্যাব-এর পুজো। ফ্যাব এ বছর শুরু করেছে কুমারীপুজো। ঐকতানের আকর্ষণ ১০৮ জন বাঙালি নারীর সন্ধিপুজোর আরতি। ঐকতানের পুজো করছেন নারী পুরোহিত।

গতবছর সিয়াটেলে ভারতীয় দূতাবাস স্থাপিত হয়েছে। সিয়াটেলে ভারতীয় কনসুলেট জেনারেল প্রকাশ গুপ্ত উত্তরণ বা ফ্যাবের দুর্গাপুজোয় বিশেষ অতিথি। পুজো উদ্বোধনে এসে উনি বাঙালির সংস্কৃতিমনস্কতার কথা বললেন। অনুরোধ করলেন, বাঙালির সংস্কৃতি এত দূরেও যেন কখনও ফিকে না হয়ে যায়।

গত সপ্তাহে উত্তরণ বা ফ্যাব-এর পর এই সপ্তাহান্তে হচ্ছে ভিনদেশি, মৈত্রী ও ঐকতানের পুজো। শুক্রবার থেকে রবিবার। এই ক'দিন সিয়াটেলে বাঙালির হেঁশেলে হাঁড়ি চড়বে না। হইচই, আড্ডা, আর খাওয়াদাওয়া। অষ্টমীর মহাভোগে থাকছে চিরাচরিত খিচুড়ি আর লাবড়া, নবমী ও দশমীতে মাছ, পাঁঠার মাংসে পেটপুজো।

কলকাতা থেকে আসা এক প্রবীণ ভদ্রলোক জানালেন, প্রবাসে এমনভাবে বাঙালি উৎসবে মেতে উঠতে পারে, নিয়ম-আচারনিষ্ঠা মেনে এতবড় পুজো করতে পারে দেখে তিনি অভিভূত। গত রবিবার ছিল সবার মন খারাপ। বিদায় দিতে হল দুর্গা মাকে। দশমীর পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করার পরে এক ষোড়শীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী চাইলে মায়ের কাছে? জবাব দিল, 'আমাদের দিদি যেন ঠিকঠাক বিচার পায়।'

ভাবলাম, তাহলে আজও আশা আছে আগামী প্রজন্মের মধ্যে। মাগো, পরের পুজোয় যেন আর বিচার চাইতে না হয়।

(লেখকের বাড়ি দিনহাটায়। কর্মসূত্রে বহুদিন আমেরিকা প্রবাসী।)

দুর্ঘটনায় জখম ৭

কিশনগঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : সোমবার রাতে কিশনগঞ্জের দুটি ভিন্ন জায়গায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন সাতজন। দুই ঘটনারই আহতদের ওই রাতে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথম ঘটনাটি কোচাধামন থানা এলাকার কাজলামণি টার্নিং পয়েন্টে ঘটেছে। একটি দ্রুতগতির ট্রাক ও ই-রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনায় রিকশায় থাকা ছ'জন যাত্রী জখম হন।

অপর ঘটনাটি পোয়াখালি থানা এলাকায় এলআরপি চকের কাছে ঘটে। একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ট্রাকের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে আহত হন। মঙ্গলবার ভোররাতে টহলরত পুলিশের দল অচেতন অবস্থায় আহতকে উদ্ধার করে। তারপর তাঁকেও কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখনও পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হেঁশেলে হয়রানি

প্রথম পাতার পর

নিয়ম অনুযায়ী, সেই কোড দিলে তবেই ডেলিভারি সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু শিলিগুড়িতে একাধিক জায়গায় ওই কোড ছাড়াই একজনের জন্য বরাদ্দ সিলিন্ডার অন্যকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। হায়দারপাড়ার রবিকান্ত বর্মন বলছেন, 'হাকিমপাড়ার একটি ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে আমাদের গ্যাসের সংযোগ রয়েছে। দিন পনেরো আগে গ্যাস বুক করেছি। এখনও পাইনি। এর আগে একদিন মেসেজ পেলাম সিলিন্ডার পাব বলে। কিন্তু এল না। নিশ্চয়ই আমার জন্য বরাদ্দ সিলিন্ডার অন্যকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।'

কৌশিকের যুক্তি, 'কোনও গ্রাহক যদি ডিএসি না দেয়, তবে সিলিন্ডার সরবরাহ করা যাবে না। সিলিন্ডার বাইরে বিক্রি বন্ধে এমনটা করা হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ির রানিনগর ও মালদায় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের দুটি বটলিং প্ল্যান্ট রয়েছে। সূত্রের খবর, মালদার প্ল্যান্টটিতে কর্মী অসন্তোষের জেরে সেখানে বেশ কয়েক মাস ধরে কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। এদিকে, পুজোর আগে রানিনগরে সারারাত বটলিংয়ের কাজ চালিয়েও সরবরাহ স্বাভাবিক করা যায়নি বলে খবর। যেখানে প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার বটলিং হয়েছে। শুক্র ও শনিবার শুধু সেটি বন্ধ ছিল। অন্যদিকে, বিহারে বন্যা পরিস্থিতির জেরে হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে বলে খবর। সংস্থাটি উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে ২০ শতাংশ গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করে। সংস্থার শিলিগুড়ি এলপিজি রিজিওনাল অফিসের সিনিয়ার মার্কেটিং ম্যানেজার লাভা লেপচা বলছেন, 'বিহারের পূর্ণিয়ার প্ল্যান্ট থেকে উত্তরবঙ্গে আমাদের গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ হয়। বিহারে বন্যার জন্য ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল। সেই কারণে চাহিদা অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। তার প্রভাব এখানে পড়েছে। তবে তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

এদিকে, গ্যাস সিলিন্ডার সময়মতো না পেয়ে বিপাকে গ্রাহকরা। শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগরের বাসিন্দা পুষ্পা ঠাকুর বলছেন, '৭ তারিখ গ্যাস বুক করি। কিন্তু সিলিন্ডার পাচ্ছি না। মাটির উনুনে রান্না করছি।'

বুধ ও বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো। তারপরই আবার কালীপুজো ও ছট। ফলে রান্নার গ্যাসের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়বে আগামী মাসে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করে গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাগুলি, সেটাই দেখার।

জেলার খেলা

শিলিগুড়ির নেতৃত্বে রাজকমল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : আন্তঃজেলা সিনিয়ার টি২০-র জন্য শিলিগুড়ি বিকাশ দলের অধিনায়ক হলেন রাজকমল প্রসাদ। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা ঘোষিত ২০ জনের প্রাথমিক স্কোয়াডের বাকি সদস্যরা হলেন মহম্মদ জাভেদ আলম, সোনুকুমার সিং, মিথিলেশ দাস, দেবজ্যোতি ঘোষ, হরতিন্দার সিং গিল, অনীক নন্দী, নবাঙ্কুর ঘোষ, সুমিতকুমার সিং, সায়ন মণ্ডল, ডোনিল দত্ত, রৌনক আগরওয়াল, দীপ সরকার, রোমিত রাজ শ্রীবাস্তব, চন্দন সিং, বিজয় শর্মা, জয়দীপ পাল, আদিত্য শর্মা, করণ মাহাতো ও বসন্ত ছেত্রী। দলের ম্যানেজার সৌম্যদীপ রায়। ১৬ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে। বীরভূমের সিউড়িতে শিলিগুড়ির ম্যাচগুলি পড়েছে। শিলিগুড়ির গ্রুপে রয়েছে বীরভূম আয়রনম্যান, জলপাইগুড়ি রাইনোসার্স, বিপ্লবী চন্দননগর ও উত্তর দিনাজপুর কুলিক বার্ড। ২৫ অক্টোবর কুলিক বার্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে শিলিগুড়ি। এই টুর্নামেন্টে শিলিগুড়ি গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

এদিকে, শিলিগুড়িতে সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিং প্রোগ্রাম আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। কালীপুজোর পর এই শিবির ফের শুরু হবে।

সেরা সিপাহিগছ

চোপড়া, ১৫ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সিপাহিগছ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে চোপড়া মোলানিকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা মনজুর আলম।

কাজের বরাত দিয়ে ঝাড়খণ্ডে ডেকে খুন

করণদিঘি, ১৫ অক্টোবর : শ্রমিক সরবরাহের বরাত দিয়ে ঝাড়খণ্ডে ডাকার পর টাকা হাতিয়ে খুন। নিখোঁজ শ্রমিক ঠিকাদারের দেহ ঝাড়খণ্ড থেকে মাটি খুঁড়ে শুক্রবার অর্থাৎ ১১ অক্টোবর উদ্ধার করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ। সরাইকেলা জেলার চম্পানগর জঙ্গল থেকে উদ্ধার হওয়া ওই দেহ ময়নাতদন্তের পরে মঙ্গলবার পৌঁছায় ডালখোলার চেঙ্গাটুলি গ্রামে। মৃত তরুণের নাম মহম্মদ জাকির হোসেন। বয়স ৩৪। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মূল অভিযুক্তকে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জোবি থমাস কে বলেন, '২৬ সেপ্টেম্বর ডালখোলা থানায় একটি মিসিং ডায়ারি হয়েছিল। তারই তদন্তে নেমে পুলিশ ঝাড়খণ্ড থেকে ঘটনায় যুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করে। মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের পরে ডালখোলায় নিয়ে আসা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।'

মৃতের স্ত্রী সেরিনা বিবির কথায়, 'আমার স্বামীকে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা বিদেশ মার্ডি শ্রমিক সরবরাহের জন্য ডাকলে ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি ঝাড়খণ্ডে রওয়ানা হন। তিনি ২৬ তারিখে আমাকে ফোন করে জানান, তার সমস্ত টাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরপর স্বামীর কাছে বিদেশ আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। তার পর থেকেই ওর মোবাইল সুইচড অফ। বারবার ফোনে না পেয়ে আমরা ডালখোলা থানায় মিসিং ডায়ারি করি।'

এরপর ডালখোলা থানার পুলিশের একটি টিম ৬ অক্টোবর ঝাড়খণ্ডে রওয়ানা দেয়। সেখানে কান্ডা থানার পুলিশের সহযোগিতায় বিদেশ মার্ডিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পরে জানা যায় স্থানীয় পঞ্চগড় জঙ্গলে দেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। মৃতের ভাই আহম্মেদ হোসেন-এর বক্তব্য, 'আমরা ১১ অক্টোবর কান্ডা থানায় পৌঁছাই। বিকেলে পঞ্চগড় জঙ্গলে পুঁতে রাখা দেহ মাটি খুঁড়ে উদ্ধারের পর দেখি সেটা আমার দাদা মহম্মদ জাকির হোসেনের। দেহ থেকে চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল।'

পুলিশের অনুমান, মৃতের মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তার পরেও মারা না যাওয়ায় গলা টিপে খুন করেছে। জেরার মুখে সমস্ত কথাই কবুল করেছে ধৃত বিদেশ মার্ডি। মৃতের বাবা মহম্মদ মুশার দাবি, 'আমার ছেলেকে যারা নৃশংসভাবে খুন করেছে সেই অপরাধীদের ফাঁসি চাই।' মা নাসিমারও একই দাবি। স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম বলেন, 'ঘটনায় একজন ধরা পড়েছে, বাকিরা যাতে গ্রেপ্তার হয় তার ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

নিরাপদে অবতরণ বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু উড়ানের

দেশজুড়ে সাত বিমানে বোমাতঙ্ক

বোমাতঙ্কের পর কানাডার এয়ারপোর্টে জরুরি অবতরণ ভারতীয় বিমানের।

সানি সরকার ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৫ অক্টোবর : এক-দুটি নয়, একসঙ্গে সাতটি বিমানে বোমাতঙ্ক । যাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার হইচই পড়ল দেশজুড়ে। যে বিমানগুলিতে এদিন বোমাতঙ্ক দেখা দেয়, তার মধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক রুটের পাশাপাশি রয়েছে গুয়াহাটি-বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু রুটের একটি বিমানও। নির্দিষ্ট সময়ের থেকে ছয় মিনিট দেরিতে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে উড়ে যায় আকাশা এয়ারের বিমানটি। এরপরই এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায়। চিন্তায় পড়ে যায় বাগডোগরা এবং বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। সমাজমাধ্যমে হুমকি বার্তা পেয়েই নির্দিষ্ট কিছু বিমানবন্দরে হাই অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়। সমস্ত বিমান এবং বিমানবন্দরে বাড়তি নজরদারি শুরু করে দেয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক। মন্ত্রকের কর্তারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন বিমানবন্দরগুলির সঙ্গে। তবে রাত পর্যন্ত তেমন অঘটন ঘটেনি।

নতুন টার্মিনাল ভবনের শিলান্যাসের প্রস্তুতি নিয়ে এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা বাগডোগরা বিমানবন্দরে। ২০ অক্টোবর বেনারস থেকে ভার্চুয়ালি এই কাজের সূচনা করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এমন পরিস্থিতিতে বেঙ্গালুরুগামী আকাশা এয়ারের কিউপি ১৩৭৩ নম্বর বিমানে বোমা রয়েছে, এমন খবর আসে বাগডোগরা এবং বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের কর্তাদের কানে। সঙ্গে সঙ্গে দুই বিমানবন্দরের তরফেই পাইলটের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগাযোগ শুরু হয়। অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় কান্দাহার বিমান হাইজ্যাকের কথা মাথায় রেখে নজরদারি রাখা হয় যাত্রীদের ওপরও। বোমাতঙ্কের জেরে নির্দিষ্ট সময় ২টার পরিবর্তে বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু বিমানটিকে ১টা ৩৯ মিনিটে অবতরণ করানো হয়। নিরাপত্তাজনিত সমস্ত ব্যবস্থা আগাম করে রাখা হয়েছিল সেখানে। যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর বিশেষ তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু কিছুই মেলেনি। যাত্রীদের মতোই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে বেঙ্গালুরু এবং বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের এক কর্তা বলছেন, 'এরকম হুমকি বার্তা মাঝেমধ্যেই আসে। কিন্তু এতগুলি বিমানে একসঙ্গে বোমা রাখার হুমকি সম্ভবত প্রথম। তাই বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়া হয়নি। যদিও শেষমেশ যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেছেন।'

বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু বিমান ছাড়াও এদিন বোমাতঙ্ক ছড়ায় দিল্লি-শিকাগো, সৌদি আরবের দাম্মাম-লখনউ, মাদুরাই-সিঙ্গাপুর, অমৃতসর-দেরাদুন, দাড়ভাঙ্গা-মুম্বই এবং জয়পুর-বেঙ্গালুরু বিমানে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটি সূত্রে খবর, বিমানে বোমা রাখার মেসেজ কোথা থেকে এল, তার সূত্র খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিন প্রতিটি বিমানবন্দরে বাড়তি সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অসুস্থ আরও এক

প্রথম পাতার পর

সন্ধ্যায় গান, আবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিবাদের সুর তোলা হয়।

তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা, মেডিকেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, হুমকি সংস্কৃতিমুক্ত মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন দাবিতে গত ৭ অক্টোবর থেকে মেডিকেলে আমরণ অনশন শুরু করেছেন অলোক ভার্মা এবং সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে দুজন জুনিয়ার ডাক্তার। সোমবার থেকে সন্দীপ মণ্ডল নামে আরও একজন জুনিয়ার চিকিৎসক অনশনে যোগ দিয়েছেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত শনিবার অলোক ভার্মাকে এইচসিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল।

মঙ্গলবার সৌভিকও গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে এইচসিসিইউতে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয়েছে। চিকিৎসক উদয়ন মজুমদার বলেছেন, 'সৌভিকের রক্তচাপ হঠাৎ অনেকটাই কমে যাওয়ায় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। পেটে ব্যথা রয়েছে এবং হার্টবিটও কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এইচসিসিইউতে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তবে, অলোক ভার্মার অবস্থা কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তাঁকে বুধবার জেনারেল বেডে দেওয়া হতে পারে।'

এদিন অন্যদের সঙ্গে প্রতীকী অনশনে অংশ নেন মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। অনশনকারীদের শারীরিক পরিস্থিতির উপরে নজর রাখতে এদিন দুটি পৃথক মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছেন হাসপাতাল সুপার। দুটি মেডিকেল বোর্ডেই ছ'জন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে রাখা হয়েছে। একটি মেডিকেল বোর্ড অনশন মঞ্চে এবং অপরটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনশনকারীদের শারীরিক পরিস্থিতির উপরে নজর রাখবে।

জয় শ্রীরামে মুক্তি কোর্টে

নিউজ ব্যুরো

১৫ অক্টোবর : মসজিদে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া আর অন্যায় নয়। কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়ে এজন্য কাউকে সাজা দেওয়া যাবে না। আদালতের মতে, এতে কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে ধাক্কা দেওয়া হয় না। হাইকোর্ট রায়টি দিয়েছিল গত মাসে। কিন্তু মঙ্গলবার আদালতের ওয়েবসাইটে আপলোড হওয়ার পর সারা দেশের নজরে এসেছে। দক্ষিণ কন্নড় জেলার একটি মসজিদে ঢুকে গত বছরের সেপ্টেম্বরে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ায় পুলিশ দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল।

ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত, দুষ্কর্মের জন্য প্রবেশ, অন্যায় উসকানি ইত্যাদি অভিযোগে মামলা হয় তখন। অভিযুক্তদের আইনজীবী হাইকোর্টে যুক্তি দেন যে, মসজিদে যেহেতু সকলের প্রবেশাধিকার আছে, ফলে অন্যায় প্রবেশের প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর মতে, ভারতের ফৌজদারি আইনে জয় শ্রীরাম ধ্বনি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। কর্ণাটক সরকার ওই সওয়ালের বিরোধিতা করলেও হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, ঘটনাটির কোনও বিরূপ প্রভাব জনজীবনে পড়বে না।

মার, ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার পর মেডিকেলের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের বক্তব্য, খোদ সুপারের অফিসে ঢুকে রোগী ভাঙচুর করছেন, নিরাপত্তারক্ষীকে মারছেন। তাহলে মেডিকেলে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা কোথায়?

ফেডারেশন অফ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (ফেমা)-এর ডাকে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে দু'দিনের কর্মবিরতি পালন করছেন চিকিৎসকরা। এর জেরে সরকারি, বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভাব পড়েছে। সোমবার মেডিকেলে কিছু বিভাগে চিকিৎসকরা রোগী দেখেছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা আরও ভেঙে পড়ে। বিশেষ করে মনোরোগ বিভাগ, নিউরো সার্জারি, ইএনটিতেও অনেক রোগী এসে ফিরে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবে, ইএনটি বিভাগের বাইরে বসে চিকিৎসকরা রোগীদের চিকিৎসা করেছেন বলে বিভাগীয় প্রধান ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো দাবি করেছেন।

এদিন বেলা ১১টা নাগাদ কিছু রোগী সুপারের অফিসে জড়ো হন। তাঁদের অভিযোগ, সোমবার এসে চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন। আবার মঙ্গলবার এসেছেন। চোপড়ার দাসপাড়া থেকে আসা মেহবুব আলম বলেন, 'ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। মেডিকেলে সকাল আটটায় এসে টিকিট কাউন্টারে লাইন দিয়ে টিকিট কেটেছি। কিন্তু এখন বলছে, ডাক্তার বসবে না। আবার অন্যদিন আসুন। সরকারি হাসপাতালে এভাবে দিনের পর দিন চিকিৎসা না পেলে আমরা কোথায় যাব? তাই সুপারের কাছে এসেছি।'

কিন্তু সুপার সেই সময় অফিসে না থাকায় তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। একই সময়ে মনোরোগ বিভাগেও প্রচুর রোগী ডাক্তার না পেয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। সুপার অফিসে আবার কয়েকজন মহিলা 'ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগানও দিতে দিতে সুপারের ঘরে ঢুকে চেয়ার, টেবিল উলটে দিতে শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে আরও বেশ কিছু রোগী এবং পরিজন ছিলেন। প্রেম বর্মন নামে একজন নিরাপত্তারক্ষী বাধা দিতে গেলে তাঁকে চড়, ঘুসি মারা হয়। সুপারের ঘরের দরজার কাচও ভাঙা হয়। খবর পেয়ে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুই মহিলা সহ তিনজনকে আটক করে। সাড়ে ১১টার পরে মনোরোগ বিভাগে চিকিৎসক এসে রোগীদের দেখা শুরু করেন।

এদিন সুপারের অফিসে গণ্ডগোলের ঘটনায় ধৃত তিনজনকেই সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা যে আগামীতে আবারও ঘটতে পারে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন চিকিৎসকদের একাংশই।

সুপ্রিম-প্রশ্নে

প্রথম পাতার পর

মেডিকেল কলেজ, হাসপাতালের নিরাপত্তায় যেসব পদক্ষেপ রাজ্য সরকার করবে বলেছিল, তার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত হলফনামায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ২৮টি মেডিকেল কলেজে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এজন্য ১,৫১৪ জন অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৯০০ জন মহিলা। অনলাইনে রিয়েল টাইম ফিজিক্যাল বেড ভ্যাকান্সি মনিটরিং চালু হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড পেশেন্ট রেফারেল সিস্টেম শুরু হতে চলেছে।

যদিও জুনিয়ার চিকিৎসকদের আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং প্রশ্ন করেন, 'ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম ভালো উদ্যোগ, তবে কবে থেকে কার্যকর হবে?' আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি প্রস্তাব দেন, 'হাসপাতালের লিফটেও সিসিটিভি প্রয়োজন। কারণ, লিফটেও শ্লীলতাহানি ঘটছে।' রাজ্য জানিয়েছে, হাসপাতালের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ১২৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

রাজ্যের হলফনামা অনুযায়ী ২৮টি মেডিকেল কলেজে ৮৯০টি ডিউটি রুম তৈরি হয়েছে। সিসিটিভি বসানো শেষ। রাজ্যের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান, ২৮টি মেডিকেলের বাকি কাজ ২১ অক্টোবরের মধ্যে হয়ে যাবে।

১৫ দিন পরেও বিচ্ছিন্ন বক্সার আদমা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ অক্টোবর : মাঝে বহুদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও একপ্রকার বিচ্ছিন্নই বক্সা পাহাড়ের আদমা গ্রাম। ওই পাহাড়ি গ্রামে যাওয়ার দুটি রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তায় ধস নেমেছিল দিন পনেরো আগে। অথচ সেই রাস্তার এখনও সংস্কার হয়নি। অন্যদিকে, বক্সা ফোর্ট যাওয়ার রাস্তাও বেহাল অবস্থায় রয়েছে প্রায় ১০ দিন হল। সংস্কার হয়নি সেই রাস্তারও। এই অবস্থায় বর্তমানে ঝুঁকি নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে চলছে যাতায়াত। এমনকি পুজোর মধ্যেই ওই ভাঙা রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে খাদে পড়ে যাচ্ছিলেন এক পর্যটক। তবে গাইডের সক্রিয়তায় বড় কোনও বিপদ হয়নি। এছাড়া পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে পাহাড়ে উঠতেও সমস্যা হচ্ছে অনেকের।

পুজোর মরশুম হওয়ায় এমনিতেই পর্যটকদের সংখ্যা এখন বেশি বক্সায়। এই অবস্থায় রাস্তা সংস্কার নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। যদিও দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। এবিষয়ে কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনাম ডুপকার বক্তব্য, 'কয়েকদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় বন্ধ থাকায় এই কাজগুলো করা যায়নি। নির্মাণ সহায়কের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শুরু হবে।' এই গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় রয়েছে বক্সা পাহাড়ের ওই পাহাড়ি গ্রামগুলো। বর্ষায় বক্সার বিভিন্ন জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই ধস নামে। কিন্তু শীতের শুরুতে হঠাৎ হওয়া বৃষ্টির কারণে এই ধস সকলেরই চিন্তা বাড়িয়েছে।

১৫ দিন আগে বৃষ্টিতে বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পথরি থেকে আদমা যাওয়ার রাস্তায় এবং বক্সা সদর বাজার থেকে বক্সা ফোর্ট যাওয়ার রাস্তায় বড় ধস নামে দারাগাঁওতে। ফোর্টে যাওয়ার রাস্তায় ধস নামার দু'দিন পরই সংস্কার করা হয়। তবে

বক্সা পাহাড়ের ভাঙা রাস্তা দিয়ে এইভাবে ঝুঁকির পারাপার চলছে।

আবার তিনদিন পর বৃষ্টিতে সেই রাস্তা ভেঙে যায়। সংস্কার ভালো করে না হওয়ার জন্যই এই ঘটনা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। আর সেখানে আদমা যাওয়ার রাস্তা তো সংস্কারই হয়নি। সদর বাজারের বাসিন্দা ইন্দ্রশংকর থাপার বক্তব্য, 'পাহাড়ের অনেকেই সমস্যায় রয়েছেন। কখন কী বিপদ হয় বলা মুশকিল।'

দারাগাঁও দিয়েই বক্সা ফোর্ট, তাশিগাঁও, লেপচাখা, চুনাভাটি, ওচলুং যেতে হয়। লেপচাখা এবং বক্সা ফোর্ট নিয়ে পর্যটকদের সবসময়েই রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। পুজোর পর শীতের মরশুমেও পর্যটকদের ভিড় যথেষ্টই হবে। এই অবস্থায় রাস্তা সংস্কার না হলে পর্যটন ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীর সঙ্গে যুক্ত স্থানীয়রা। দ্রুত এবং মজবুতভাবে রাস্তা সংস্কারের দাবিও উঠছে। স্থানীয় টুরিস্ট গাইড শিবু ছেত্রীর কথায়, 'রাস্তা ভালো থাকলেই তো পর্যটকরা সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করতে পারবে। তাহলেই তো ভিড় বাড়বে পর্যটকদের।'

খেলায় আজ

১৯৭৫ : জ্যাক কালিসের জন্মদিন। সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার কালিস ১৬৬ টেস্টে ৪৫টি শতরান সহ ১৩২৮৯ রান করেন। উইকেট নিয়েছিলেন ২৯২টি।

সেরা অফবিট খবর

পরবর্তী রাজা অজয় জাদেজা

দশেরার দিনে গুজরাটের জামনগরের বর্তমান রাজা শত্রুশল্যসিংজি দিগ্বিজয়সিংজি জাদেজা উত্তরাধিকার নির্বাচন সেরে ফেললেন। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাদেজাকে নতুন যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যার অর্থ পরবর্তী রাজার দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হতে চলেছে। বর্তমান রাজা অজয় জাদেজার কাকা।

ভাইরাল

টাকের নতুন ব্যবহার

মুলতানে দ্বিতীয় টেস্টে জো রুট পাকিস্তান ইনিংসের ৭৩ তম ওভারে বলের পালিশ বজায় রাখতে জ্যাক লিচের টাকে বল ঘষতে থাকেন। টাকের এমন অভিনব ব্যবহার নেটিজেনদের হাসির রসদ জুগিয়েছে।

ইনস্টা সেরা

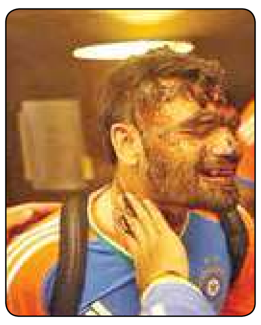

১২ অক্টোবর ছিল রিঙ্কু সিংয়ের জন্মদিন। সেদিন রানের হোলি খেলে বাংলাদেশকে টি২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার পর ড্রেসিংরুমে কেক কেটে রিঙ্কুর জন্মদিন পালন করা হয়। এরপরই সতীর্থরা তাঁর মুখে কেক মাখিয়ে দেন।

সংখ্যায় চমক

৮

মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে সোমবার নিউজিল্যান্ডকে গ্রুপ লিগের ম্যাচে পাকিস্তান হারালেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যেত ভারত। কিন্তু লো স্কোরিং ম্যাচে ফারাক গড়ে দিয়ে পাক ফিল্ডাররা ৮টি ক্যাচ ফেলে দেন। অধিনায়ক ফাতিমা সানা একাই ফেলেন ৪টি ক্যাচ। পাক ফিল্ডারদের এমন 'দক্ষতা' অবাক করে দিয়েছে তাদের প্রাক্তন অধিনায়ক সানা মীরকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অলিম্পিক ফুটবলে প্রথম কোন ভারতীয় হ্যাটট্রিক করেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সূর্যকুমার যাদব, ২. ম্যাথু হেডেন, রিকি পন্টিং ও স্টিভেন স্মিথ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সুজন মহন্ত, নির্মল সরকার, সমরেশ বিশ্বাস, অসীম হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার।

'বুমরাহ বরাবরই লিডারশিপ গ্রুপে ছিল'

সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় চাইছেন না রোহিতই

বেঙ্গালুরু, ১৫ অক্টোবর : অনিশ্চয়তা ছিল।

ছিল চাপানউতোরও। যাঁকে নিয়ে দড়ি টানাটানি সেই মহম্মদ সামি অবশ্য দাবি করেছিলেন, ক্রমশ সুস্থ হচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী। যদিও এদিন উলটো কথা শোনা গেল রোহিত শর্মার গলায়। আশঙ্কা বাড়িয়ে ভারত অধিনায়ক জানিয়ে দিলেন, সামি এখনও সুস্থ নন। আর 'আনফিট' কাউকে অজি সফরে নিয়ে যেতে চান না।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ থেকেই গোড়ালির চোট নিয়ে ভুগছিলেন। সেরে উঠছিলেন। তার মাঝেই নয়া মাথাব্যথা হাঁটুর চোট। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের প্রাক্কালে সামিকে নিয়ে আশঙ্কা বাড়িয়ে রোহিত জানিয়েছেন, তারকা স্পিডস্টারের হাঁটু ফুলে রয়েছে। এখনই মাঠে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অনিশ্চিত অস্ট্রেলিয়া সফরে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সামিকে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে রোহিত বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য সামি কি ফিট হয়ে যাবে, এই মুহূর্তে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। সম্প্রতি আবার নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। ওর হাঁটু অস্বাভাবিকভাবে ফুলে রয়েছে। রিহ্যাব চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। ক্রমশ সুস্থতার পথে এগোচ্ছিল। এর মধ্যে হাঁটু ফুলে থাকা সামির জন্য ধাক্কা। আবার ওকে কিছুটা পিছিয়ে দিল।

> অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য মহম্মদ সামি কি ফিট হয়ে যাবে, এই মুহূর্তে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। সম্প্রতি আবার নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। ওর হাঁটু অস্বাভাবিকভাবে ফুলে রয়েছে। রিহ্যাব চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। ক্রমশ সুস্থতার পথে এগোচ্ছিল। এর মধ্যে হাঁটু ফুলে থাকা সামির জন্য ধাক্কা।
>
> **রোহিত শর্মা**

নতুন করে ফের শুরু করতে হবে।'

রোহিত আরও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছে সামি। ফিজিও, এনসিএ-র চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছে। আমরা চাই দ্রুত ফিট হয়ে উঠুক। কিন্তু কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নই। চাই না অপ্রস্তুত মহম্মদ সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতে। সেটা আমাদের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না।'

ভারতের হয়ে সামি শেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে। ৭টি ম্যাচে সর্বাধিক ২৪টি উইকেট নেন। গোড়ালির সমস্যায় পেনকিলার ইনজেকশন নিয়েই টানা খেলার ফলে চোট বেড়ে যায়। অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে গোড়ালিতে। একশো ভাগ সুস্থ হওয়ার আগে হাঁটুর চোট সামিকে নিয়ে চলতি অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়ে দিল।

দীর্ঘদিন ক্রিকেটের বাইরের থাকার বিষয়টিও তুলে ধরে রোহিতের বক্তব্য, 'বছরখানেক হল কোনও ধরনের ক্রিকেট খেলেনি সামি। একজন ফাস্ট বোলারের পক্ষে দীর্ঘদিন ম্যাচের বাইরে থেকে রাতারাতি প্রত্যাবর্তন এবং নিজের সেরাটা তুলে ধরা কঠিন। এই পরিস্থিতি কারও জন্যই আদর্শ নয়। আমরা সামিকে পর্যাপ্ত সময় দিতে চাই ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে উঠতে।'

ট্রেনার, চিকিৎসকরাই শেষ কথা বলবে, তাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন। রোহিতের সাফ কথা, 'সামির জন্য রোডম্যাপ তৈরি করে দিয়েছেন চিকিৎসক, ট্রেনাররা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আগে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে অন্তত গোটা দুয়েক ম্যাচ খেলুক। নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর সামির ফিটনেস-পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় সেদিকে চোখ থাকবে। তারপরই অস্ট্রেলিয়া সিরিজের বিষয়টি আসবে।'

সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহকেও স্বাগত জানিয়েছেন রোহিত। বলেছেন, 'বুমরাহ অত্যন্ত অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। প্রচুর খেলেওছে। ওর সঙ্গে আমিও অনেক ম্যাচ খেলেছি। পরিষ্কার ক্রিকেট-মস্তিষ্ক। ক্রিকেট খুব ভালো বোঝে। ওর সঙ্গে কথা বললে তা বোঝা যায়। লিডারশিপ টেকনিক নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। কারণ, খুব বেশি সুযোগ পায়নি ও। সম্ভবত, একটা মাত্র টেস্ট, গোটা দুয়েক টি২০ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, যখন লিডারের প্রয়োজন পড়ে, যে এগিয়ে আসবে। বুমরাহ এই তালিকার অন্যতম। সেদিক থেকে বরাবরই ও আমাদের লিডারশিপ গ্রুপে ছিল। নতুন বোলারদের মেন্টর হিসেবে ওর ভূমিকাও তারিফযোগ্য।'

গার্ডেন সিটির দ্বৈরথে থাকছে বৃষ্টির ভ্রূকুটি

বেঙ্গালুরু, ১৫ অক্টোবর : বাংলাদেশকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এবার নিশানায় নিউজিল্যান্ড।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত তিন ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ। ব্ল্যাক ক্যাপসদের চ্যালেঞ্জ সামলেই অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে ওঠা। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে নামার আগে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ভারত। এবার পাখির চোখ নিউজিল্যান্ড-বধে।

রোহিত শর্মাদের চাওয়া-পাওয়ার মাঝে কিউয়ি ব্রিগেডই শুধু নয়, হাজির বৃষ্টিও। এদিন ১১.১৫ মিনিট নাগাদ প্র্যাকটিসের কথা ছিল। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি জল ঢেলে দেয় রোহিত-বিরাট কোহলিদের প্রস্তুতিতে। আশঙ্কা বাড়িয়ে ম্যাচের প্রথম দুইদিনে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। যার প্রভাব টিম কম্বিনেশনে পড়তে চলেছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে কিউয়িদের বড় ব্যবধানে হারাতে বদ্ধপরিকর রোহিতরা। কিন্তু শুরুতেই বৃষ্টির অশনিসংকেতে সুর কাটছে।

২০১২-'১৩ থেকে ঘরের মাঠে কোনও সিরিজ হারেনি ভারত। নিউজিল্যান্ড সেখানে ভারতে শেষ টেস্ট জিতেছে ৩৬ বছর আগে। পাশাপাশি উপমহাদেশে কিউয়িদের জঘন্য রেকর্ড। গত সিরিজেই শ্রীলঙ্কার হাতে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে।

কিন্তু বৃষ্টি গৌতম গম্ভীরদের অনেক ভাবনা গুলিয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে আড়াই দিনেরও কম সময়ে অবিশ্বাস্য জয় তুলে নিয়েছিলেন রোহিতরা। কিন্তু প্রতিপক্ষ এবার নিউজিল্যান্ড। বৃষ্টিতে খেলা নষ্ট মানে বাড়তি চাপ। তবে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। অতএব বৃষ্টি-ফ্যাক্টর ভুলে সব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে টিম সাজানোতেই জোর।

বৃষ্টির ভ্রূকুটি থাকলেও চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ড্রেনেজ সিস্টেম বিশ্বমানের। আয়োজকদের দাবি, বৃষ্টি থামলে মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ম্যাচ শুরু করতে সমস্যা হবে না।

বাংলাদেশ সিরিজের উইনিং কম্বিনেশন থাকছে মোটামুটি। শুধু বৃষ্টি, মেঘলা আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে বাড়তি পেসার নাকি বাড়তি স্পিনার- এখনও ঠিক হয়নি। রোহিত, যশস্বী জয়সওয়াল ওপেন করবেন। তিন থেকে ছয়ে শুভমান গিল, বিরাট, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল। দীর্ঘদিন বাদে ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে নামার আগে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন লোকেশ। সরফরাজ খান ইরানি ট্রফিতে দ্বিশতরান করলেও রাহুলেই আস্থা। তবে শুভমানের ফিটনেস নিয়ে হঠাৎ তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা (ঘাড় ও কাঁধে যন্ত্রণা) সরফরাজের জন্য প্রত্যাবর্তনের রাস্তা খুলে দিতে পারে।

বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন। দশজন নিশ্চিত। বাকি একটি স্থানের দৌড়ে তিনজন- কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল ও আকাশ দীপ। প্রাথমিকভাবে তিন স্পিনার গৌতম গম্ভীরদের ভাবনায় ছিল। কিন্তু মেঘলা আবহাওয়াতে গুরুত্ব পাচ্ছে বাড়তি পেসারও। সেক্ষেত্রে আকাশ গুরুত্ব পাবেন। রোহিত এদিনই জানিয়েছেন, চোট আঘাতের কথা মাথায় রেখে পেস ব্রিগেডের শক্তিশালী রিজার্ভ বেঞ্চ তৈরি রাখতে চান। আকাশ যে ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

কিউয়িদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর সিরিজ। শ্রীলঙ্কা সফরের বিপর্যয়ের পর নেতৃত্ব ছেড়েছেন টিম সাউদি। নতুন দায়িত্বে টম ল্যাথাম। শুরুতেই ভারত। আত্মবিশ্বাসী নিজের দল নিয়েও। উৎসাহ জোগাচ্ছে মেঘলা আবহাওয়া। ল্যাথাম এদিন বলেছেন, 'বৃষ্টির কারণে উইকেট দীর্ঘক্ষণ কভারে ঢাকা। সাধারণত যেরকম গরম থাকে এখানে, এবার তা নেই। পেসাররা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হবে।'

স্বস্তির মধ্যে অস্বস্তি কেন উইলিয়ামসনের অনুপস্থিতি। মার্ক চ্যাপম্যান থাকলেও সম্ভবত খেলবেন উইল ইয়ং। স্পিন বিভাগে ভারতের বিরুদ্ধেই গত সফরে ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়া আজাজ প্যাটেল।

অনুশীলন বন্ধ রেখে ছেলেকে নিয়ে সাজঘরের পথে হাঁটা মরনি মরকেলের।

দ্বিতীয় স্পিনারের লড়াইয়ে মিচেল স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েল। চিন্তা বাড়িয়েছে শেষমুহূর্তে বেন সিয়ার্সের ছিটকে যাওয়া। পরিবর্ত টেস্ট না খেলা জেকব ডাফির।

বিরাট বনাম সাউদি দ্বৈরথ সিরিজের অন্যতম আকর্ষণ। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্ব থেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছেন। গত ৮টি টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি পেলেও সামগ্রিক পারফরমেন্স বিরাটসুলভ নয়। সঞ্জয় মঞ্জরেকারের মতো কারও মতে, ছন্দ হারাচ্ছেন বিরাট। নিজের দ্বিতীয় ঘর চিন্নাস্বামীতে (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলার সুবাদে) জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ থাকবে।

সাউদি চাইবেন বিরাটদের বিরুদ্ধে সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে। মেঘলা আবহাওয়া সাউদির জন্য আদর্শ হতে পারে। রোহিত প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবতে নারাজ। সাফ কথা, 'প্রতিপক্ষ কে ভাবতে রাজি নই। মূল কথা, নিজের খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। গত সিরিজের থেকে আরও ভালো খেলতে হবে।' বুধবার থেকে হিসেব মেলানোর পালা।

একনজরে

- ■ আর ৫৩ রান করলে চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে ৯ হাজারের ক্লাবে পা রাখবেন বিরাট কোহলি।
- ■ চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত টেস্টে ৯৭টি ছক্কা মেরেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। প্রথম দল হিসেবে এক বছরে ছক্কায় সেঞ্চুরির হাতছানি থাকবে বেঙ্গালুরু টেস্টে।
- ■ ভারতে ১২টি টেস্ট সিরিজ খেলে এখনও জিততে পারেনি নিউজিল্যান্ড।

'ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায় আমি গর্বিত'

বাবার জন্মভূমিতে টেস্ট খেলার আগে আবেগপ্রবণ রাচিন

বেঙ্গালুরু, ১৫ অক্টোবর : রাত ফুরোলেই বেঙ্গালুরু টেস্ট।

বুধবার তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। যে দ্বৈরথে নামার প্রাক্কালে আবেগে ভাসছেন রাচিন রবীন্দ্র। গার্ডেন সিটিতেই জন্ম রাচিনের বাবার। এখনও ঠাকুরদা সহ আত্মীয়-স্বজনদের অনেকে থাকেন বেঙ্গালুরুতে। সেখানেই টেস্ট খেলতে নামা। আবেগ ছুঁয়ে আমার কাছে স্পেশাল।'

২০২১ সালের ভারত সফরেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল রাচিনের। এখনও পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৯টি টেস্ট খেলেছেন। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে (৫৭৮ রান করেন ১০ ম্যাচে) ভারতের মাটিতে রাচিনের ব্যাটিং চমকে দেয়। নজর কাড়ে গত আইপিএলে (৫ ম্যাচে ২২২ রান) চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে রাচিনের অলরাউন্ড দক্ষতা।

ফিল্ডিং কোচ লিউক রঞ্চির সঙ্গে আলোচনায় রাচিন রবীন্দ্র। মঙ্গলবার।

সেভাবে। ভারত সিরিজের প্রস্তুতি নিতে বেশ কিছুদিন চেন্নাইয়ে গা ঘামানো রাচিন মুখিয়ে বাবার সামনে ঝলমলে পারফরমেন্স উপহার দিতে।

রাচিন বলেছেন, 'গত ওডিআই বিশ্বকাপ এবং আইপিএল, আমার কাছে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। তবে টেস্টের গুরুত্ব সবসময় বেশি। মাঠে আবার বাবাও থাকবেন আমার খেলা দেখতে। নিশ্চিতভাবে আমার জন্য দুর্দান্ত মুহূর্ত হতে চলেছে।' মুহূর্তটাকে রঙিন করে রাখার কথাও শোনালেন আত্মবিশ্বাসী রাচিন। ভারতের মাটিতে ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান টেস্ট দ্বৈরথে।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের নতুন প্রজন্মের অন্যতম মুখ রাচিন বলেছেন, 'ক্রিকেট নিয়ে ভারতীয়দের আবেগ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। ম্যাচ ঘিরে আলাদা উত্তেজনা থাকবে। যে উত্তাপ গায়ে মাখতে চাই। ওডিআই বিশ্বকাপ বা আইপিএলের ফরম্যাট আলাদা ছিল। তবে এই সাফল্য আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে, ভারতীয় পরিবেশের চ্যালেঞ্জ সামলাতে আমিও পারি। তিন ম্যাচের সিরিজ নিয়ে উত্তেজনায় ফুটছি।'

ভারতীয় হার্ডল অতিক্রম করা যে সহজ হবে না, সেটাও মেনে নিচ্ছেন। রাচিনের মতে, ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী দল। এই মুহূর্তে যে ধরনের ক্রিকেট খেলছে, তা প্রশংসনীয়। বিশেষত হোম সিরিজে। ঘরের মাঠে চেনা পরিবেশে ভারত আরও শক্তিশালী। নিশ্চিতভাবে কঠিন পরীক্ষা। ব্যাট-বলের মধ্যে বৃষ্টির ভ্রূকুটিও রয়েছে। রাচিনের মতে, পিচ এবং আবহাওয়া- চিন্নাস্বামীর বাইশ গজে স্পিন-পেসের ভারসাম্য থাকবে, যার চ্যালেঞ্জ সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে কিউয়ি বোলারদের।

যাচ্ছে নিউজিল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত অলরাউন্ডারকে।

ওয়েলিংটনে জন্মানো রাচিনের সহজ-সরল স্বীকারোক্তি, 'আমি গর্বিত নিজের ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিচয়ে। টেস্ট ক্রিকেট সবসময় আমার কাছে এক নম্বরে। আর তা যখন পরিবার, আত্মীয়স্বজনদের মাঝে খেলার সুযোগ ঘটে, সেই ম্যাচ আরও বেশি করে বিশেষ হয়ে ওঠে। বেঙ্গালুরু টেস্ট ঠিক তাই আমার কাছে। আমার পরিবারের অসংখ্য মানুষের মাঝে খেলাটা

চলতি বছরে টেস্ট ফরম্যাটে ছন্দে রয়েছেন, ৬টি টেস্ট খেলে ৪৯.৯১ গড়ে ৫৯৯ রান করেছেন। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৪০-এর ইনিংস রয়েছে। আগামীকাল শুরু টেস্ট সিরিজে যে ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর রাচিন। বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের ভিড়ে গ্যালারিতে হাজির থাকবেন রাচিনের বাবাও। একসময় চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। নিজের ক্লাবও রয়েছে। মাঝেমধ্যেই সেই দল নিয়ে ভারতে চলে আসেন খেলতে। রাচিনের বেড়ে ওঠাও

বাংলাদেশের নতুন কোচ ফিল সিমন্স

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : বরখাস্ত নয়, নির্বাসিত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের হেডকোচ চন্দিকা হাথুরুসিংঘে। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ফিল সিমন্স।

ভারত সফরে মুখ থুবড়ে পড়ার পরই ডামাডোল শুরু বাংলাদেশে কোচ বদলের দাবি ওঠে। সেটাই হলও। তবে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট ও টি২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশের জন্য নয়, হাথুরুসিংঘেকে নির্বাসিত হতে হল শৃঙ্খলাজনিত কারণে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে তেমনটাই জানানো হয়েছে।

নির্বাসিত হাথুরুসিংঘে

বাংলাদেশ বোর্ডের সভাপতি ফারুক আহমেদের সঙ্গে হাথুরুসিংঘের তিক্ত সম্পর্কের কথা অজানা নয়। ২০১৬ সালে প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে পদত্যাগের আগে তাঁদের মতবিরোধ চরম আকার নিয়েছিল। যদিও এবার লঙ্কান কোচকে নির্বাসিত করার কারণ একেবারেই আলাদা বলে জানান বিসিবি সভাপতি। বলেছেন, 'ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নয়, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। নির্বাসিতও করা হয়েছে ৪৮ ঘণ্টার জন্য। পরবর্তীতে বরখাস্ত করা হবে।' জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগ রয়েছে। এক ক্রিকেটারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অতিরিক্ত ছুটি নেওয়া। এদিকে, আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত কোচ হিসাবে ফিল সিমন্স থাকবেন বলেও জানিয়েছে বিসিবি।

অভিষেক টেস্টে শতরান গুলামের

মুলতান, ১৫ অক্টোবর : বাবর আজমের পরিবর্তে দলে ঢুকে অভিষেক টেস্টে শতরান করলেন কামরান গুলাম। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর ১১৮ রানের সুবাদে প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের স্কোর ২৫৯/৫। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন সাইম আয়ুব (৭৭) ও মহম্মদ রিজওয়ান (অপরাজিত ৩৭)।

গত ম্যাচের প্রথম একাদশে চারটি পরিবর্তন করা পাকিস্তানের শুরুটা ভালো হয়নি। ওপেনিংয়ে আয়ুব ও আবদুল্লাহ শফিকের (৭) জুটি ৯ ইনিংস পর প্রথমবার দুই অংকের গণ্ডি পার করল। যদিও ১৫ রানের মাথায় ফিরে যান শফিক। ১০ ওভারের মধ্যেই পাকিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ১৯/২। দুই উইকেটই নেন অফস্পিনার জ্যাক লিচ (৯২/২)। যার ফলে ১৮৮৯ সালে জনি ব্রিগসের পর ইংল্যান্ডের প্রথম স্পিনার হিসেবে টেস্টে ইনিংসের প্রথম দশ ওভারের মধ্যে দুই উইকেট তুললেন লিচ। এর জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য অধিনায়ক বেন স্টোকসেরও। প্রথম পাঁচ ওভারের পরই তিনি দুই স্পিনার লিচ ও শোয়েব বশিরকে (৬৬/১) আক্রমণে নিয়ে আসেন।

শুরুর ধাক্কা সামলে পাক ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান ২৯ বছরের গুলাম। তৃতীয় উইকেটে সায়িম-গুলাম জুটি ১৪৯ রান জোড়েন। পঞ্চম উইকেটে রিজওয়ানকে নিয়ে গুলাম ৬৫ রান করেন। শেষবেলায় গুলামের উইকেট তুলে ইংল্যান্ডকে ম্যাচে ফেরান বশির। অভিষেক টেস্টে গুলামের পারফরমেন্সে মুগ্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বীন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'বাবরের বাদ পড়া নিয়ে সর্বত্র কথা হচ্ছে। কিন্তু কামরান গুলামের কথাও চিন্তা করুন। টেস্টে

শতরানের পর কামরান গুলাম।

এসেই শতরান করল।'

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বাবরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন সতীর্থ ফখর জামান। এদিন ফখরকে শোকজ করেছে পিসিবি। সূত্রের খবর, বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিতে থাকাকালীন প্রকাশ্যে বোর্ডের সমালোচনা ভালোভাবে নেয়নি পিসিবি।

মুস্তাকে নেই ইমপ্যাক্ট নিয়ম

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : বছর দুয়েক আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে পরীক্ষামূলকভাবে আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু আসন্ন সৈয়দ মুস্তাকে থাকছে না ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। তবে আইপিএলে আগামী তিন বছর ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়মে কোনও পরিবর্তন হবে না। যা বিসিসিআই আগেই জানিয়েছিল। যদিও ২০২৩ সালে ভারতীয় ক্রিকেটে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের রুলের আবির্ভাবের পর থেকে এই নিয়ম নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। গত বছর আইপিএলের মাঝেই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

সিরিজে সমতা ফেরাল শ্রীলঙ্কা

ডাম্বুলা, ১৫ অক্টোবর : ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্বিতীয় ম্যাচে ৭৩ রানে হারিয়ে টি২০ সিরিজে সমতা ফেরাল শ্রীলঙ্কা। প্রথমে শ্রীলঙ্কা ৫ উইকেটে ১৬২ রান করে। সর্বাধিক ৫৪ রান পাথুম নিসাঙ্কার। জবাবে শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের দাপটে ১৬.১ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮৯ রানে গুটিয়ে যায়। দুনিথ ওয়েল্লালাগে ৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। চরিথ আসালঙ্কা, মহেশ থিকশানা ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা জোড়া উইকেট পেয়েছেন।

গম্ভীর-বন্দনায় স্টার্ক, বুমরাহকে চুপ রাখতে চান কামিন্স

সিডনি, ১৫ অক্টোবর : শেষ চার বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে একাধিপত্য ভারতীয় দলের।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এর মধ্যে গত দুই সিরিজেই জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। নভেম্বরের দ্বৈরথে সেই আধিপত্য খর্ব করে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ফেরানোর পরীক্ষা অস্ট্রেলিয়ার সামনে। লক্ষ্যপূরণে এদিন পয়লা নম্বর শর্ত কী, তা কার্যত প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিলেন প্যাট কামিন্স। অজি অধিনায়কের কথায়, ভারতকে হারাতে হলে সবার আগে চুপ করাতে হবে জসপ্রীত বুমরাহকে।

সতীর্থদের উদ্দেশে সেই বার্তা দিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'আমি বুমরাহর বিরাট ভক্ত। দুর্দান্ত বোলার ও। আশা করি ওকে চুপ রাখতে পারব। সিরিজ জিততে হলে যা জরুরি। বুমরাহ ছাড়াও ভারতীয় দলে একাধিক এমন খেলোয়াড় রয়েছে, যারা অস্ট্রেলিয়ায় খুব বেশি খেলেনি। আসন্ন সিরিজে ওরা কী করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।'

গত দুই হোম সিরিজে ভারতের কাছে হার, হতাশা ভুলতে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে রোহিত শর্মা ব্রিগেডকে হারানো থেকে অক্সিজেন খুঁজছেন কামিন্স। বলেও দিচ্ছেন, ভারতের বিরুদ্ধে গত দুই হোম সিরিজের পর অনেকটা সময় অতিক্রান্ত। নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে। যেখানে গত ওডিআই বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সাফল্য উৎসাহ জোগাচ্ছে।

অজি শিবিরের বিগম্যাচ প্লেয়ার মিচেল স্টার্কের মুখে আবার গৌতম গম্ভীর-বন্দনা। গত আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন। কাজ করেছেন গম্ভীরের সঙ্গে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয় দলের বর্তমান হেডকোচকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। গুরুত্ব দিলেন ক্রিকেট নিয়ে গম্ভীরের স্বচ্ছ ধ্যানধারণা, ভাবনাকে।

> প্রায় নয় সপ্তাহ ওর সঙ্গে কাটিয়েছি। দেখেছি শুধু ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, মূল ফোকাস দলের ওপর। ম্যাচ সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবে গৌতম গম্ভীর, হতে পারে তা টেকনিকগত দিক কিংবা ফিল্ডিং পরিবর্তনের মতো ছোটখাটো বিষয়।
>
> **মিচেল স্টার্ক**

স্টার্ক আরও বলেছেন, 'নাইট রাইডার্সে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গৌতম গম্ভীর দুর্দান্ত চিন্তাবিদ। সবসময় ওর মাথায় প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবনা ঘুরপাক খায়। কোন বোলিং আক্রমণ সঠিক হবে প্রতিপক্ষকে আউট করতে। রানের বোঝা চাপিয়ে দিতে ব্যাটিং অর্ডারই বা কীরকম হওয়া উচিত। যার সুফল মেলে মাঠে।'

ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, গম্ভীরের কাছে দলই আগে, সেকথাও তুলে ধরেন স্টার্ক। অজি স্পিডস্টার আরও বলেছেন, 'প্রায় নয় সপ্তাহ ওর সঙ্গে কাটিয়েছি। দেখেছি শুধু ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, মূল ফোকাস দলের ওপর। ম্যাচ সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবে গৌতম গম্ভীর, হতে পারে তা টেকনিকগত দিক কিংবা ফিল্ডিং পরিবর্তনের মতো ছোটখাটো বিষয়।'

নভেম্বরে অবশ্য গম্ভীরের বিপরীত শিবিরে স্টার্ক। লক্ষ্য, গম্ভীরের তৈরি নীল নকশা ভেদ করা। পাশাপাশি অজি স্পিডস্টার মুখিয়ে রয়েছেন বিরাট কোহলির সঙ্গে বাইশ গজের যুদ্ধের জন্য। স্টার্কের কথায়, ভারতীয় রান মেশিনের সঙ্গে লড়াই সবসময় উপভোগ করেন। আসন্ন সিরিজেও তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি নিয়ে স্টার্ক বলেছেন, 'পরস্পরের বিরুদ্ধে আমি, বিরাট কোহলি অনেক ম্যাচ খেলেছি। লড়াইটা আমি উপভোগ করি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ওকে আউট করতে সমর্থ হয়েছি। একইভাবে আমার বিরুদ্ধে রানও পেয়েছে বিরাট। সবমিলিয়ে উত্তেজক টক্করটা আমরা দুইজনেই উপভোগ করি।'

অন্য যোগ দেখছেন ফরাসি তারকা

ধর্ষণে অভিযুক্ত এবার এমবাপে

স্টকহোম, ১৫ অক্টোবর : অতীতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়েছিল। এবার ধর্ষণের ঘটনায় নাম জড়াল কিলিয়ান এমবাপের। যদিও সরাসরি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ফরাসি তারকা। একই সঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার যোগসাজশ রয়েছে বলেও মনে করছেন এমবাপে।

ক্লাব ফুটবলে বিরতি। নেশনস লিগের এই পর্বে ফ্রান্সের স্কোয়াডেও ছিলেন না এমবাপে। ছুটি কাটাতে সুইডেন গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই ফরাসি তারকা এক মহিলাকে নাকি ধর্ষণ করেছেন। সুইডিশ সংবাদপত্রের দাবি, সেই ঘটনায় এমবাপের বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সুইডেনের একটি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন এমবাপে। তারপর যান নাইট ক্লাবে। পরদিন সকালেই সুইডেন ছাড়েন তিনি। এদিকে সেই দেশের একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি স্টকহোম সিটি সেন্টারের ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত কিলিয়ান এমবাপে। খবরের সত্যতা প্রমাণের জন্য ফরাসি ফুটবলার যে হোটেলে ছিলেন পুলিশের তদন্তকারী দল সেখানে গিয়েছিল এমন ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

২৫ বছরের এমবাপে যদিও এই অভিযোগকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। দাবি, প্যারিস সাঁ জাঁ-র থেকে বিপুল পরিমাণ বকেয়া অর্থ পান তিনি। যা নিয়ে শুনানিও চলছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করতে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে বলে মনে করেন এমবাপে। পাশাপাশি যথাযথ আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। উলটোদিকে পিএসজি স্বাভাবিকভাবেই এই যোগসাজশের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। সুইডেনের ঘটনার সঙ্গে ক্লাবের কোনও যোগ নেই এবং ঘটনাস্থলে ক্লাবের কেউ ছিলেন না। ফলে এমবাপের অভিযোগকেও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পিএসজি-র তরফে।

এই ঘটনায় ফ্রান্স শিবিরের অন্দরে আবহ খারাপ হয়েছে বলে মনে করছেন কোচ দিদিয়ের দেশঁ। বলেছেন, 'যে কেউ, যা ইচ্ছা লিখতেই পারেন। তবে এমন কিছু লেখা উচিত নয় যা খারাপ প্রভাব ফেলে। এই বিতর্কের দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।'

> যে কেউ, যা ইচ্ছা লিখতেই পারেন। তবে এমন কিছু লেখা উচিত নয় যা খারাপ প্রভাব ফেলে। এই বিতর্কের দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।
>
> **দিদিয়ের দেশঁ**

ফ্রান্সের নায়ক কোলো মুয়ানি

মালদিনিপুত্রের অভিষেক ম্যাচে বড় জয় ইতালির

রোম ও অ্যান্টওয়ার্প, ১৫ অক্টোবর : ইতালির জার্সিতে অভিষেক হল মালদিনি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের। সোমবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামেন পাওলো মালদিনির পুত্র ড্যানিয়েল মালদিনি। তিনি কিন্তু বাবা কিংবা ঠাকুরদা সিজার মালদিনির মতো ডিফেন্ডার নন। পুরোদস্তুর অ্যাটাকিং মিডিও হিসেবে খেলেন ড্যানিয়েল। এদিন ৭৪ মিনিটে মাঠে নামেন। অবশ্য তার আগেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল আজুরিরা। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইজরায়েলকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচে ইতালির হয়ে জোড়া গোল করেন জিওভান্নি ডি লোরেঞ্জো। বাকি দুইটি গোল আসে মাতেও রেতেগুই ও ডেভিড ফ্রাত্তেসির থেকে। ইজরায়েলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মহম্মদ আবু ফানি।

এদিকে, ম্যাচের পর ইতালি কোচ লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি বলেছেন, 'ইজরায়েল প্রথমার্ধে ভালো খেলেছে। ওরা আমাদের সেভাবে জায়গা দেয়নি। কিন্তু তারপরেও বেশ কয়েকবার আমরা বিপক্ষ বক্সে হানা দিয়েছিলাম।' এদিন ছেলের অভিষেক ম্যাচ দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন পাওলো মালদিনি।

এদিকে, অপর ম্যাচে ফ্রান্স ২-১ গোলে হারিয়েছে বেলজিয়ামকে। ম্যাচে জোড়া গোল করেন ফরাসি তারকা র‌্যান্ডাল কোলো মুয়ানি। এদিন ফ্রান্সের হয়ে খেলেননি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। তারপরেও জয় পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি ফরাসিদের। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মুয়ানি। কিন্তু প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে বেলজিয়ামকে সমতায় ফেরান লইস ওপেন্ডা। ৬২ মিনিটে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন মুয়ানি। তবে ম্যাচের ৭৬ মিনিটে অরলিয়েন চৌয়ামেনি লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় অবশ্য দশজনে খেলতে হয়েছে ফরাসিদের। তবে সেই সুযোগ নিতে পারেনি বেলজিয়াম।

এদিন জয় পাওয়ার সুবাদে লিগ 'এ'-এর গ্রুপ টু থেকে পরের রাউন্ডের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ইতালি ও ফ্রান্স। ইতালি ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে ফ্রান্স।

ফ্রান্স, ইতালি ছাড়াও জয় পেয়েছে জার্মানিও। তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে। এই জয়ের সুবাদে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল জুলিয়ান নাগেলসম্যানের ছেলেরা। এদিন অভিষেক হয় জার্মান মিডিও জেমি লেওলিংয়ের। অভিষেক ম্যাচেই গোল করে দেশকে জিতিয়েছেন তিনি। এই ম্যাচের শুরুতে অবশ্য সদ্য অবসর নেওয়া তিন তারকা ম্যানুয়েল ন্যুয়ের, ইকায় গুন্দোগান ও টমাস মুলারকে বিশেষ সম্মান জানায় জার্মান দল।

> ইজরায়েল প্রথমার্ধে ভালো খেলেছে। ওরা আমাদের সেভাবে জায়গা দেয়নি। কিন্তু তারপরেও বেশ কয়েকবার আমরা বিপক্ষ বক্সে হানা দিয়েছিলাম।
>
> **লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি**
> ইতালির কোচ

একনজরে ফলাফল

স্লোভাকিয়া	৩-১	আজারবাইজান
আলবেনিয়া	১-০	জর্জিয়া
ফ্রান্স	২-১	বেলজিয়াম
হাঙ্গেরি	২-০	বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা
সুইডেন	৩-০	এস্তোনিয়া
জার্মানি	১-০	নেদারল্যান্ডস
তুরস্ক	৪-২	আইসল্যান্ড
ইতালি	৪-১	ইজরায়েল
ইউক্রেন	১-১	চেক প্রজাতন্ত্র
ওয়েলস	১-০	মন্টেনেগ্রো

দেশের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে গোলের পর উল্লাস জার্মানির জেমি লেওলিংয়ের। সঙ্গী অ্যান্টোনি রুডিগার।

বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে জয় এনে দেওয়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে র‌্যান্ডাল কোলো মুয়ানি।

ডার্বির অংশ হতে পেরে গর্বিত জেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : উমার বিদায়ের পর আপামর বাঙালির ভালোবাসার উৎসব কড়া নাড়তে শুরু করে দিল।

ঘটি-বাঙালের এই লড়াইয়ে অবশ্য কোনও হানাহানি নয় বরং শুধুই মানুষের আবেগের বিস্ফোরণ রয়েছে। আর এই বড় ম্যাচের জন্য নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সবুজ-মেরুন বাহিনীও। পুজোর চারদিন ছুটির পর আবার কড়া অনুশীলনে ছেলেদের খাটাতে শুরু করেছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। পুজোর ঠিক আগে মিনি ডার্বিতে তাঁর দল রীতিমতো দাপট দেখিয়ে হারায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। কিন্তু স্প্যানিশ কোচ জানেন, আসল ম্যাচে জিততে না পারলে তাঁর প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দিতে সময় নেবেন না সমর্থকরা। জানা জেমি ম্যাকলারেনের মতো নবাগত থেকে বিশাল কেইথের মতো গত কয়েক বছরে বহু যুদ্ধের নায়কেরও। অজি স্ট্রাইকারের মন্তব্য, 'গত মরশুমের ডার্বি দেখেছি। জানি প্রচুর সংখ্যায় মানুষ আসেন এই ম্যাচ দেখতে। এটাই এদেশের সেরা এবং সবথেকে বড় ম্যাচ। এরকম একটা খেলার অংশ হতে পেরে গর্বিত আমি।' বিশালও বলছেন, 'টুর্নামেন্টের সেরা ম্যাচ এই ডার্বি। আমরা ম্যাচটার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছি। সমর্থকদের কাছে আমার আবেদন, মাঠে আসুন আর আমাদের পাশে থাকুন।' মনবীর সিং তো বলেই দিলেন, 'এটাই হল সেরা উৎসব।'

ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে আরও ধারালো হয়ে উঠছেন জেমি ম্যাকলারেন।

ফিট হয়ে উঠছেন আলবার্তো-সাহাল

মোহন-জনতার কাছে সুখবর, প্রায় ফিট আলবার্তো রডরিগেজ ও সাহাল আব্দুল সামাদ। ডার্বিতে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার তো বটেই, সাহালেরও খেলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর। এখনও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডেই অনুশীলন করছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। অক্টোবরে এমনিতেই ১৫ দিন বন্ধ থাকে ময়দান। ডার্বির আগে আর মোহনবাগান মাঠে ফেরার কোনও পরিকল্পনা তাদের নেই বলে জানা গেল।

এদিকে, আগামী ২৩ অক্টোবর আল ওয়াখরার বিরুদ্ধে মোহনবাগানের যে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, তার জন্য এখনও মাঠ ধরে রাখা হয়েছে। যদিও এখনও এএফসি-র কাছ থেকে চিঠির কোনও উত্তর পায়নি তারা। অথচ ইরানের বাকি সব ম্যাচ দুবাই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। খানিক ক্ষোভ রয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপরেও। তাদের হয়ে ফেডারেশনের তরফে কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায়। ম্যাচের যাবতীয় ব্যবস্থা রাখা হলেও তারা বুঝেই গিয়েছেন যে, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে খেলার আর কোনও সম্ভাবনা তাদের নেই।

অবসর জীবনে ফ্যাশনেও নজর কাড়ছেন মিতালি রাজ।

শুটিং বিশ্বকাপে রুপো সোনমের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : শুটিং বিশ্বকাপে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে রুপো জিতলেন ভারতের সোনম মাসকার। ২২ বছরের এই শুটার ফাইনালে ২৫২.৯ স্কোর করেন। সোনা জিতেছেন চিনের শুটার ইউটিং হুয়াং। তিনি ফাইনালে ২৫৪.৫ স্কোর করে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। সদ্যসমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিকেও সোনা জিতেছিলেন হুয়াং। ফরাসি শুটার ওসানে মুলার ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। আরেক ভারতীয় শুটার তিলোত্তমা সেন ১৬৭.৭ স্কোর করে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন।

অলিম্পিকের পদক জয়ীরা সরাসরি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু মানু ভাকের, সরাবজ্যোৎ সিংরা এই ইভেন্টে নামেননি। প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৬৩২.১ স্কোর করে চতুর্থ হয়েছিলেন সোনম। তিলোত্তমা ৬২৮.৯ স্কোর করেন।

ইংল্যান্ডের কোচ হয়তো গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ অক্টোবর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সেরা কোচেদের তালিকায় পেপ গুয়ার্দিওলার নাম নিঃসন্দেহে বেশ ওপরের দিকেই থাকবে। পরিসংখ্যান বলছে, সাফল্যের নিরিখে স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসনের পরেই রয়েছে পেপের নাম। তিনি পিছনে ফেলেছেন আর্সেন ওয়েঙ্গার, হোসে মোরিনহোদের। সেই গুয়ার্দিওলাই ইংল্যান্ডের পরবর্তী হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন বলে খবর।

২০১৬ থেকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচের পদে রয়েছেন পেপ। কোচ হিসাবে সিটিকে ছয়বার প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ত্রিমুকুট সহ সিটিজেনদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ দিয়েছেন। নীল ম্যাঞ্চেস্টারকে বিশ্বসেরা করার অন্যতম কারিগরও তিনি। তবে এবার হয়তো সিটিতে পেপ যুগের অবসান ঘটতে চলেছে।

গ্যারেথ সাউথগেটের বিদায়ের পর আপাতত ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন লি কার্সলে। আগামী বছরেই সম্ভবত নতুন স্থায়ী কোচ বেছে নেবে ইংলিশ ফুটবল সংস্থা। গ্রাহাম পটার, টমাস টুচেলরা দৌড়ে রয়েছেন। এফএ-র তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে গুয়ার্দিওলার সঙ্গেও। খবর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে। পেপের পক্ষ থেকে যদিও কোনও উত্তর মেলেনি। অন্যদিকে ম্যান সিটিতেও তাঁর মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ক্লাবের তরফে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হলে তাতেও সাড়া দেননি এই স্প্যানিশ কোচ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ভবিষ্যতে যে কোনও কিছুই হতে পারে।' এরপরই গুয়ার্দিওলার ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার জল্পনা আরও তীব্র হচ্ছে। ম্যান সিটি যদিও সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে ধরে রাখতে ঝাঁপাবে বলে খবর।

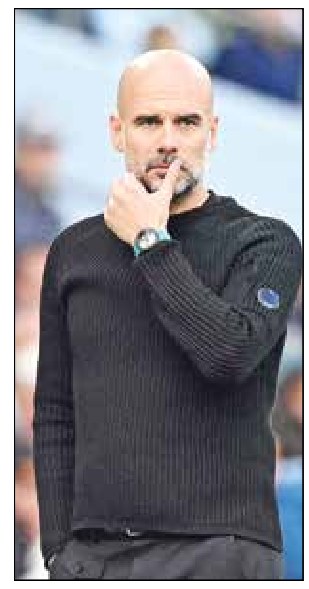

টমাস টুচেল, গ্রাহাম পটারদের পিছনে ফেলে থ্রি লায়ন্সদের হটসিটে দেখা যেতে পারে পেপ গুয়ার্দিওলাকে।

NABANKUR SANGHA
Pradhan Nagar, Siliguri
Result of Lottery held on 11.10.2024
1st Prize - 1765 2nd Prize - 1920
3rd Prize - 1431 4th Prize - 1289
5th Prize - 1899
6th Prize - (1) 2556 (2) 3018 (3) 5186 (4) 1564 (5) 3069 (6) 4313 (7) 4746 (8) 5014 (9) 1589 (10) 5318
7th Prize - (1) 3068 (2) 1908 (3) 4704 (4) 2549 (5) 1401 (6) 2308 (7) 4542 (8) 2086 (9) 3186 (10) 2492 (11) 2769 (12) 4789 (13) 4660 (14) 2849 (15) 1010 (16) 1285 (17) 2269 (18) 1278 (19) 4142 (20) 3336 (21) 3154 (22) 2505 (23) 1092 (24) 3527 (25) 2479 (26) 4198 (27) 1919 (28) 2530 (29) 5344 (30) 1161 (31) 4558 (32) 3890 (33) 3506 (34) 5325 (35) 4532 (36) 3887 (37) 4667 (38) 3689 (39) 3795 (40) 1785 (41) 2673 (42) 1998 (43) 2445 (44) 3930 (45) 1611 (46) 1852 (47) 3578 (48) 3422 (49) 3450 (50) 2958
CLAIM WITHIN 22.10.2024
Secretary

অস্কারকে নিয়ে আশায় লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : মহারণ এগিয়ে আসছে। সেইসঙ্গে একটা প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে। শনিবারের বড় ম্যাচের আগে কি কলকাতায় এসে পৌঁছোবেন অস্কার ব্রুজোঁ? এই মুহূর্তে যা খবর তাতে বলাই যায়, ডার্বিতে লাল-হলুদের নতুন স্প্যানিশ কোচের ডাগআউটে থাকার সম্ভাবনাই বাড়ছে।

স্পেন থেকে নিয়মিত দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন অস্কার। তাঁর পরামর্শেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-বধের ছক কষছেন বিনো জর্জ। কলকাতায় আসার পর তাঁর কোচিংয়ে মানিয়ে নিতে যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য স্প্যানিশ কোচ কথা বলছেন দলের ফুটবলারদের সঙ্গেও। যা খবর, বৃহস্পতিবার ভিসা হাতে পেয়ে যেতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট অস্কারকে কলকাতায় উড়িয়ে আনতে দেরি করবে না। আর ম্যাচের আগে কলকাতায় চলে এলে স্প্যানিশ কোচ ডাগআউটে বসবেন, এটা একপ্রকার নিশ্চিত।

মঙ্গলবার ছুটি ছিল ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনের। বুধবার থেকে বড় ম্যাচের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দেবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। বৃহস্পতিবারের মধ্যে হিজাজি মাহেরেরও কলকাতায় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা। চোটমুক্ত দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, মহম্মদ রাকিপ, নীশু কুমাররাও। সবমিলিয়ে আইএসএল ডার্বিতে নামার আগে বেশ খানিকটা চিন্তামুক্ত লাল-হলুদ শিবির।

বুধবার থেকে পাওয়া যাবে ডার্বির অফলাইন টিকিট। সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত লাল-হলুদ সমর্থকরা টিকিট পাবেন রুবির মোড় ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবু থেকে। বাগান গ্যালারির টিকিট মিলবে সবুজ-মেরুন তাঁবুতে। অনলাইনে কাটা টিকিট তোলা যাবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বক্স অফিস থেকে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সাগর দাস - কে 30.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56J 56146 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারির প্রশংসা করি, সাধারণ মানুষের একজন ভালো প্রতিনিধি হিসেবে যা নিয়মিতভাবে সমস্ত এলাকায় কোটিপতি তৈরি করেছে। এই স্কিমটি চালানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমার আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ফেডেরারের উপস্থিতি চাপে ফেলে জকোভিচকে

সাংহাই, ১৫ অক্টোবর : খারাপ সময়টা যেন কাটতেই চাইছে না সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচের। একের পর এক টুর্নামেন্ট থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত সাংহাই মাস্টার্সের ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও বিশ্বের এক নম্বর ইয়ানিক সিনারের কাছে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে হারতে হয়েছে জোকারকে। সাংহাই মাস্টার্সের ফাইনাল দেখতে উপস্থিত ছিলেন টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার ও স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ। ফেডেরারের উপস্থিতিই তাঁকে বাড়তি চাপে ফেলে দিয়েছিল, দাবি জোকারের। তিনি বলেছেন, 'রজার খেলা দেখতে এসেছে দেখে ভালো লাগল। তবে ওঁকে সবসময় টেনিস কোর্টে দেখতে চাই, গ্যালারিতে দেখতে চাই না। সম্ভবত এই প্রথমবার ওঁর সামনে কোনও ম্যাচ খেললাম। রজারের উপস্থিতি আমাকে আরও চাপে ফেলে দিয়েছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আলকারাজও ম্যাচ দেখতে এসেছিল। ওকেও ধন্যবাদ ফাইনাল দেখতে আসার জন্য।'

চলতি বছরে একটিও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি এই টেনিস তারকা। ২০১৭ সালের পর এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ছাড়াই বছর শেষ করেছেন জকোভিচ। ৩৭ বছরের এই তারকা বলেছেন, 'পারফরমেন্সের নিরিখে এটাই আমার সবচেয়ে খারাপ মরশুম। সবসময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করা এবং গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা সম্ভব নয়। তবে এই বছর আমি অলিম্পিকে সোনা জিতেছি, যেটা আমার মূল লক্ষ্য ছিল। আপাতত পরের মরশুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

২০১৭ সালের পর প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম না জিতেই বছর শেষ করলেন নোভাক জকোভিচ।